RA'ME'R RA'JYA'BHISEKA

OR

CORONATION OF RAMA

BY

SASIBHUSAN CHATTOPADHYAYA F.R.G.S.

Nineteenth Edition.

রামের রাজ্যাভিষেক।

শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় এফ, আর, জি, এস

প্রণীত।

ঊনবিংশ সংস্করণ।
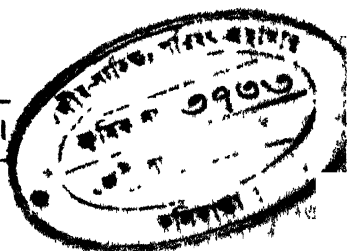
Calcutta.

PRINTED AND PUBLISHED BY B. L. CHAKRAVARTI,

AT THE NEW SCHOOL-BOOK PRESS,

8, Dixon's Lane.

1905.
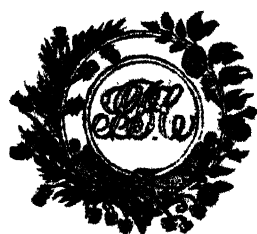
বিজ্ঞাপন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, আমি রামের রাজ্যাভিষেক লিখিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু এতদিন নানা কারণে, বিশেষতঃ শরীর সাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে ইহা মুদ্রিত করিয়া উঠিতে পারি নাই। এক্ষণে ইহা মূদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। ভবভূতি-প্রণীত বীরচরিত ও মুরারিমিশ্র-কৃত অনর্ঘরাঘব হইতে, ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংগৃহীত। অবশিষ্ট সমুদায় অংশ রামায়ণের পূর্ব্বকাণ্ড অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। রামচন্দ্র যেরূপ অলৌকিক গুণগ্রামসম্পন্ন ছিলেন; লক্ষ্মণের যেরূপ অনন্য-সাধারণ ভ্রাতৃভক্তি, ও সীতার যে প্রকার অসামান্য পতি-পরায়ণতা গুণ ছিল; তাহাতে এরূপ গ্রন্থে তৎসমুদায় সুচারু-রূপে লিখিয়া উঠা, কোন প্রকারেই সম্ভব নহে। যাহা হউক, সহৃদয় পাঠকবর্গ, রামের রাজ্যাভিষেকের কোন অংশ পাঠ করিয়া, যদি তৃপ্তিলাভ করেন, তাহা হইলেই পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব। ইতি।

৩রা আশ্বিন সংবৎ ১৯২৬
কলিকাতা।

শ্রীশশিভূষণ শর্ম্মা।

রামের রাজ্যাভিষেক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
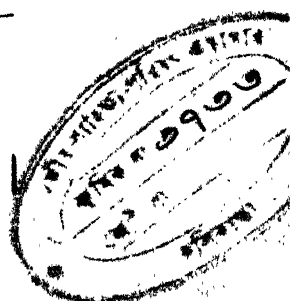
একদা ভুবনবিজয়ী রাজা দশরথ, রাজাসনে আসীন হইয়া, সচিববর্গের সহিত, অবিচলিতচিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, ইত্যবসরে প্রতিহারী সম্মুখে আসিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের আশ্রম হইতে সংবাদ লইয়া, বামদেব মুনি আসিয়াছেন। দশরথ শ্রবণমাত্র আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলেন, ত্বরায় তাঁহাকে বিশ্রামভবনে লইয়া যাও, আমিও তথায় চলিলাম। অনন্তর তিনি সভাভঙ্গ করিয়া, মুনিদর্শনমানসে বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন।

বামদেব বিশ্রামভবনে প্রবিষ্ট হইয়া আসনপরিগ্রহ করিলে, রাজা প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের কুশল? কেমন নিয়মকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতেছে ত? কোন শ্বাপদ ত তপোবনের বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই? বামদেব পুণ্যাশ্রমের কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অধীশ্বর থাকিতে, আমাদের তপোবিঘ্নের সম্ভাবনা কি?

দশরথ প্রজাপালনসম্ভূত স্বকীয় প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্লবদনে কহিলেন, ঋষে! কুলগুরু বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া প্রজাপালন করিতে করিতে আমি বার্দ্ধক্য-দশায় উপনীত হইয়াছি, তথাপি যে,ভগবান্ এখনও আমাকে অনুশাসন করিয়া পাঠান, ইহাতেই বোধ হয়, আমার উপর তাঁহার সবিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে। বামদেব কহিলেন, মহারাজ! ঋষিরা সমদর্শী হইলেও, পাত্র-বিশেষে তাঁহাদের স্বাভাবিক চক্ষুঃপ্রীতি জন্মে। মহর্ষি রঘুকুলের গুরু, কিন্তু তিনি আপনাকে যেরূপ স্নেহ করেন, অপর কাহারও প্রতি তাঁহার তাদৃশ স্নেহভাব লক্ষিত হয় না।

দশরথ শুনিয়া হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ভগবান্ বশিষ্ঠ-দেব আমার প্রতি কি আদেশ করিয়াছেন? বামদেব কহিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক আপনাকে কহিয়াছেন, নিরন্তর যাগাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দীনদরিদ্রদিগের অভিলাষ পূর্ণ করাই রঘুবংশীয়দিগের প্রধান কর্ম্ম। অতএব যিনি যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা যেন অবিলম্বে সম্পাদিত হয়। দেখিবেন, যেন যাচকের প্রার্থনাভঙ্গ কখন না হয়। দশরথ শুনিয়া কহিলেন, ভগবানের এই অনুশাসনে সাতিশয় অনুগৃহীত হইলাম। তাঁহার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমি কায়মনোবাক্যে তদীয় আজ্ঞাপ্রতিপালনে যত্নবান্ হইব; কখনই ইহার অন্যথা হইবে না।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে প্রতীহারী সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! ভগবান্ কুশিকনন্দন দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। দশরথ শ্রবণমাত্র সাতিশয় ব্যগ্রচিত্ত হইয়া কহিলেন, প্রতিহারিন্! সত্বর তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। প্রতীহারী শুনিয়া, তথা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক, পুনরায় বিশ্বামিত্রসমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইল। দশরথ দেখিবামাত্র, সহর্ষে ও সসম্ভ্রমে আসন হইতে উত্থিত হইয়া, গললগ্নীকৃতবাসে

মহর্ষিচরণাম্বুজে প্রণিপাত করিলেন। বিশ্বামিত্র "চিরং জীব" বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক বিনয়সহকারে তদীয় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বামিত্র যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ব্রতবিদ্বেষী নিশাচরগণের উপদ্রবে যাগাদি পুণ্যকর্ম্ম কিছুই অনুষ্ঠিত হইতেছে না। প্রায় প্রতিদিন দুরাচার রাক্ষসেরা, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া, পূর্ণাহুতিপ্রদানকালে অন্তরীক্ষ হইতে রুধিরধারাবর্ষণ করিয়া থাকে; তাহাতে আরব্ধযজ্ঞসমাপ্তির বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ত্রৈলোক্যের অভয়দাতা, বিপন্নের আশ্রয় এবং রাজ্যের অধিপতি; এই হেতু আমি আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিতে আসিয়াছি। যাহাতে আমরা অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম নিরাপদে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি, আপনি তাহার যথোচিত উপায়বিধান করুন। কিন্তু নিশাচরেরা যেরূপ দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্ধর্ষ, তাহাতে উহাদিগকে দমন করা রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য নহে। অতএব, যজ্ঞরক্ষার্থে কতিপয়দিবসমাত্র রামচন্দ্রকে আমাদিগের আশ্রমে সশস্ত্র কালযাপন করিতে হইবে। এক্ষণে আপনি রামকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিউন।

রাজা, মহর্ষিবাক্য শ্রবণ করিয়া, ক্ষণকাল নিশ্চেষ্টভাবে মৌনবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা নিষ্কলঙ্ক ও চিরবিশুদ্ধ। কয়েক দিবস প্রাণাধিক রামচন্দ্রকে না দেখিলে, আমার মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইবে বটে, কিন্তু আমি যদি এক্ষণে মহর্ষির অভিলাষপূরণে অসমর্থ হই, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আমি আমা হইতে এই চিরনির্ম্মল রঘুবংশ অতিথিপ্রত্যাখ্যানরূপ দুরপনেয় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবে, এবং আমা হইতেই জগদ্বিখ্যাত রঘুকুলগৌরব একেবারে অন্তর্হিত হইবে। ইহা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। এইমাত্র ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন, কখনও যেন যাচকের প্রার্থনা বিফল না হয়। যেমন হউক, এই [illegible]

ভগবান্ জ্ঞানময় চক্ষুঃ দ্বারা অগ্রে জানিতে পারিয়াই, আমাকে আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন। অতএব, যেমন করিয়া হউক, অদ্য আমাকে মহর্ষির বাসনা পূর্ণ করিতে হইবে।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, দশরথ সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা অবিলম্বে রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অল্পকালের মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে লইয়া সাশ্রুনয়নে মহর্ষিহস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া হৃষ্টচিত্তে তপোবনাভিমুখে গমন করিলেন, এবং দুই দিবস পথে অতিবাহন করিয়া, তৃতীয় দিবসের অপরাহ্নসময়ে স্বীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় ময়ূখমালা একত্র করিয়া, প্রিয়সহচরী ছায়ার সহিত অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। পশ্চিম দিক যেন আহ্লাদে বিচিত্র লোহিতাম্বর পরিধান করিয়া, দিনকরের অভ্যর্থনায় সুসজ্জীভূত হইল। ক্রমে কুমুদিনী-বিয়োগকাতর ভগবান্ চন্দ্রমা উদয়গিরির অন্তরাল হইতে মনোরম-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সায়ংসময় উপস্থিত দেখিয়া মহর্ষি সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, বৎস রাম! বৎস লক্ষ্মণ! তোমরা কয়েক দিবস অনবরত পথশ্রমে সাতিশয় কাতর হইয়াছ; অতএব অদ্য উত্তমরূপে শ্রান্তি দূর কর। এই কথা কহিয়া, সন্নিহিত শিষ্যের প্রতি তাঁহাদের আতিথ্যসৎকারের ভারার্পণ করিয়া, তিনি স্বয়ং সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি করিবার নিমিত্ত, তথা হইতে চলিয়া গেলেন। রাম লক্ষ্মণও তাপস-তরুমূলস্থিত শিলাতলে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, পরে তপোবন-সম্ভূত কন্দমূল-ফলাদি দ্বারা ক্ষুধাপনোদন করিলেন; এবং কুটীরাভ্যন্তরে পত্রাসনে শয়ন করিয়া পরমসুখে যামিনীযাপন করিলেন।

প্রভাতে উভয়ে কুটীর, পরিত্যাগ করিয়া, যথারীতি প্রাতঃকৃত্য-সমাপন করিলেন। অনন্তর, রাম মহর্ষির যজ্ঞদর্শনমানসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস!

চল, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া মহর্ষির পাদপদ্মদর্শনে আত্মাকে চরিতার্থ করি। এই কথা কহিয়া, রাম সশস্ত্র অগ্রে অগ্রে,এবং লক্ষ্মণ শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, গমন করিতে লাগিলেন।

কি প্রাতঃকালে, কি মধ্যাহ্নকালে, কি সায়ংকালে, সকল সময়েই তপোবনের অপূর্ব্ব শোভা হইয়া থাকে। কোন স্থানে ললিতলতাগৃহের চারিদিকে মধুলোলুপ অলিকুল গুন্‌গুন্ শব্দে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিয়া মধুপান করিতেছে। কোথাও অনতিদীর্ঘ আশ্রমপাদপশ্রেণী রসালফলভরে অবনত হইয়া, মৃদুমন্দ সমীরণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে; তাহাতে বোধ হয়, যেন তরুবরেরা সমীপবর্ত্তী ক্ষুৎ-পিপাসাতুর পথিকজনকে আহ্বান করিতেছে। কোন স্থানে নির্ম্মলসরোবর-সলিলে কেলিপর মরালকুল জলকেলি করিতে করিতে, ম্লানমুখী সরোজিনীকে দিনকরের সংবাদ দিবার নিমিত্তই যেন, তৎসকাশে উপস্থিত হইতেছে, এবং প্রভাকরের কর-সমাগমে বিকসিত কমলিনী আহ্লাদে ঈষৎ কম্পিত হইয়াই, যেন মধুব্রত সমূহকে সাদরসম্ভাষণে আহ্বান করিতেছে। কোথাও হোমগৃহের পূর্ব্বভাগ হইতে অনর্গল ধূমপটল উত্থিত হইয়া গগনমার্গ স্পর্শ করিতেছে, এবং পবিত্র গন্ধবহ হোমগন্ধবহনপূর্ব্বক আশ্রমের চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। কোন স্থানে মৃগ-কদম্ব, শ্যামল দূর্ব্বাদল ভক্ষণ করিতে করিতে, নির্ভয়ে ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও বা ঋষিকুমারেরা সমিৎকুশাদির আহরণ করিয়া, অনন্যমনে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে মৃগশাবকেরা সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক উঁহাদের পৃষ্ঠদেশ হইতে কুশাদি ভক্ষণের চেষ্টা করিতেছে। কোন স্থানে শুকমুখভ্রষ্ট শ্যামাকতণ্ডুলকণা তরুতলে পড়িয়া রহিয়াছে; আর বায়সেরা উহা ভক্ষণ করিতেছে। কোথাও মদমত্ত শিখিকুল প্রস্ফুটিত কদম্বতরুশাখায় কলাপ-বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে, এবং মধুকল কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গগণ কাকলীস্বরে গান করিতেছে।

রাম প্রাতঃকালে তপোবনের অনুপম সৌন্দর্য্যসন্দর্শন করিয়া হর্ষোৎফুল্লনয়নে গদ্গদ বচনে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তপোবনের যে দিকেই দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকই চিত্ত আকর্ষণ করে। যাহার চিত্ত নিরন্তর শোকে ও তাপে দগ্ধ হইতেছে, যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিন্নে মনের সুখ কাহাকে বলে জানে না, তপোবনে প্রবেশ করিলেই অচিরে তাহারও চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্যসম্পাদন হয়, হৃদয় শান্তিসলিলে অবগাহন করিতে থাকে, এবং অন্তঃকরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সঞ্চার হয়। বৎস! দেখ দেখ, কেমন সিদ্ধাশ্রমের হোমধেনু শান্তভাবে অমৃতময়দুগ্ধ-প্রদান করিতেছেন। উহাঁর শ্রুতিসুখ দুগ্ধধারাধ্বনি আশ্রমের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। লক্ষ্মণ অন্যত্র দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এদিকে দেখুন, ঐ পুণ্যাত্মা ঋষিগণ কেমন বেত্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া, পিতামহের ন্যায় উদাত্তাদিস্বরে বেদপাঠ করিতেছেন। আহা! উহাঁদের যেমন স্বভাবসৌম্য মূর্ত্তি, তেমনি দুরবগাহ গম্ভীর প্রকৃতি। দেখিলেই বোধ হয়, যেন উহাঁরা দয়া ও ক্ষমাগুণের আধার এবং জগতের মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি। রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! ওদিকে দেখ, কেমন ঐ তরুণবয়স্কা ঋষিকন্যারা স্ব স্ব সামর্থ্যানুরূপ সেচনকলস কক্ষে করিয়া আশ্রমতরুমূলস্থিত আলবালে জলসেচন করিতেছেন, আর ঐ জলবেণী আলবাল মধ্যে কেমন ধীরে ধীরে গমন করিতেছে। আহা! এ স্থানটী কি রমণীয়! বোধ হইতেছে, যেন তরুবরশ্রেণী রজতবলয়ে বিভূষিত হইয়া, মুনিকন্যাগণকে শিরঃকম্পনচ্ছলে, কৃতজ্ঞতাসূচক সাদর সম্ভাষণ করিতেছে।

লক্ষ্মণ যাইতে যাইতে অন্যদিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া, বিস্ময়াকুলচিত্তে সহাস্যবদনে কহিলেন, আর্য্য! এদিকে অবলোকন করুন, কি চমৎকারব্যাপার! ঋষিরা দেবার্চ্চনার নিমিত্ত যে সমস্ত তণ্ডুলাদি উপকরণসামগ্রী আহরণ করিয়া-ছিলেন, অবসর পাইয়া হরিণেরা অশঙ্কিতচিত্তে তৎসমুদয় ভক্ষণ করিতেছে, আর ঋষিপত্নীরা ব্যাকুলান্তঃকরণে যষ্টি উত্তোলনপূর্ব্বক, বারংবার উহাদিগকে তাড়াইবার

চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাহাতেও হরিণেরা ভীত না হইয়া কেবল উহাই খাইতেছে, আবার এক একবার গ্রীবা উন্নত করিয়া মুনিপত্নীদিগের হস্তস্থিত উল্লাসদণ্ড আঘ্রাণ করিতেছে। তদ্দর্শনে ক্ষমাবৃত্তি ঋষিগণ কেবল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেছেন। ওদিকে দেখুন, যজ্ঞবেদীর অদূরে মৃগশিশুরা কেমন নির্ভয়চিত্তে অনন্যমনে কুসুমসুকুমার তাপসকুমারদিগের হস্ত হইতে নীবার গ্রহণ করিয়া আস্তে আস্তে চর্ব্বণ করিতেছে। আর্য্য! সম্মুখে দৃষ্টিপাত করুন, তপোধন-বালকেরা পিপীলিকাদিগের আহারার্থ চতুর্দ্দিকে শ্যামাকতণ্ডুলকণা স্থাপন করিতেছেন, আর পিপীলিকারা ঐ সমস্ত মুখে করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, আশ্রমপথের উপর দিয়া গমন করিতেছে। আহা! ইহাতে আশ্রমপথের কি রমণীয় শোভাই হইয়াছে! বোধ হইতেছে, যেন পথে কে পত্রাবলী চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে। অহো! তপোবনের কি মাহাত্ম্য! বোধ হয় এখানে মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন, যাঁহার প্রভাবে হিংসা, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তির লেশমাত্রও নাই। তাহা না হইলে, আমরা অপরিচিত, আমাদিগকে দেখিয়া ভীরুস্বভাব মৃগজাতি কখনই চিরপরিচিতের ন্যায় এরূপ নির্ভয়চিত্তে ইতস্ততঃ বেড়াইতে পারিত না। ফলতঃ তপোবনের যাহা কিছু, সকলই অদ্ভুত ও অলৌকিকপ্রীতিপ্রদ।

উভয়ে এইরূপে তপোবনের বিহারভূমিতে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মরীচিমালী গগনমার্গের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রচণ্ড অংশুজালনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রাম ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন বৎস! আমরা মনোহারিণী তপোবনশোভা সন্দর্শন করিতে করিতে একবারে এরূপ সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছিলাম যে, মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া, ভগবান্ বিশ্বামিত্রের সন্নিহিত হই চল। লক্ষ্মণ দূর হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে কহিলেন, আর্য্য! ঐ দেখুন, ভগবান্ কুলপতি যজ্ঞীয়বেশপরিধানপূর্ব্বক এদিকেই আগমন করিতেছেন। রাম দেখিয়া

সহর্ষে কহিতে লাগিলেন, যিনি জ্ঞানময় নেত্র দ্বারা ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় দর্শন করেন, এবং তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবনের যাবতীয় সামগ্রী সম্মুখস্থিত পদার্থের ন্যায় দেখিতে পান, যাঁহার হৃদয়দর্পণে সমস্ত জগৎ নিরন্তর প্রতিফলিত হইয়া থাকে, সেই তাপসশ্রেষ্ঠ ভগবান কুশিকনন্দন দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় আমাদিগের নয়নপথবর্ত্তী হইয়াছেন। আহা! মহর্ষিকে দেখিবামাত্রই বোধ হয়, যেন পরমযোগী ভগবান্ ভবানীপতি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কর তপস্যায় ব্রতী হইয়াছেন। বৎস! মহর্ষি সন্নিহিত হইয়াছেন; চল, ঐ আশ্রমবটের বিশালশাখাতলে যাইয়া উঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

অনন্তর তাঁহারা তথায় গমন করিলে, মহর্ষি আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন, এবং রামদর্শনে বিপুলহর্ষলাভ করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমরা রাজপুত্র, নিরন্তর রাজভোগে কালযাপন কর। আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর তপোবনভূমি কি তোমাদের চিত্তবিনোদনে সমর্থ হয়? কেমন তপোবনে আসিয়া তোমাদের কোন প্রকার অসুখ হয় নাই ত? রাম কহিলেন, ভগবন্! তপোবনের যে, কি মাহাত্ম্য, তাহা এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। তপোবনদর্শনে যাহার মন মুগ্ধ না হয়, জগতে এরূপ লোক অতিবিরল। বস্তুতঃ ধরাতলে তপোবনের ন্যায় রমণীয় স্থান আর নাই।

রাম এই বলিয়া বিরত হইতেছেন, এমন সময়ে সহসা যজ্ঞবেদীসমীপে মহান্ কলকল-শব্দ উপস্থিত হইল। কোলাহলের কারণ কি জানিবার নিমিত্ত, সকলে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, কৃতান্তের সহ-ধর্ম্মিণীর ন্যায় বিকটমূর্ত্তিধারিণী পাপীয়সী সুকেতুনন্দিনী, সুবাহু ও মারীচ সমভিব্যাহারে, যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছে; এবং অনবরত-রুধির-ধারা-বর্ষণে যজ্ঞীয়-অগ্নিকুণ্ড-নির্ব্বাণের উপক্রম করিতেছে। তদ্দর্শনে বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, বৎস! সুন্দাসুরভার্য্যা তাড়কা সপুত্রে

আমাদিগের বৈদিককার্য্যের বিষম বিঘ্ন জন্মাইতেছে। অতএব সত্বর চাপগ্রহণ করিয়া, উহার নিধনসম্পাদন কর। রাম শ্রবণমাত্র সাতিশয় রোষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক ভীষণ শরাসনে শরসন্ধান করিয়া, তদভিমুখে ধাবিত হইলেন। তদীয় দিব্যাস্ত্রপ্রহারে তাড়কা ও রাক্ষসচমূনায়ক সুবাহু ভূতলশায়ী হইল। তাড়কার নিধনে লঙ্কাপতি দশাননের অখণ্ড প্রতাপ খণ্ডিত ও অচলা রাজ্যলক্ষ্মী কম্পিত হইল; এবং এখন হইতে রাক্ষসগণের ভাবী পরাজয়ের সূত্রপাত হইল।

বীরকুলধুরন্ধর রামচন্দ্র রাক্ষসসেনার সংহার করিয়া, প্রসন্নমনে মহর্ষিসমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং প্রগাঢ়ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণারবিন্দে অভিবাদন করিলেন। বিশ্বামিত্র রামদর্শনে হর্ষাতিশয়-প্রদর্শনপূর্ব্বক, স্নেহভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং নিজ পবিত্র হস্ত দ্বারা তদীয় জয়লক্ষ্মীলাঞ্ছিত কলেবর অবমর্ষণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, বৎস! অদ্য তোমার বাহুবলপ্রভাবে ব্রতবিদ্বেষী দুষ্ট নিশাচরদিগের দর্প খর্ব্ব হইয়াছে। এক্ষণে আমি, যজ্ঞবেদী বিঘ্নবিরহিত, তপোবন সমুল্লসিত ও আত্মা কৃতার্থ হইল, বিবেচনা করিতেছি। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আরব্ধ যজ্ঞ সমাপ্ত না হয়, তদবধি তোমাকে এই স্থানে অবস্থান করিতে হইবে। এই কথা কহিয়া, তপোধন তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রামও মহর্ষিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, অনুজসমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

যথাকালে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে, কালত্রয়দর্শী ভগবান্ মহর্ষি সহর্ষে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তাড়কা সবান্ধবে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে। দেবতাদিগের তৃপ্তিজনক যজ্ঞানুষ্ঠানও সুসম্পন্ন হইল। এক্ষণে যাহাতে রামচন্দ্র হরধনুর্ভঙ্গপূর্ব্বক মৈথিলীর পাণিগ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত-রাবণাদিবধরূপ দেবকার্য্যে দীক্ষিত হন, অগ্রে তাহার উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি রামকে

সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাক্ষসগণের উপদ্রববিরহে আমাদিগের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। কিন্তু নিশাচরেরা আমার চিরন্তন প্রিয়সুহৃৎ সীরধ্বজ নৃপতির আরব্ধযাগানুষ্ঠানের কিরূপ অবস্থা ঘটাইয়াছে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।

রাম শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে কহিলেন, ভগবন্! আপনি প্রিয়সুহৃৎশব্দে যে মহাত্মার নামোচ্চারণ করিলেন, সেই নৃপতি কে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বোধ করি তোমরা মিথিলা নগরীর নাম শুনিয়া থাকিবে। এই রাজর্ষি তথাকার অধিপতি। ইহাঁর অপর নাম রাজা জনক। ইনিই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য হইতে ব্রহ্মসংহিতা শিক্ষা করিয়া পরমযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি মিথিলেশ্বর এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তথায় আমাদেরও নিমন্ত্রণ আছে। অতএব, কল্য নিমন্ত্রণ-রক্ষার্থে আমি মিথিলায় গমন করিব; তোমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া যাইব।

রাম সহর্ষে ও সবিস্ময়ে কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, জনকরাজভবনে, অদ্ভুতাকার হরধনু ও বিশ্বম্ভরাদেবী-প্রসূতি অগর্ভসম্ভবা কন্যা, এই আশ্চর্য্যদ্বয় বিদ্যমান আছে। বিশ্বামিত্র সহাস্যবদনে কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য। আবার মিথেলেশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই হরকার্ম্মুকে গুণারোপণ করিয়া, আপনার অলৌকিক বাহুবল দেখাইতে পারিবেন, তাঁহাকেই সেই অগর্ভসম্ভবা কন্যা প্রদান করিবেন। রাম লক্ষ্মণের প্রতি আনন্দ-পরিপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! অনেক দিন অবধি হরপাণি-প্রণয়ি-শরাসন-সন্দর্শনে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, মহর্ষিও সঙ্গে লইয়া যাইবেন কহিতেছেন। অতএব কল্য আমরা মিথিলায় গমন করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন, বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজর্ষি জনক অতিপ্রকাণ্ড যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। কোন স্থানে শত শত পরিচারক, ঘৃতপূর্ণ হেমকুম্ভ হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোথাও নানাদিগ্দেশাগত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের পরস্পর শিষ্টালাপে যজ্ঞভূমি কোলাহলময় হইতেছে; কোন স্থানে ঋষিগণ বিবিধ রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন; কোথাও কিঙ্করেরা রাশিরাশি যজ্ঞীয় দ্রব্যসামগ্রী মস্তকে করিয়া যজ্ঞবেদীর নিকট গমন করিতেছে; বেদীর উপরে আচার্য্যেরা উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে সফল ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেছেন। ফলতঃ যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সর্ব্বত্রই যজ্ঞসংক্রান্ত মহাসমারোহ ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষিত হয় না।

এইরূপে তাঁহারা কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে যজ্ঞসমৃদ্ধিদর্শন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজা জনক, কুলপুরোহিত শতানন্দ ও অন্যান্য আত্মীয়বর্গের সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং পরম সমাদর-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যথাস্থানে লইয়া গেলেন। তথায় সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজর্ষি তপোবনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, হর্ষোৎফুল্ললোচনে সম্বদ্ধকরপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! ত্রিভুবনদুর্ল্লভ অমৃত প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে যেরূপ আনন্দোদয় হয়, চিরপ্রার্থিত প্রিয়সমাগমে যে প্রকার সুখানুভব হয়, তদ্রূপ অদ্য ভগবদ্দর্শনলাভে আমার অন্তরে

অভূতপূর্ব্ব সুখসঞ্চার হইতেছে; সর্ব্বাবয়ব যেন পীযূষরসে আপ্লুত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে বিবেচনা করি, আপনার শুভাগমনে আমার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইল।

বিশ্বামিত্র মিথিলেশ্বরের ঈদৃশ শ্রুতিসুখ শিষ্টাচারপরম্পরাশ্রবণে অপরিসীম হর্ষলাভ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, সখে! আপনার ন্যায় রাজর্ষি কখন আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই। আপনি ত্রিভুবনসাক্ষী ভগবান্ ভাস্করের অনুশিষ্য, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য, সাক্ষাৎ ধর্ম্মের অবতার ও ব্রহ্মতত্ত্বের মর্ম্মজ্ঞ। অতএব আপনার নিমিত্ত প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই দেখিতেছি না। তবে এইমাত্র প্রার্থনা করি, আপনি অচিরে জামাতৃমুখাবলোকন করিয়া সফলপ্রতিজ্ঞ হউন। শ্রবণমাত্র রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনার এতাদৃশ অনুগ্রহাতিশয়ে কৃতার্থ হইলাম। ঋষিবাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে। এক্ষণে নিশ্চয়ই জানিলাম, তনয়ার পরিণয়োৎসব অচিরে সুসম্পন্ন হইবে।

রাজর্ষি এই কথা বলিয়া বিরত হইতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার চক্ষু রামের প্রতি নিপতিত হইল। তিনি রামের মোহনমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, সবিস্ময়ে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! এরূপ রূপলাবণ্যের মাধুরী ত কখন নয়নগোচর হয় নাই। যেমন অসামান্য সৌম্যাকৃতি, তেমনি অলৌকিক গম্ভীর প্রকৃতি। বোধ হইতেছে, যেন ভগবান্ নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামপরিত্যাগপূর্ব্বক ভূভার হরণের নিমিত্ত ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, অথবা স্বভাবচঞ্চলা কমলার অন্বেষণে পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করিতেছেন। নতুবা মনুষ্যলোকে এরূপ অসামান্য-রূপসম্পন্ন পুরুষ কখনই দৃষ্ট হয় না। বিবেচনা করি, বিধাতা জগতের তাবৎ সৌন্দর্য্যরাশি একত্র আহরণ করিয়া, ইহাঁর মুখচন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহা না হইলে, ধরাতলে সকল সৌন্দর্য্যের একত্রসমাবেশ কিরূপে সম্ভবিতে পারে?

এইরূপ বলিতে বলিতে রাজর্ষির মুখমণ্ডল আহ্লাদে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল।

তখন তিনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, জগতে এক পদার্থ বারংবার দেখিলে কখনও তৃপ্তিকর হয় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ইহাঁকে যতই দেখিতেছি, ততই যেন আমার দর্শনপিপাসা বলবতী হইতেছে। এইমাত্র কহিয়া, তিনি পুনঃ পুনঃ রামের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, এ বালকটী ঋষিপুত্র কি কোন রাজর্ষির তনয়, এই সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, ইহাঁর অনুপম শরীরকান্তি, আজানু-লম্বিত বাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটদেশ, ঈষৎ বঙ্কিম ভ্রূযুগ্ম, বিশাল লোচনদ্বয়, অপরি-সীমসাহসপূর্ণ মুখশ্রী, এই সকল দেখিয়া ইহাঁকে কখনই ঋষিতনয় বলিয়া বোধ হয় না। বোধ করি, ইনি কোন রাজর্ষির পুত্র। নচেৎ, ঋষিতনয় হইলে কখনই বামহস্তে কার্ম্মুক, পৃষ্ঠদেশে তূণীর, এবং দক্ষিণ হস্তে বীরচিহ্ন অসিলতা ধারণ করিতেন না। যাহা হউক, মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহ অপনয়ন করি।

মনে মনে এইরূপ কহিয়া, তিনি বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! এই দুইটী বালক কে? ইহাঁরা কোন্ মহাত্মার পুণ্যপরিণাম এবং কোন্ বংশের সুকৃতিপতাকা। বিশ্বামিত্র অভিপ্রেতসিদ্ধির অবসর বুঝিয়া সহর্ষে কহিলেন, রাজর্ষে! ইহাঁরা ককুৎস্থকুলপ্রদীপ কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের তনয়। ইহাঁদের একের নাম রাম, অপরের নাম লক্ষ্মণ।

মহর্ষিবাক্য শেষ হইতে না হইতেই শতানন্দ সাতিশয় হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, রাজা দশরথ, মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের কৃপায়, চারিটী পুত্র লাভ করেন। ইহাঁরা কি সেই ঋষ্যশৃঙ্গের চরুসম্ভূত, কোশলেশ্বরের তনয়? অহো! নৃপতি কি পুণ্যাত্মা! না হইবেই কেন, ক্ষীরসাগর ব্যতিরেকে চন্দ্র কৌস্তুভের উৎপত্তি কি অপর কোন স্থানে সম্ভব হয়? ভগবন্! ইহাঁদের মধ্যে কোন্টী রাম ও কোন্টী লক্ষ্মণ?

বিশ্বামিত্র রামের প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া সহর্ষে কহিলেন, রাজা দশরথ যে

চারিটী পুত্ররত্ন লাভ করেন, তন্মধ্যে রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও লক্ষ্মণ তৃতীয়। রাম, তাড়কা-কালরাত্রির প্রত্যূষস্বরূপ, সুচরিতকথার অদ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ, এবং অলৌকিক গুণসমুদয়ের একাধারস্বরূপ। কয়েক দিবস হইল, দুষ্ট নিশাচরদিগের উপদ্রব-নিবারণার্থে তপোবনে রামচন্দ্রের শুভাগমন হইয়াছিল। এক্ষণে ইঁহার অদ্ভুত ভুজবলপ্রভাবে তাড়কাদি নিহত হইয়াছে, আমাদেরও আশ্রমপদ বিঘ্নশূন্য হইয়াছে। এই কথা কহিয়া, মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমরা মিথিলাধিপতি মহারাজ জনককে অভিবাদন কর। তদনুসারে তাঁহারা তদীয় চরণে অভিবাদন করিলেন।

অনন্তর রাজর্ষি উভয়কে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া, অঙ্গুলিসঙ্কেতপূর্ব্বক গোপনে শতানন্দকে কহিলেন, ভগবন্! অদ্য দশরথতনয়দিগকে অবলোকন করিয়া, অন্তঃকরণে এক প্রকার অপূর্ব্ব সুখোদয় হইতেছে; বোধ করি, মহর্ষির আশীর্ব্বাদ বা ফলোন্মুখ হইল। শতানন্দ কহিলেন, রাজন্! ইঁহাদিগকে দেখিবামাত্র আপনা হইতেই সীতা ও ঊর্ম্মিলার কথা আমারও স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। তাহাতেই বিবেচনা হয়, এত দিনের পর বুঝি, রাজপুত্রীদিগের সৌভাগ্যদেবতারা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকিবেন।

রাজা পুরোধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় হর্ষের সহিত বিশ্বামিত্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! ইঁহাদের রূপগুণে আমার চিত্ত সমাকৃষ্ট হইয়াছে; আহ্লাদভরে সর্ব্বশরীর পুলকিত হইতেছে, এবং অন্তঃকরণ যেন অমৃতরসে পরিপ্লুত হইয়া আসিতেছে। আমি প্রতিক্ষণেই আত্মাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ বোধ করিতেছি। বিশ্বামিত্র স্মিতমুখে কহিলেন, সখে! আপনি ইহাদের প্রতি যেরূপ অভাবিত স্নেহ ও করুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে এক্ষণে রামচন্দ্রকে হরধনু দেখান। রাম হরশরাসনে গুণারোপণ করিয়া আপনার হৃদয়-ক্ষেত্রে অপ্রমেয় স্নেহ ও অদ্ভুত রসের উৎপত্তিবিধান করুন।

রাজা মহর্ষিবাক্যশ্রবণে সাতিশয় হর্ষিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! ভগবান্ ভাস্কর যাঁহাদের আদিপুরুষ, ব্রহ্মবাদী বশিষ্ঠদেব যাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশক, যাঁহারা আপনার পরমপ্রিয়পাত্র, এরূপ পুণ্যকীর্ত্তি ভূপতিগণের সহিত সর্ব্বসুখকর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইবে, এই চিন্তায় অন্তঃকরণে যে পরিমাণে আনন্দ উদ্ভূত হইতেছে, আবার নিদারুণ আত্মপ্রতিজ্ঞা স্মরণে আমার মনে তদ্রূপ বিষাদও জন্মিতেছে। শত শত বলশালী রাজপুত্র তনয়ার পাণিগ্রহণলালসায়, হরশরাসনে জ্যা-যোজনা করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অধিক কি, ঐ ধনু একবার তুলিতেও কোনও বীরপুরুষের সাধ্য হয় নাই। রাম কেমন করিয়া সেই অদ্ভুত ব্যাপার-সমাধান করিবেন, এই চিন্তায় আমার হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে।

বিশ্বামিত্র স্মিতমুখে কহিলেন, সখে! আপনি রামচন্দ্রের বাহুবল অবগত নহেন, তাহাতেই ওরূপ কথা কহিতেছেন। যে সকল রাজকুমার জানকীলাভ-লালসায় এস্থানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি রামের ন্যায় বাহুবলশালী হইতেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদিগকে বিফল হইয়া দীনমনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইত না। আপনি বালক বলিয়া রামচন্দ্রকে অন্যথা সম্ভাবনা করিবেন না। এক্ষণে কালবিলম্ব না করিয়া, সত্বর রামচন্দ্রকে হরধনু দেখান। রাম নিজ বাহুবল দেখাইয়া, আপনার হৃদয় হইতে সংশয় অপনোদন করুন।

মহর্ষি এইরূপ বলিয়া বিরত হইতেছেন, এমন সময়ে দৌবারিক তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! লঙ্কাপতি দশাননের পুরোহিত শৌষ্কল দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন; কি অনুমতি হয়? জনক শ্রবণমাত্র সাতিশয় উদ্বেগসহকারে কহিলেন, ত্বরায় তাঁহাকে এখানে আনয়ন কর। দৌবারিক যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া, পুনরায় শৌষ্কল সমভিব্যাহারে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম

শৌষ্কলকে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! বুঝি দুরাত্মা রাক্ষসেরা হরধনুর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাকিবে। নচেৎ এমন সময়ে এখানে আসিবার কারণ কি?

শৌষ্কল জনকসমীপে উপস্থিত হইয়া, সম্মুখে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক ব্যথিত হৃদয়ে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হা ধিক্! এখানেও আমাদিগের বিষমশত্রু বিশ্বামিত্র, জনক ও শতানন্দের সহিত প্রণয়গর্ভ মধুরালাপে কালযাপন করিতেছে। আমি যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি, বোধ করি, এ দুষ্ট তাপস হইতে তাহার অত্যাহিত জন্মিতে পারে। যাহা হউক, যখন আমি এখানে আসিয়াছি, আর বিশেষতঃ ত্রিলোকাধিপতি মহারাজ দশানন আজ্ঞা করিয়াছেন, তখন অবশ্যই একবার অভিপ্রেতসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। থাকুক দুষ্ট, কি করিতে পারিবে।

মনে মনে এইরূপ বহু তর্কবিতর্ক করিয়া, অবশেষে তিনি রাজাকে যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর, রাজনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশনপূর্ব্বক, সহসা রাম ও লক্ষ্মণকে অবলোকন করিয়া, সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন, এই দুইটী কুমার কে? আকার প্রকার দেখিয়া, ক্ষত্রিয়তনয় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কিন্তু এ নবীন বয়সে ইহাদের ব্রহ্মচারীর বেশধারণের কারণ কি? আহা! কি চিত্তচমৎকারিণী মূর্ত্তি। বোধ করি, পূর্ব্বে আমাদের রাজসভায় যে রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়াছিলাম, হয়ত, তাহারাই দুষ্ট কৌশিকের সহিত মিথিলায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

শৌষ্কল এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে রাজর্ষি জনক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! মহারাজ রাবণের কুশল? শৌষ্কল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজর্ষে! যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের অধিপতি, পাকশাসন বিনয়নম্রশিরে যাঁহার শাসন বহন করিয়া থাকেন, কৈলাসগিরি যাঁহার ভুজবল-

গরিমা ঘোষণা করিতেছে, যাঁহার প্রতাপে জগৎ কম্পমান, সেই নিখিলভুবননায়ক মহারাজ লঙ্কেশ্বরের কুশলবার্ত্তা কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া, শলভের ন্যায় আত্মাকে জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ করিবে? রাজন্! যিনি কঠোর তপোবলে দেবাদিদেব মহাদেবকে সুপ্রসন্ন করিয়া অলৌকিক প্রভুশক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহার নাম কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অমর সুরবৃন্দেরও ত্রাস উপস্থিত হয়, সেই লঙ্কাপতি দশানন আপনার সহিত সম্বন্ধ-সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। দেবরাজ যাঁহার অনুগ্রহলালসায় মধ্যে মধ্যে, যেমন উৎকৃষ্ট মহার্হ রত্নাদি উপঢৌকন দিয়া থাকেন, তদ্রূপ আপনি সকল ভুবনদুর্লভ কন্যারত্ন প্রদান করিয়া, মহারাজের প্রিয়সুহৃদ্‌পদে অভিষিক্ত হউন। দেখুন, লোকে যেরূপ সুপাত্র অন্বেষণ করিয়া থাকে, আমাদের মহারাজ তাহার কোন বিষয়ে ন্যূন নহেন। আপনি লঙ্কেশ্বর ভিন্ন কুত্রাপি একাধারে সকল গুণের অবস্থান দেখিতে পাইবেন না। কি আভিজাত্য, কি সমৃদ্ধি, কি পরাক্রম, কি তপস্যা, সকল বিষয়েই মহারাজ পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এবম্ভূত সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুপাত্রে কন্যাদান করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? আর বিশেষতঃ লঙ্কেশ্বর স্বয়ং প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব এবিষয়ে আপনার যাহা অভিমত হয়, ত্বরায় বলুন।

শৌষ্কলের বাক্য শেষ না হইতে হইতেই, বিশ্বামিত্র জনককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! রামচন্দ্রকে সাতিশয় উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে। অতএব সত্বর ইহাঁকে হরধনু দেখান। জনক ঈষৎ হাস্য করিয়া, অনুচরবর্গকে অবিলম্বে ধনুক আনিতে আদেশ করিলেন।

নৃপতিকে উত্তরপ্রদানে পরাঙ্মুখ দেখিয়া, শৌষ্কল অমর্শ-কর্কশস্বরে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজর্ষে! আমার বাক্য কি আকাশকুসুমের ন্যায় জ্ঞান করিলেন? আমি এতক্ষণ কি অরণ্যে রোদন করিলাম? অথবা ভুবনবিজয়ী মহারাজ দশাননের প্রার্থনা শ্রবনযোগ্য নয় বলিয়াই কি স্থির-

কহিলেন? যেহেতু এপর্য্যন্ত একটা প্রত্যুত্তরও প্রদান করিতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! এপ্রকার ব্যাপার ত কখন কোথায় দেখি নাই, ও শুনি নাই। শতানন্দ কহিলেন, ব্রহ্মন! ইতিপূর্ব্বেই উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে; তুমি বুঝিতে পার নাই। যে বীরপুরুষ দেবদেব মহাদেবের কার্ম্মুকে গুণারোপণ করিয়া, আমাদের হৃদয়ে বিপুল আনন্দ-সুধাবর্ষণ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাকে পারিতোষিক স্বরূপ এই অমূল্য কন্যারত্ন প্রদান করিব।

শৌকল শুনিয়া সভ্রূভঙ্গে স্মিতমুখে কহিলেন, ঋষে! এমন কথা মুখে আনিবেন না। যিনি অনায়াসে প্রকাণ্ড কৈলাসগিরি তুলিয়াছিলেন, তিনি যে হরচাপে জ্যা-যোজনা করিতে অক্ষম, ইহা সম্ভব নহে। তবে শিবধনুর সমাকর্ষণে পাছে গুরুর অবমাননা হয়, এই ভয়ে তিনি এরূপ অনার্য্য কার্য্যে কখনই সম্মত হইবেন না। শতানন্দ সহর্ষমনে কহিলেন, ব্রহ্মন! পূর্ব্বেই আমি বলিয়াছি, মিথিলেশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যে বীরপুরুষ হরশরাসনে গুণারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহার হস্তে জানকীসমর্পণ করিবেন। যদি রাক্ষসরাজ তদ্বিষয়ে অপারগ হন, তবে আমাদের যে প্রত্যুত্তর তাহা ত জানিতে পারিয়াছেন। অতএব এবিষয়ে আর অধিক বাদানুবাদের আবশ্যকতা কি?

শৌকল পুরোধার বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎকাল অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর ক্ষোভভরে একান্ত ব্যথিত হইয়া, সীতাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হা সীতে! তুমি যখন ত্রিলোকাধিপতি লঙ্কানাথ রাবণের সহধর্ম্মিণীপদে বরণীয় হইতে পারিলে না, তখন নিশ্চয়ই জানিলাম, বিধাতা তোমার ললাটে অনেক কষ্ট লিখিয়াছেন। যে কার্ম্মুকে স্বয়ং দশকণ্ঠ জ্যারোপণ করিতে অক্ষম হইলেন, তাহা যে সামান্য রাজপুত্রেরা তুলিতে পারিবে, ইহা কখনই বোধ হয় না। অতএব বিবেচনা করি, বুঝি জনক তোমার সর্ব্বনাশের জন্যই এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিবেন।

অনন্তর, রাজার আদেশানুসারে সভাস্থলে হরধনু আনীত হইলে, বিশ্বামিত্র প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক, রামচন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! অনর্থক কালহরণ করা বিধেয় নহে। তুমি ত্বরায় হরধনু গ্রহণ করিয়া, উহাতে জ্যা-যোজনা কর। রাম শুনিয়া, নতশিরে সকৌতুকে গাত্রোত্থান করিলেন; এবং বিনীতভাবে মহর্ষির পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। তখন সভাস্থ সমস্ত লোক, বিস্ময়াকুলহৃদয়ে রামের প্রতি অনিমিষদৃষ্টিনিক্ষেপ ও মনে মনে নানা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন।

তাড়কান্তকারী রামচন্দ্র, বামকরে হরচাপ গ্রহণ করিলে, জানকী ও জামদগ্ন্যের বামলোচন যুগপৎ কম্পিত হইতে লাগিল, এবং বিশ্বামিত্রের হৃদয় একবারে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু অগ্রে অশুভ সম্ভাবনাই মনোমধ্যে উদিত হয়, এই কারণে তৎকালে জনকের স্নেহার্দ্রহৃদয়ে তাদৃশ সুখোদয় হইল না। বরং তাঁহার চিত্ত নিরন্তর সন্দেহদোলায় দুলিতে লাগিল। রামকে দেখিয়া অবধি, তাঁহার অন্তরে একপ্রকার অপূর্ব্ব বাৎসল্যভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে রাম কিরূপে কৃতকার্য্য হইবেন, তিনি কেবল সেই চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন, এবং মনে মনে অভীষ্ট দেবতার নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনা করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র, অবলীলাক্রমে ভার্গবগুরুর শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া, উহা বৈদেহীর হৃদয়ের সহিত সহসা সমাকর্ষণ করিলেন। আকর্ষণমাত্র মহেশ্বরের ধনুর্দণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। ভগ্নকোদণ্ডের মড় মড় শব্দে রাজভবন পরিপূর্ণ হইল। বোধ হইল, যেন রামের বাহুবল ঘোষণা করিবার জন্যই, এরূপ প্রচণ্ড ধ্বনি সহসা সমুত্থিত হইল। তৎকালে সভাসীন সমস্ত লোকই চিত্রার্পিতের ন্যায়, ক্ষণকাল নিস্পন্দভাবে রহিলেন; পরক্ষণে সাধু সাধু বলিয়া, রামচন্দ্রের গুণানুবাদ ও প্রশংসা গান করিতে লাগিলেন।

এই সকল দেখিয়া, শৌষ্কলের হৃদয় একান্ত ব্যথিত ও বিষম মৎসরে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি সবিষাদে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম,

সামান্য ক্ষত্রিয় শিশু কখনই এমন কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে না। কিন্তু দুরাত্মার কি প্রভাব! ভাল, যাহা দেখিবার তা ত দেখিলাম। আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে যাই, গিয়া, আমাদের মহারাজকে এই সংবাদ দিই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, শৌষ্কল তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

রামচন্দ্রকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া, জনকের চিত্ত আহ্লাদভরে নৃত্য করিতে লাগিল। তিনি স্নেহভরে রামকে বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, বিশ্বামিত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমার দুইটী কন্যা। তন্মধ্যে রাম আমার প্রতিজ্ঞা সাধন করিয়া স্বয়ং প্রাণাধিকা সীতাকে লাভ করিলেন। এক্ষণে আমি লক্ষ্মণহস্তে ঊর্ম্মিলাকে সমর্পণ করিতে বাসনা করি। এবিষয়ে আপনার মত কি? বিশ্বামিত্র কহিলেন, এ উত্তম কল্প। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

শতানন্দ কহিলেন, ভগবন্! রাজা দশরথের যেমন চারি পুত্র, ইহাঁদেরও তেমনি চারিটী কন্যা। তন্মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণ যখন সীতা ঊর্ম্মিলার পাণিগ্রহণ করিবেন; তখন ইহাঁর কনিষ্ঠের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামে কন্যাদ্বয় ভরত ও শত্রুঘ্নকে প্রদান করিলে অতি সুখের বিষয় হয়। বিশ্বামিত্র, শতানন্দের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ এখানে আসিলে সকল বিষয়েরই মীমাংসা হইবে। অতএব তুমি সত্বর অযোধ্যায় গমন করিয়া, উত্তরকোশলেশ্বরকে আমার সাদরসম্ভাষণ জানাইয়া, আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত কথা কহিও। তোমায় আর অধিক কি বলিব। তুমি সকল বিষয়েই সম্যক্ অবগত আছ। এক্ষণে আর অনর্থক কালহরণ করিও না।

শতানন্দ এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নকালে, শতানন্দ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন, এবং দশরথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, রামের কুশলসংবাদ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক, তদীয় তপোবন-গমন অবধি হরধনুর্ভঙ্গপর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র আপনাকে এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন যে, মিথিলেশ্বরের চারিটী কন্যার সহিত আপনার চারিটী পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি সবান্ধবে মিথিলায় গমন করিয়া, শুভপরিণয়োৎসব নির্ব্বাহ করুন।

ইতিপূর্ব্বে রাজা দশরথও মনে মনে পুত্রচতুষ্টয়ের বিবাহ দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। অধুনা রামের কুশলবার্ত্তার সহিত মনোরথের সম্পূর্ণ অনুকূলসংবাদ প্রাপ্ত হইলেন, অতএব উভয়ই তাঁহার অন্তরে অনির্ব্বচনীয় সুখপ্রদ হইল। দুঃখের পর সুখ অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠে। রামের কোন সংবাদ না পাওয়াতে তাঁহার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল; এক্ষণে এবম্ভূত অচিন্তনীয় শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া, দশরথের চিত্ত আহ্লাদে একবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরলধারায় হর্ষবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি, বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কেমন, আপনার এবিষয়ে মত কি? বশিষ্ঠদেব হর্ষাতিশয়প্রদর্শনপূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ সম্মতিপ্রদান করিলেন।

পরদিন দশরথ, ভরত শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য আত্মীয়বর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণের সহিত মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে বহুসংখ্যক দাস দাসী, অসংখ্য সেনা, অগণিত হস্ত্যশ্বরথাদি গমন করিল

যথাকালে মিথিলায় উপস্থিত হইলে, মিথিলেশ্বর সবান্ধবে প্রত্যুদ্গমন করিয়া, অশেষসমাদরপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আপন ভবনে লইয়া গেলেন। রাম ও লক্ষ্মণ পিতৃদর্শনে পরম প্রীত হইয়া, নতশিরে তদীয় চরণবন্দনা করিলেন। দশরথ প্রসারিতবাহুযুগলদ্বারা প্রণত তনয়দ্বয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, অকৃত্রিম স্নেহভরে বারংবার মুখচুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। পরে উঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, স্বয়ং সুস্থচিত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা জনক, দশরথের সহিত বিবিধ শিষ্টালাপ সমাপনপূর্ব্বক, বৈবাহিক-সম্বন্ধসংস্থাপন জন্য, স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দশরথ হর্ষাতিশয়ের সহিত তদীয় প্রার্থনায় অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে সেই কালেই বিবাহের শুভদিন ও শুভলগ্ন স্থিরীকৃত হইল।

রাজর্ষি জনকের ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তিনি পরমসমারোহে তনয়াদিগের পরিণয়োৎসব-সমাপনমানসে, পূর্ব্বাহ্লেই বিবাহের যাবতীয় আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মহার্হ মণি-মাণিক্যে সুপ্রশস্ত পরম সুন্দর এক সভাগৃহ সুসজ্জীভূত করিলেন। ক্রমে নানা দিগ্‌দেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজগণের সমাগম হইতে লাগিল। পরাজিত ও শরণাগত নৃপতিগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া, বহুমূল্য উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। নিরূপিত দিবসে জনক ও তাঁহার অনুজ, সভ্যগণের অনুমতি লইয়া, কৌলিকরীত্যনুসারে দশরথের পুত্রচতুষ্টয়কে পরিণয়সূচক বেশভূষায় বিভূষিত চারিটী কন্যারত্ন সম্প্রদান করিলেন। যেমন নীলাম্বরতলে তারকারাজি সমুদিত হইলে অপূর্ব্ব শোভা হয়, কাঞ্চনহারে নীলকান্ত-মণি গ্রথিত হইলে যেরূপ উভয়ের শ্রী ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, তদ্রূপ, সেইকালে অভিনব দম্পতীদিগের পরস্পর সম্মিলনে, পরস্পরের একটী অলৌকিক সৌন্দর্য্য লক্ষিত হইতে লাগিল। রাজা, অন্ধ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতি দীন দরিদ্রদিগকে অকাতরে প্রচুর ধনদান করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যাহা অভিলাষ করিয়া তথায় উপস্থিত

হইতে লাগিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সেই অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। কেহ বা অপর্য্যাপ্ত অর্থলাভ করিয়া, কেহ বা প্রার্থনাধিক ভূমিলাভ করিয়া, কেহ বা অভীপ্সিত বস্ত্র ও আহারসামগ্রী লাভ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে মনের উল্লাসে নবীন দম্পতীদিগকে ভূরি ভূরি আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিল। চতুর্দ্দিকে অনবরত নৃত্যগীত ও বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে মিথিলানগরী উৎসবপূর্ণ হইয়া উঠিল। নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই মুখে আমোদ ও আহ্লাদের চিহ্ন স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজতনয়াদিগের পরিণয়োৎসব অতি সমৃদ্ধি ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল।

এইরূপে পৌরজনেরা অভিনব জামাতৃগণকে লইয়া, নিত্য নিত্য নূতন নূতন উৎসবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে অষ্টাহ গত হইল। দূরদেশাগত নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ স্ব স্ব দেশে প্রস্থান করিলেন। দশরথ অধিক বিলম্ব করা অবিধেয় বিবেচনায়, বৈবাহিকসমীপে স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জনকও তদীয় প্রস্তাবে কোন আপত্তি উত্থাপন না করিয়া, প্রসন্নমনে তাঁহাদের তৎকালোচিত গমনের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন।

তদনন্তর দশরথ, বৈবাহিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, পুত্র-পুত্রবধূগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশযাত্রা করিলেন। অগ্রে অগ্রে গভীর বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল। সৈন্যগণের কল কল রবে, রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দে, মাতঙ্গের ও তুরঙ্গের চীৎকারে, দশদিক ব্যাপ্ত হইল। এক্ষণে আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না। কেহ যে কাহাকে ডাকিয়া আলাপ করিবেন, এরূপ অবকাশ প্রায়ই রহিল না। ক্রমে অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিপটলে গগনতল সমাচ্ছন্ন হইলে, দিঙ্মুখমণ্ডল যেন তমোময় আবরণে অবগুণ্ঠিত বোধ হইতে লাগিল। এক্ষণে আর কোন পদার্থই নয়নগোচর হয় না। যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেইদিকই নিরবচ্ছিন্ন ধূলিধূসরিত দৃষ্ট হইতে লাগিল। সেনাগণের সদর্প পাদবিক্ষেপে ধরাতল যেন কম্পিত হইতে

লাগিল। ক্রমে সকলে মিথিলা নগর পশ্চাতে রাখিয়া, নানা দেশ, নানা নদী, নানা জনপদ অতিক্রমপূর্ব্বক, অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে, হরচাপ-ভঙ্গ-বার্ত্তাশ্রবণে রোষরসে কলুষিত হইয়া ভগবান ভৃগুনন্দন, রামের অযোধ্যাগমনপথ অবরোধপূর্ব্বক, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অহো! দুরাত্মা ক্ষত্রিয়শিশুর কি প্রগল্‌ভতা! যিনি ত্রিভুবনের অধীশ্বর, আমি যাঁহার প্রিয়শিষ্য, সেই ত্রিপুরবিজয়ী দেবদেব মহাদেবের শরাসন ভূমণ্ডলে কেহ স্পর্শ করিতেও সাহসী হয় না; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দুরাশয় দশরথকুমার সেই হরধনু ভগ্ন করিল। দুর্ব্বিনীত দশরথতনয়ের কি দুঃসাহস! যাহার ভুজবল-প্রভাবে রণপণ্ডিত ক্ষত্রিয়গণ কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইয়াছে, এবং যুদ্ধকথা একবারে তিরোহিত হওয়াতে ধরিত্রী অপূর্ব্ব শান্তিসুখ লাভ করিতেছে, সেই ব্যক্তি ত্রিপুরান্তকারীর প্রিয়শিষ্য হইয়া যে, গুরুর ঈদৃশ অভিনব অবমাননা অবলোকন করিয়া, কাপুরুষের ন্যায় উদাসীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। আমি যে মুহূর্ত্তেই হর-শরাসন-ভঙ্গবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে দুর্বৃত্ত রামকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া, ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া, ভৃগুনন্দন রোষভরে সকুঠার ভুজদণ্ড বারংবার কম্পিত করিয়া, গর্ব্বিতবচনে উচ্চৈঃস্বরে, সৈনিকগণকে কহিতে লাগিলেন, অরে সৈনিকগণ! তোদের রাজার পুত্র রামকে সংবাদ দে, যে ব্যক্তি এক-বিংশতি বার ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের শোণিতস্রোতে পিতৃলোকের তর্পণক্রিয়া সমাপন করিয়া, ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াছে, যাহার খরধার কুঠার ভুজ-সহস্রসম্পন্ন অর্জ্জুনের রুধিরপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছিল; অদ্য সেই পরশুরামের করাল কুঠার দুর্ব্বৃত্ত রামের শোণিতপানে লোলুপ হইয়াছে। অতএব কোথায় সেই নরাধম, শীঘ্র আমাকে দেখাইয়া দে।

সাগরের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, মতিমান্ রামচন্দ্র,দূর হইতে ভৃগুনন্দনকে রোষান্ধ-চিত্ত দেখিয়া, কিছুমাত্র বিকলচিত্ত হইলেন না; বরং সহর্ষে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যিনি সমরক্ষেত্রে দুর্দ্দম হৈহয়পতিকে সংহার করিয়া জয়শ্রী লাভ করিয়াছেন, যাঁহার নিকট অজেয় সেনানীও সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত হইয়াছিলেন, অদ্য সৌভাগ্যক্রমে সেই অসামান্যপ্রতাপশালী ত্রিভুবনবিজয়ী ভগবান্ ভৃগুনন্দনকে সাক্ষাৎ দেখিতে পাইলাম। আহা! কি মুনি-বীরব্রতাচারী প্রশান্তগম্ভীর কলেবর! দেখিলেই বোধ হয়, যেন ইনি সাক্ষাৎ তেজোরাশি মূর্ত্তিমান তপঃপ্রভাব, এবং প্রচণ্ড বীররসের আশ্রয়। ইহাঁর মস্তকে আপিঙ্গল জটাজাল, পৃষ্ঠদেশে তূণীর, বামহস্তে ধনু, দক্ষিণকরে কুঠার, প্রকোষ্ঠে রৌদ্রাক্ষবলয়, স্কন্ধদেশে এণচর্ম্ম, বক্ষঃস্থলে অক্ষসূত্র, গলদেশে যজ্ঞোপবীত, এবং কটিদেশে বল্কলবাস। বস্তুতঃ এরূপ সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর আকৃতি ত কখন নয়নগোচর হয় নাই। যাহা হউক, ইনি যখন ব্রাহ্মণ-স্বভাব-সুলভ-রোষপরবশ হইয়া, আমাকে অন্বেষণ করিতেছেন, তখন আর অধিক বিলম্ব না করিয়া স্বয়ংই ইহাঁর নিকট গমন করা যাউক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তিনি সসম্ভ্রমে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং জামদগ্ন্যসমীপে উপস্থিত হইয়া নতশিরে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ভৃগুনন্দন,প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রকে অবলোকন করিয়া,স্মিতমুখে সভ্রূভঙ্গে কহিলেন, পূর্ব্বে ইহাঁর যেরূপ গুণানুবাদের কথা শুনিয়াছিলাম, ইহাঁর আকার প্রকারও সেইরূপ দেখিতেছি। শরীর যেমন সামর্থ্যসারময়, তেমনি রমণীয়। কিন্তু এই দুষ্কৃত অবমাননা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, আমার অন্তঃকরণে অনিবার্য্য ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হয়, কিছুতেই চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না। যাহা হউক, অদ্য দুরাত্মার শৌর্য্যসীমা স্বচক্ষে অবলোকন করা যাইবে।

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া, ভৃগুনন্দন রোষপরুষবাক্যে রামকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়শিশো! তুই সামান্য মৃগশিশু হইয়া, কিরূপে

কেশরীর কেশাকর্ষণে উদ্যত হইয়াছিস্ ! যে চন্দ্রশেখরের শরাসন আকর্ষণ করিতে সুরাসুরমধ্যে কেহই সাহসী হয় না, তুই সামান্য ক্ষত্রিয়শিশু হইয়া সেই হরধনু ভগ্ন করিলি ! অতএব তোর এ অপরাধ কখনই উপেক্ষণীয় নহে। এক্ষণে তুই আমার ক্ষত্রিয়কুল-সংহারকারী কোপানলে অচিরে পতঙ্গবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি ! যদি সামর্থ্য থাকে, প্রতিবিধানের চেষ্টা কর।

পরশুরামের ঈদৃশ দর্পোদ্ধত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম প্রশান্তগম্ভীরস্বরে বিনয় করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আর্য্য বিশ্বামিত্রের নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া, রাজর্ষি জনকের প্রতিজ্ঞা-পাশ-চ্ছেদনমানসে বৈদেহীর পরিণয়পরিপন্থি হরকার্ম্মুক ভগ্ন করিয়াছি ; ত্রিপুরান্তকারীর বা কার্ত্তবীর্য্যজেতার অবমাননা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

জামদগ্ন্য, রামমুখনিঃসৃত পৌরুষগর্ভ বিনয়বাক্য শ্রবণে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিলেন, ওরে রণভীরু ! যে ব্যক্তি বারংবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াও তৃপ্তিলাভ করে নাই, অদ্য যে তাঁহার কোপশান্তি হইবে, কখনই সম্ভব নহে। তুই যখন বীরমদে প্রমত্ত হইয়া অপথে পদার্পণ করিয়াছিস্, তখন তোকে অবশ্যই উহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে। অদ্য আমি এই পরশু দ্বারা তোর শিরশ্ছেদন করিব।

যেমন নির্ব্বাত স্থির জলাশয়ে শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল চঞ্চল হইয়া উঠে, তদ্রূপ পরশুরামের এবম্ভূত আত্মশ্লাঘামিশ্রিত পরুষবাক্যে রামের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ভৃগুনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভার্গব ! বারংবার আপনার এরূপ বাগ্‌বিভীষিকায় আমার চিত্ত অতিমাত্র ব্যথিত হইতেছে। আপনি শ্রেষ্ঠবর্ণসম্ভূত ব্রাহ্মণ, জাতিতে পূজ্য। আমি দ্বিতীয়বর্ণজাত ক্ষত্রিয়। আপনার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া মাদৃশ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ভৃগুনন্দন, রামের বাক্যশেষ হইতে না হইতেই, অধিকতর রোষপ্রকাশপূর্ব্বক, কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন, ওরে মূঢ়! আমি কি কেবল জাতিতেই পূজ্য, আর কিছুতেই নহি? আঃ পাপ! জীর্ণ হরধনু ভাঙ্গিয়া তোর এরূপ বিসদৃশ অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইয়াছে। রে মূঢ়! সম্মুখে কালের করালকবল দেখিয়াও কি দেখিতেছিস্ না। এই মুহূর্ত্তেই তোর দর্প খর্ব্ব করিতেছি; তুই অস্ত্রগ্রহণ কর। অথবা অস্ত্র-গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। তোর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে লোকে আমার অপযশ ঘোষণা করিবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুই যদি আমার এই ধনুকে মৌর্ব্বীযোজনা করিতে পারিস, তাহা হইলে আমি ত্বৎকৃত যাবতীয় অপরাধ মার্জ্জনা করিব। নতুবা আমার এই কুঠার দ্বারা তোর গলদেশ দ্বিধাকৃত হইবে।

পরশুরামের ঈদৃশ শ্রবণকটু-বচনবিন্যাস-শ্রবণে, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র পাদ-দলিত ভুজঙ্গের ন্যায়, অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায়, প্রখররোষপ্রকাশপূর্ব্বক, অবলীলা-ক্রমে বামকরে ভার্গবধনু গ্রহণ করিয়া, উহাতে গুণযোজনা করিলেন। অনন্তর অধিজ্যশরাসনে শরসন্ধান করিয়া, ভার্গবের কীর্ত্তিমার্গ অবরোধ করিলেন। জামদগ্ন্যের যাবতীয় গর্ব্ব একবারে খর্ব্ব হইল। চতুর্দ্দিক হইতে সৈনিকগণ রামজয়-শব্দে হর্ষকোলাহল করিতে লাগিল। জামদগ্ন্য নবপরাভবে যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়া, লজ্জাবনতমুখে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্বে ভার্গবদর্শনে, রাজা দশরথ অতিমাত্র ভয়াকুল ও হতবুদ্ধি হইয়া, অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন ও মনে মনে কতই তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন; এক্ষণে রামজয়শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রথমতঃ তিনি উহা অলীক বলিয়া আশঙ্কা করি-লেন। তৎপরে, ভৃগুনন্দন রামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়াছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া, আহ্লাদভরে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; ক্ষণকাল স্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন। তদনন্তর স্মিতমুখে বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! অপত্যস্নেহ কি বিষম পদার্থ। কোন প্রকার গুরুতর ঘটনা

উপস্থিত হইলে সর্ব্বাগ্রেই যেন অমঙ্গলের আশঙ্কা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে, যখন আমি ভৃগুনন্দনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিলাম, তৎকালে বোধ হইয়াছিল, যেন আমার প্রাণপক্ষী দেহপিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল। আমি মনে মনে কতই যে কুতর্ক করিতেছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। একবার ভাবিলাম, কেনই বা বৎস রামচন্দ্র হরধনু ভাঙ্গিলেন; আবার ভাবিলাম, যদি বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে না পাঠাইতাম, তাহা হইলে আর এরূপ বিপদ ঘটিত না। পুনরায় ভাবিলাম, যা হবার তা হইয়াছে, এক্ষণে আমি স্বয়ং গিয়া পরশুরামের চরণে ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করি; তখনই আবার মনে হইল, ভার্গবের ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইবে না। তাহার পর ভাবিলাম, যদি বৎসের কোন প্রকার অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে সেই দণ্ডেই আত্মহত্যা করিয়া, এ পাপদেহ বিসর্জ্জন করিব; তখনই আবার মনে এই উদয় হইল, আত্মহত্যা ধর্ম্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ; অতএব এ বৃদ্ধবয়সে আত্মঘাতী হইয়া না জানি কোন্ ঘোর নিরয়ে গমন করিতে হইবে। কখনও বা বিধাতাকে নিরর্থক নিন্দাবাদে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। কখনও বা ইহা স্বকীয় দুষ্কৃতের দুর্ব্বিপাক ভাবিয়া নির্ব্বেদসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলাম। এইরূপ কতপ্রকার কুতর্কই প্রতিমুহূর্ত্তে অন্তঃকরণকে বিলোড়িত করিতে লাগিল। ভগবন্! রাম আমার অন্ধের অবলম্বনযষ্টি; এই নিমিত্তই বুঝি জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া বৎসের প্রাণরক্ষা করিলেন। কিন্তু এখনও ভয় হইতেছে, পাছে, ভৃগুনন্দন অসহ্য অপমানভরে জাতক্রোধ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং পুনরায় অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন।

বশিষ্ঠদেব শুনিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, রাজন্! আপনার কোন চিন্তা নাই। দেখুন, যে জামদগ্ন্য দশাননবিজয়ী হৈহয়পতিকে বিনাশ করিয়া, ভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় বীরপুরুষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, যাঁহার নামমাত্র কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে বড় বড় বীরপুরুষদিগেরও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, যাঁহার অপ্রতিহত প্রতাপ এপর্য্যন্ত কেহই ব্যাহত করিতে সাহসী হয় নাই; অদ্য সেই ভার্গব রামচন্দ্রের নিকট পরাভূত

হইয়াছেন। অতএব ত্রিভুবনে রামের ন্যায় অসামান্য পরাক্রমশালী আর দ্বিতীয় দৃষ্ট হইতেছে না। রামের পরাক্রম অনতিক্রমণীয়। কস্মিন্‌কালে কোন বীরপুরুষ বৎসের ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ হইবে না। এক্ষণে আপনি এ অকারণ উদ্বেগ পরিত্যাগ করুন।

তদনন্তর, বশিষ্ঠদেব সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, এই যে বৎস রামচন্দ্র অপূর্ব্ব বিজয়শ্রী ধারণ করিয়া, এদিকে আগমন করিতেছেন। আহা! বৎসের শরীর কি মাহাত্ম্যসারময়। এরূপ অমানুষ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন, তথাপি ইহাঁর মুখে আত্মগৌরবসম্ভূত গর্ব্বচিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। আমি কত শত রাজপুত্র দেখিয়াছি, কিন্তু রামের ন্যায় অসামান্যশান্তপ্রকৃতি, অনুপম-উদারচিত্ত, লোকত্তরবিনয়সম্পন্ন, অলৌকিক পরাক্রমশালী ভূমণ্ডলে আর দুইটী দেখি নাই। রাম অপ্রাকৃত গুণগ্রামের সমষ্টি, অপরিমেয় সামর্থ্যসমুদয়ের একাধার, এবং জগতের মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি। ফলতঃ একাধারে যাবতীয় গুণের অবস্থান, রাম ভিন্ন পাত্রান্তরে দৃষ্ট হয় না।

বশিষ্ঠদেবের বাক্যশেষ না হইতেই, রাম তথায় উপস্থিত হইয়া প্রগাঢ়ভক্তি-সহকারে অগ্রে মহর্ষিচরণাম্বুজে, তদনন্তর পিতৃচরণে অভিবাদন করিয়া, নতশিরে তৎপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। যেমন অপহৃত প্রিয়পদার্থের পুনপ্রাপ্তি হইলে, মনোমধ্যে অপরিসীম আনন্দের উদয় হয়, তদ্রূপ রামদর্শনে দশরথের অন্তঃ-করণে অনির্ব্বচনীয় সুখের সঞ্চার হইল। তিনি আহ্লাদভরে প্রাণপ্রতিম তনয়কে প্রসারিত বাহুযুগল দ্বারা বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তদীয় মস্তকো-পরি অজস্র আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তৎপরে স্নেহসম্বলিত মধুরবচনে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, সমভিব্যাহারী যাবতীয় অনুচরবর্গকে, ত্বরিতগমনে অযোধ্যায় যাইতে আদেশ করিলেন।

রাজার আজ্ঞানুসারে সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, জয়পতাকা উড্ডয়নপূর্ব্বক,

মহোল্লাসে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের সাহঙ্কার পাদপ্রক্ষেপে, ধরাতল যেন রসাতলে যাইবার উপক্রম করিল। এই ভাবে কিয়দ্দূর গমন করিলে, ক্রমে দূর হইতে অযোধ্যানগর অল্প অল্প দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনতি বিলম্বে সকলে অযোধ্যায় আসিয়া পৌছিলেন। ক্রমে রথসমূহ, প্রান্তরভাগ অতিক্রম করিয়া, পুরদ্বারে উপনীত হইল। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে নগরমধ্যবর্ত্তী রাজপথে প্রবেশ করিল। বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে রাজগুণগরিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র অনুজগণের সহিত নববধূপরিগ্রহ করিয়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, শুনিয়া যাবতীয় নগরবাসী স্ব স্ব আরব্ধ কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, রাজপথে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল; এবং অনিমিষনয়নে বধূগণের সহিত রাজকুমারদিগের মনোহরমূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিল। রাজপুত্রেরা দেখিতে দেখিতে তাহাদের নেত্রপথের অতীত হইলেন। কত লোকে কত কথাই কহিতে লাগিল; কেহ কহিল, আমাদের বৃদ্ধ রাজা কত পুণ্যই করিয়াছিলেন যে, শেষদশায় এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন চারিটী পুত্র লাভ করিয়াছেন। আহা! ইহাঁদিগকে দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। যেমন কর্ণায়ত্ত চক্ষু, তেমনি বিপুল নাসিকা; যেমন মনোহর মুখশ্রী, তেমনি সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব। অপর কেহ কহিল, রাজপুত্রেরা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বধূগুলিও তদনুরূপ হইয়াছে। অন্য কেহ কহিল, আমাদের বৃদ্ধ রাজার জ্যেষ্ঠতনয় রামচন্দ্র যেমন সুশীল, তেমনি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী। আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ ঈষন্নমিত-মস্তকে উহা প্রত্যর্পণ করিয়া, চিরপরিচিতের ন্যায় স্মিতমুখে সাদরসম্ভাষণে আমাকে নিকটে ডাকিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আহা! রামচন্দ্রের কি মধুর বাক্য-বিন্যাস, শুনিলে কর্ণ জুড়ায়। আমাদের রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন, উনি কিছু আর অধিক দিন রাজত্ব করিতে পারিবেন না। কিছুদিন পরেই রামচন্দ্র আমাদের রাজা হইবেন। পূর্ব্বে কখন কখন আমরা অশঙ্কা করিতাম, বৃদ্ধ রাজার পরে যিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহার শাসনে হয় ত, আমাদিগকে কতই উৎপীড়ন ও

কতই উৎপাত সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু আজি আমাদের সে আশঙ্কা দূর হইল। আমরা রামরাজ্যে আরও সুখে কালযাপন করিতে পারিব।

ক্রমে রথসমূহ রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইল। দ্বারের উভয় পার্শ্বে বারিপূর্ণ হেমকুম্ভ; তদুপরি অভিনব শাখাপল্লব এবং তোরণের উপরিভাগে একাবলীহারের ন্যায় কল্যাণসূচক পুষ্পমালা; উহার মধ্যে মধ্যে বিচিত্র কুসুমস্তবক দোলায়মান রহিয়াছে। রাজকুমারেরা পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে, পৌরজনেরা আনন্দসূচক মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিল। তদনন্তর অন্তঃপুরবাসী পুরন্ধ্রীবর্গ অগ্রে জলধারা, তৎপরে লাজবর্ষণ প্রভৃতি তৎকালোচিত মঙ্গলাচরণ করিতে করিতে, রাজপুত্র ও বধূদিগকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গেলেন। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, চারি ভ্রাতা একে একে, সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কৌশল্যা মাতাকে, তদনন্তর মধ্যমা কৈকেয়ীকে, তৎপরে কনিষ্ঠা সুমিত্রা জননীকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহারাও "আয়ুষ্মান্ হও" বলিয়া পুত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, বধূমুখাবলোকনে উদ্যত হইলেন। পুত্রবধূদিগের লোকাতীত রূপমাধুরী দর্শনে রামজননীদিগের চিত্ত আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল। তখন রাজ্ঞীরা আহ্লাদভরে "এস মা এস" বলিয়া, প্রণত বধূদিগকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং স্নেহবিকসিত সস্পৃহলোচনে বারংবার উহাদের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বধূদিগের চন্দ্রানন যত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহাদের দর্শনপিপাসা বলবতী হইতে লাগিল। একবার দেখেন, আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। পুনরায় দেখেন, তথাপি লোচনের তৃপ্তি জন্মায় না। এইরূপে প্রতিদর্শনেই যেন, বধূদিগের সৌন্দর্য্যরাশি নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, রামজননীদিগের হৃদয়ে অপূর্ব্বসুখপ্রদান করিতে লাগিল। আহা! তৎকালে মহিষীদিগের অন্তঃকরণে কি একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবেরই উদয় হইয়াছিল! অনন্তর সকলে, মহাহর্ষে আশীঃপুষ্পাদি হস্তে করিয়া, "পতিব্রতা হইয়া বীরপ্রসবিনী হও," এই বলিয়া বধূদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে, কৌলিকরীত্যনুসারে শুভ পরিণয়ের পর যে যে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপ করিতে হয়, তত্তাবৎই সুসম্পন্ন হইল। অন্তঃপুরললনাগণ অভিনব বধূদিগকে লইয়া, নিত্য নিত্য নূতন নূতন উৎসবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহাতে বধূগণ, পিতৃমাতৃবিয়োগনিবন্ধন দুঃখভার বড় অনুভব করিতে পারিলেন না। কয়েক দিবস ক্রমান্বয়ে নগরমধ্যে মহোৎসব হইতে লাগিল। কি প্রাতে, কি মধ্যাহ্নে, কি সায়াহ্নে, সকল সময়েই সকল স্থানে নৃত্যগীতবাদ্য চলিতে লাগিল। নগরবাসী তাবৎ লোকেই আনন্দসূচক বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া, মহাহর্ষপ্রকাশ করিতে লাগিল। দশরথও হৃষ্টচিত্তে দীন, দরিদ্র, অনাথগণকে অজস্র ধনদান করিতে লাগিলেন; যে যাহা ইচ্ছা করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার সেই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিলেন।

তদনন্তর, পরিণয়োৎসব সমাপ্ত হইলে ভিন্নদেশীয় সুহৃদ্বর্গ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন। পৌরজন, ভৃত্যগণ ও প্রজাবর্গ নিজ নিজ নিয়মিত কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। রাজা দশরথও প্রজাপালনকার্য্যে তৎপর হইলেন। রাজকুমারেরা নববধূদিগের সহিত নিত্য নিত্য নব নব উৎসবে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যেই অভিনব দম্পতীদিগের হৃদয়ে অকৃত্রিম প্রণয়সঞ্চার হইতে লাগিল; পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মন সমাকৃষ্ট হইল। বধূগণ ছায়ার ন্যায় স্ব স্ব পতির অনুগামিনী এবং বিশ্বস্তা সখীর ন্যায় হিতৈষিণী হইলেন। ফলতঃ অনুরূপসমাগমে যেরূপ অপরিসীম সুখের উদয় হয়, তাঁহাদের তদ্রূপই হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, এক দিবস রাজা দশরথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর কতকালই বা বাঁচিব। শরীর ক্ষীণ, গ্রন্থি শিথিল, মাংস লোল, ইন্দ্রিয় সমূহ নিস্তেজ ও মস্তকের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে কত পরিশ্রম করিয়াছি, কিছুতেই কষ্ট বোধ হয় নাই। এক্ষণে সামান্য শ্রমেই শরীর পরিক্লান্ত হয়, সামান্য চিন্তায় চিত্তাবসাদ উপস্থিত হয়। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তি সকলও বিকল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। কোন গুরুতর বিষয়ের আন্দোলনে আর অধিক প্রবৃত্তি জন্মে না। সর্ব্বদাই চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয়। এই এক বিষয়ের চিন্তা করিতেছি, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ান্তরের ভাবনা আসিয়া উদিত হয়। কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে আমার আর উৎসাহ হয় না। এক্ষণে কেবল নিরুপদ্রবে নিশ্চিন্তমনে কালযাপন করিব, সর্ব্বক্ষণ এইমাত্র অভিলাষ জন্মে। জরা, আমার দেহ আক্রমণ করিয়া, আমাকে তৎসহচর নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতির দাস করিয়াছে। এ সময়ে আমি যখন স্বীয় দেহভার-বহনে অক্ষম, তখন দুর্ব্বহ রাজ্যভারই বা কি প্রকারে বহন করিতে সমর্থ হইব? রাজ্যশাসন বিপুলায়াসসাধ্য ও বিশিষ্টসামর্থ্যসাপেক্ষ। আমি যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, ইহাতে প্রকৃতরূপে রাজ্যপালন করা দুষ্কর। অতএব, এরূপ অবস্থায়, আমা হইতে প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলসম্ভাবনা কিরূপে সম্ভবে? বস্তুতঃ এক্ষণে শরীরের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে আর আমার বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত হইয়া কালক্ষেপ করা বিধেয় নহে। আর যদি অন্তিমকাল পর্য্যন্তই এরূপ সাংসারিক

ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া, আপাতরম্য পরিণামবিরস পার্থিববসুখে সময়ক্ষেপণ করি, তবে আমার পরকালের দশা কি হইবে ? ইহলোকে ধর্ম্মসঞ্চয় করিতে না পারিলে, পরলোকে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। অতএব, এক্ষণে জ্যেষ্ঠতনয় গুণাকর রামচন্দ্রের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, শেষদশায় পারত্রিক মঙ্গলচিন্তা করাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য।

মনে মনে এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া রাজা দশরথ, অভিলষিত বিষয়ের সমুচিত কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের নিমিত্ত, মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সমীপস্থ পরিচারকদ্বারা বশিষ্ঠদেবকে তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। বশিষ্ঠদেব তথায় উপস্থিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, ভগবন্ ! রঘুবংশীয়েরা শেষাবস্থায় গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যাগপূর্ব্বক মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং ঈশ্বরচিন্তায় জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। এক্ষণে আমার মানস, সেই কুলক্রমাগত প্রশংসনীয় রীতির অনুসরণে জীবন-ক্ষেপ করি। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার আর রাজকার্য্যপর্য্যালোচনায় ইচ্ছা নাই। এ অবস্থায় আমার পক্ষে কেবল পরকালের চিন্তা করাই শ্রেয়ঃ। ভগবন্ ! আমি সংসারাশ্রমের যাবতীয় সুখ অনুভব করিলাম। আমার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইয়াছে। অতএব আর, চর্ব্বিতচর্ব্বণবৎ বিষয়ভোগে বৃথা কালক্ষেপ করা উচিত নয়। এক্ষণে আমি চিরসেবিতা রাজলক্ষ্মী জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তচিত্তে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করিব। রাজ্যশাসন করিতে হইলে যে যে উৎকৃষ্ট গুণ থাকা আবশ্যক, রামে তৎসমুদয়ই দৃষ্ট হয়। রাম সকল শাস্ত্রে পারদর্শী, সকল বিদ্যায় বিশারদ। বিশেষতঃ রাজনীতিবিষয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্যলাভ করিয়াছেন। কি পণ্ডিতমণ্ডলী, কি মন্ত্রিবর্গ, কি প্রজালোক, সকলেই রামচন্দ্রের অশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে রামের সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হইতেছে, রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক কাহারও অপ্রীতিকর বা অসন্তোষের

কারণ হইবে না। তথাপি কল্য প্রাতে রাজসভায় এ বিষয়ের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া, প্রজালোকের মতামত জিজ্ঞাসা করা যাইবে। এক্ষণে আপনার কি আদেশ হয়, জানিলে চরিতার্থ হইব।

বশিষ্ঠদেব রাজার কথা শ্রবণ করিয়া, পরমপরিতৃপ্ত হইয়া, অশেষ সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তদনুরূপ কার্য্যই বটে। রঘুবংশীয় নৃপতিগণ, অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে, চরমে রাজ্যসম্পত্তি পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া, বানপ্রস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। আপনারও সেই সময় উপস্থিত। অতএব, আপনি যে, রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা অতি প্রশংসনীয়। বিশেষতঃ কুমার রামচন্দ্রের অভিষেক সকলেরই প্রার্থনীয়। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, কেহই রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে না। মহারাজ! আমরা ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম, এবিষয়ে আপনাকে অনুরোধ করিব। যাহা হউক, মহারাজ যখন স্বয়ংই অভিলষিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আর বিলম্ব করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। এ মধুর মধুমাস সর্ব্বকার্য্যে শুভদ; বিশেষতঃ মাঙ্গলিক ও প্রমোদকর কার্য্যানুষ্ঠানের প্রকৃত সময়। এ সময়ে শীত গ্রীষ্মের সমভাব। পথঘাট পঙ্করহিত ও পরিষ্কৃত। কমলপরিমলবাহী মলয়মারুত ধীরে ধীরে প্রবাহিত। আকাশমণ্ডল মেঘরহিত হইয়া নীলিমায় রঞ্জিত। তরুলতায় নব নব কিসলয় উদ্গত। স্বচ্ছ সরোবর সকল, বিকসিত কমলকুমুদকহ্লারাদি জলজকুসুমে সুশোভিত। এ সময়ে প্রকৃতি দেবী, যেন নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, আহ্লাদভরে হাস্য করিতেছেন। অতএব মহারাজ! এমন রমণীয় বসন্তকালে রামের অভিষেক সম্পাদন করিয়া, আপনি অচিরে পূর্ণমনোরথ হউন।

বশিষ্ঠদেব এই কথা বলিয়া বিরত হইলে, রাজা দশরথ প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে কহিলেন, ভগবন্! আপনার যে অভিরুচি। শুভকার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই

ভাল। কারণ, শুভকর্ম্মে পদে পদে বিপদ ও ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। সুতরাং আমার এক মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব করিতে ইচ্ছা নাই। এক্ষণে একবার প্রজালোকের মত জিজ্ঞাসা করিয়া, সত্বর শুভকার্য্য সম্পন্ন করা যাইবে।

পরদিন, দশরথ প্রাতঃকৃত্যসমাপন করিয়া, রাজসভায় গমন করিলেন এবং ধর্ম্মাসনে আসীন হইয়া, সভাস্থ সমস্ত লোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; হে সভাসদ্গণ! এক্ষণে আমার জরা উপস্থিত। এ বয়সে আমার পরকালের উপায়-চিন্তা করাই বিধেয়। এই হেতু আমি যুবরাজ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, রাজকার্য্য হইতে অবসরগ্রহণ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এবিষয়ে তোমাদের মতামত কি? দেখ, রাজা সর্ব্বপ্রকারে প্রজায়ত্ত; সকল বিষয়েই প্রজাবর্গের মতামতগ্রহণপূর্ব্বক কার্য্য নির্দ্ধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য। প্রজার অমতে কোন কর্ম্ম করা, রাজধর্ম্মের একান্ত বহির্ভূত। বিশেষতঃ রঘুবংশীয় কোন রাজা কস্মিন্‌কালে প্রজালোকের বিরাগভাজন হন নাই। প্রজাই রাজার প্রধান সম্পত্তি, প্রজাই রাজার প্রবল শক্তি, এবং প্রজাই রাজার সকল সুখের আস্পদ। প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার দুঃখেই রাজার দুঃখ, প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল। ফলতঃ প্রজা ভিন্ন রাজার গত্যন্তর নাই। প্রজাগণ অসুখী হইলে, রাজার রাজ্য কিছুতেই রক্ষা পায় না। প্রজা যেমন রাজার অকৃত্রিম স্নেহের পাত্র, তদ্রূপ রাজাও, প্রজার প্রগাঢ় ভক্তির ভাজন। রাজা যে পরিমাণে প্রজাকে ভাল বাসেন, রাজার প্রতি প্রজারও সেই পরিমাণে অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। প্রজারঞ্জন যেমন প্রশস্ত রাজধর্ম্ম, রাজভক্তিও সেইরূপ প্রজার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। বস্তুতঃ পিতাপুত্রে যেরূপ সম্বন্ধ, রাজাপ্রজাতেও অবিকল তদ্রূপ। অতএব, প্রস্তাবিত বিষয় তোমাদের অভিমত কি না, জানিতে ইচ্ছা করি। এবিষয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব সম্মতিপ্রদান করিয়াছেন; এক্ষণে তোমাদের অভিপ্রায় অবগত হইলেই কর্ত্তব্যনিরূপণ করিব।

দশরথ এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, তৎক্ষণাৎ সকলে একবাক্য হইয়া, আন্তরিক হর্ষপ্রদর্শনপূর্ব্বক, তদ্বাক্যে অনুমোদন করিলেন। তখন দশরথ বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! যখন রামাভিষেক আপনার অভিমত, এবং প্রজাবর্গের অনুমোদিত হইয়াছে, তখন আর তদুপযোগী অনুষ্ঠানের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি অভিষেকের দিন স্থির করুন। বশিষ্ঠদেব কহিলেন, মহারাজ! পরশ্বঃ অতি উত্তম দিন। সচরাচর এরূপ শুভদিন পাওয়া দুর্ঘট। অতএব, ঐ দিনেই রামচন্দ্রকে রাজকার্য্যে দীক্ষিত করিয়া, মনোরথ পূর্ণ করুন।

তদনন্তর, রাজা দশরথ প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিলেন, তোমরা, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব যাহা কহিলেন, শুনিলে; এক্ষণে আর কালহরণের আবশ্যকতা নাই। অদ্যই অভিষেকের যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার আহরণ কর, এবং দেশদেশান্তরের রাজগণকে এরূপ ব্যবস্থা করিয়া নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাও, যেন অদ্যই নিমন্ত্রণ-পত্র তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। আমার অধিকারস্থ তাবৎ প্রদেশে এই ঘোষণা করিয়া দেও, পরশ্বঃ যুবরাজ রামচন্দ্র রাজা হইবেন, আগামী কল্য তাহার অধিবাস। দেখ, যেন রাজ্যমধ্যে কেহ অনিমন্ত্রিত বা অনাহূত না থাকে। অতি যত্নপূর্ব্বক সকল কার্য্য সমাধা করিবে। কোন বিষয়ের অসঙ্গতিনিবন্ধন যেন ক্ষোভ পাইতে না হয়। এইরূপ আজ্ঞা প্রদান করিয়া, তিনি হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে বিশ্রামভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সুমন্ত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, রামকে ত্বরায় এখানে আনয়ন কর।

রাজার আজ্ঞানুসারে, সুমন্ত্র রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যুবরাজ! মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন, কি আজ্ঞা হয়? রাম পিতার আদেশ শ্রবণে অতিমাত্র ব্যগ্রচিত্ত হইয়া, সুমন্ত্রের সহিত পিতার বিশ্রামভবনে উপস্থিত হইলেন। দশরথ প্রণত

পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে গদ গদ বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। এক্ষণে তুমি দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনে উপযুক্ত হইয়াছ। অতএব পরশ্বঃ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অতঃপর তুমি প্রজা-পালনকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া, পরমসুখে রাজ্যভোগ কর। তুমি সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ। সকল প্রকার বিদ্যাই তোমার হৃদয়দর্পণে নিরন্তর সমভাবে প্রতি-ফলিত হইতেছে। বিশেষতঃ তুমি রাজনীতি উত্তমরূপে অবগত হইয়াছ; লোকাচারেও সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ। অতএব তোমার প্রতি আর উপদেষ্টব্য কিছুই দেখিতেছি না। তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য, সর্ব্বদা তুমি প্রজারঞ্জন কার্য্যে তৎপর থাকিবে। যাহাতে প্রজালোকের অসন্তোষ বা বিরক্তি উপস্থিত হইতে পারে, এমন কার্য্যে কদাপি হস্তক্ষেপ করিবে না।

রাম পিতার আদেশবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, জননীদর্শনার্থ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মাতৃভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দেখিলেন, স্নেহময়ী জননী সন্তানের কল্যাণকামনা করিয়া, একান্তচিত্তে ভগবতীর আরাধনা করিতে-ছেন। তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, ভক্তিভাবে মাতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন। যেমন সুধাংশুদর্শনে জলধির জল উদ্বেল হইয়া তীরভূমি প্লাবিত করে, তদ্রূপ প্রিয়পুত্রের বদন-সুধাকর-সন্দর্শনে, কৌশল্যার হৃদয়-কন্দর অপ্রমেয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হইল। তিনি বারংবার সতৃষ্ণনয়নে রামের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহময় মধুরবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, হৃদয়নন্দন! আজি পুরবাসিগণের মুখে যে কথা শ্রবণ করিলাম, তাহা কি সত্য? মহারাজ নাকি তোমাকে রাজপদ প্রদান করিয়া, স্বয়ং শান্তিসুখসেবায় কালযাপন করিতে মানস করিয়াছেন? রাম বিনয়বচনে কহিলেন, মাতঃ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ বটে; অদ্য পিতৃদেব, আমাকে প্রজাপালনকার্য্যে ব্রতী করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; পরশ্বঃ যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

রামজননী তনয়মুখনিঃসৃত অমৃতায়মান বচনপরম্পরা শ্রবণে বিপুল হর্ষলাভ করিয়া কহিলেন, রাম! এতদিনের পর বুঝি কুলদেবতারা প্রসন্ন হইয়া, আমার চিরপ্ররূঢ় মনোরথ পূর্ণ করিলেন। এতকালের পর বুঝি গুরুজনের আশীর্ব্বাদ সফল হইল। আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। তোমার গুণে রাজজননী হইলাম। বৎস! তুমি রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যখন সিংহাসনে উপবেশন করিবে, আর সকলে তোমাকে রাজশব্দে সম্বোধন করিতে থাকিবে, তখন আমার মনে কি অপূর্ব্ব সুখের উদয় হইবে, বলিতে পারি না। এক্ষণে, রঘুকুলদেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তুমি নিরাপদে কুলক্রমাগত বিশালরাজ্য-লক্ষ্মী ভোগ করিয়া, পবিত্র বংশের গৌরব বৃদ্ধি কর।

কৌশল্যা এইরূপ বলিয়া বিরত হইতেছেন, এমন সময়ে লক্ষ্মণ রামাভিষেক-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, হৃষ্টমনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া সাদরসম্ভাষণে কহিলেন, ভ্রাতঃ! পিতার আদেশক্রমে, পরশ্বঃ আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিব। তোমরা আমার জীবিতস্বরূপ। নিরন্তর তোমাদের মঙ্গলানুষ্ঠানই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য এবং তোমাদের সুখসংসাধনই আমার রাজ্যভারগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য। দুর্ব্বহ রাজ্যভারবহন করা নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু আমি কেবল তোমাদের কল্যাণসাধনের নিমিত্তই, এবম্ভূত আয়াসসাধ্য কার্য্যের ভারগ্রহণে উদ্যত হইয়াছি। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আপনি ব্যতীত, এ নির্ম্মল রঘুকুলের ভারবহনের উপযুক্ত পাত্র কে? আপনি যেমন সকল গুণের আধার, পিতৃরাজ্যও তদ্রূপ বিশাল। এরাজ্য কি অন্যের দ্বারা শাসিত হইতে পারে? রাম আত্মগৌরব শ্রবণে লজ্জিত হইয়া, বদন অবনত করিলেন। তদনন্তর, লক্ষ্মণের সহিত বহুবিধ সস্নেহমধুর কথোপকথন করিয়া, জানকীভবনে গমন করিলেন এবং সীতাসমক্ষে পিতার আদেশ ব্যক্ত করিয়া, মনের উল্লাসে সে দিন অতিবাহন করিলেন।

পরদিন নগরমধ্যে মহোৎসব হইতে লাগিল। কল্য রাম রাজা হইবেন, অদ্য তাঁহার অধিবাস ; এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, নগরবাসী তাবৎ লোকেই, স্ব স্ব আবাসে মহোল্লাসে উৎসবসূচক ক্রিয়াকলাপ আরম্ভ করিল। অন্তঃপুরাঙ্গনা-গণ মনের আনন্দে মাঙ্গলিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ভৃত্যবর্গ রাজদত্ত বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, হর্ষাতিশয়ের সহিত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। রাজভবন শ্রুতিসুখাবহ বেণু, বীণা, মৃদঙ্গাদির ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। ক্ষণকাল-মধ্যে রাজভবন উৎসবময় ও নগর আনন্দময় হইয়া উঠিল। নিরন্তর রামজয়শব্দে নগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলতঃ রাম রাজা হইবেন, ইহাতে সকল লোক যে কিরূপ প্রমোদিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

কল্য যুবরাজের অভিষেক ; রাজাজ্ঞানুসারে আজি হইতেই রাজদ্বার অবারিত, কাহারও যাইবার বাধা নাই। সুতরাং অতিথিগণ অশঙ্কিতচিত্তে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, কেহ বা অভীপ্সিত মিষ্টান্নলাভ, কেহ বা বিচিত্র বস্ত্রলাভ, কেহ বা প্রার্থনাধিক অর্থলাভ করিয়া, পরমানন্দে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। রাম রাজা হবেন, এমন সুখের দিন আর কবে হবে, এই ভাবিয়া, দশরথ কল্পতরুর ন্যায় মনের উল্লাসে দীনদরিদ্রদিগের বাসনা পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজ্যমধ্যে যত বন্দী ছিল, সকলকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার অধিকারমধ্যে আর কেহই অসুখী রহিল না। রাম রাজাসনে বসিয়া প্রজাপালন করিবেন, এবং দণ্ডধর হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন, এই বিষয়ের যতই তিনি আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই যেন তাঁহার অন্তরে অনির্ব্বচনীয় সুখসঞ্চার হইতে লাগিল, এবং সর্ব্বশরীর যেন অমৃতরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। ফলতঃ তৎকালে তিনি এরূপ আনন্দবিহ্বল হইয়াছিলেন যে, পৃথিবী যেন তাঁহার পক্ষে স্বর্গতুল্য সুখের স্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

আহা! সুখের অবস্থা কাহারও চিরকাল সমভাবে যায় না। সুখের

অবসানে দুঃখ, দুঃখের অবসানে সুখ; সম্পদের পর বিপদ, বিপদের পর সম্পদ; অবশ্যই হইয়া থাকে। জগতের এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম, রথচক্রের ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। ইহার অন্যথা কথনই হয় না। যেমন দিবাকর অস্তগত হইলে, তমোময়ী যামিনীর সমাগম হইয়া থাকে, তদ্রূপ সুখের অবস্থা অস্তমিত হইলেই দুঃখের দশা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। রাজা দশরথ পরমানন্দে মনের সুখে ঐহিক সুখের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিতেছিলেন; রাম রাজা হবেন, ইহার জন্য তাঁহার কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ হইয়াছিল; তিনি প্রতিক্ষণেই আপনাকে অপরিসীমসৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিতেছিলেন; এমন সুখের সময়ে হঠাৎ তাঁহার চিত্তের অবস্থান্তর উপস্থিত হইল। বামনয়ন অনবরত স্পন্দিত, সর্ব্বশরীর কম্পিত ও চিত্ত ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। এমন আহ্লাদের সময়ে সহসা এরূপ ভাবান্তর হইল কেন, কিছুতেই নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া, তিনি নিতান্ত উন্মনার ন্যায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে সুখের দিবা দেখিতে দেখিতে শেষ হইয়া গেল।

এদিকে, ভরতজননী কৈকেয়ী প্রিয়সহচরী মন্থরার কুপরামর্শে প্রলোভিত হইয়া, রামের অভিষেকসংক্রান্ত মহোৎসব, নয়নের বিষম অপ্রীতিকর এবং হৃদয়ের বিদ্ধ শেলস্বরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। একে স্ত্রীলোকের মন স্বভাবতঃ তূলাখণ্ডের ন্যায় লঘু ও কোমল, সামান্য কারণ-বায়ুতেই বিচলিত হয়, তাহাতে আবার ক্রূরমতি মন্থরার অসৎপরামর্শরূপ প্রবলবাত্যাসংযোগ হইয়াছে; সুতরাং কৈকেয়ীর হৃদয় একবারে বিপরীতভাবাপন্ন হইয়া, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি দ্বারা যুগপৎ সমাকীর্ণ হইল এবং রামের প্রতি তাদৃশ স্নেহ, দয়া ও মমতা, সকলই একবারে বিলীন হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন এক বৃক্ষের বল্কল কিছুতেই বৃক্ষান্তরে লাগে না, তদ্রূপ সপত্নীপুত্র পর বই, কখন আপন হয় না। রাম রাজা এবং সীতা রাজমহিষী হইবেন, আর আমার ভরত চিরকাল

রাজ্যভোগে বঞ্চিত থাকিয়া, উহাদের অধীন হইয়া থাকিবে, ইহা ত আমি কথনই চক্ষে দেখিতে পারিব না। যখন সকলে সপত্নীকে রাজমাতা বলিয়া ডাকিবে, তখন উহা, আমার কর্ণে যেন বিষবর্ষণের ন্যায় বোধ হইবে। আমি সপত্নীর সুখ কদাপি চক্ষে দেখিতে পারিব না। এক্ষণে যাহাতে রাম রাজা না হইয়া, আমার ভরত রাজপদ প্রাপ্ত হয়, এবং সপত্নী রাজার মা বলিয়া অহঙ্কার করিতে না পারে, আশু তাহার কোন উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য।

এইরূপ ভাবিয়া, কৈকেয়ী সাদরসম্বোধনে প্রিয়সখীকে কহিলেন, মন্থরে! বল দেখি কি উপায়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করি? মন্থরা পূর্ব্বেই উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, সুতরাং ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে কহিল, দেবি! অসুরযুদ্ধে মহারাজ আহত হইলে, তুমি তাঁহার যথেষ্ট শুশ্রূষা কর। তাহাতে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া, তোমাকে দুইটী বর দেন। এক্ষণে ঐ বর দ্বারাই আমাদের অভীপ্সিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। এই বলিয়া, যে প্রকারে মহারাজের নিকট বর প্রার্থনা করিতে হইবে, তৎসমুদয় কৈকেয়ীকে শিখাইয়া দিল। কৈকেয়ী তদ্বাক্যশ্রবণে বিপুলহর্ষলাভ করিয়া, আপনার অঙ্গের সমগ্র আভরণ পরিত্যাগ করিলেন; এবং মলিনবেশে ম্লানবদনে ধরাসনে শয়ন করিয়া, সজলনয়নে প্রতিক্ষণে মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অগ্রে প্রিয়মহিষী কৈকেয়ীর বাসভবনে গমন করিলেন। তিনি অন্যান্য মহিষীদিগের অপেক্ষা কৈকেয়ীকে অধিকতর ভাল বাসিতেন এবং তদীয় রূপগুণে এরূপ বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার কাছ ছাড়া থাকিতে পারিতেন না। কেবল কৈকেয়ীর সহিত একত্র উপবেশন, একত্র কথোপকথন করিতেই ভাল বাসিতেন। কৈকেয়ীর বদন মলিন দেখিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। এক্ষণে রোরুদ্যমানা প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে সহসা ধরাসনে নিরীক্ষণ করিয়া, সচকিতনয়নে মনে মনে কহিতে

লাগিলেন, এ কি, আজি মহিষীর এরূপ ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? বুঝি কোন মহৎ অনিষ্টসংঘটন হইয়া থাকিবে? যাহা হউক, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি। এই বলিয়া আস্তে ব্যস্তে, প্রীতিপূর্ণ মধুরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহিষি! আজি কি কারণে, তোমার নয়ন-সরোবর উচ্ছলিত হইয়াছে? কি নিমিত্তই বা তোমার মণিময় অঙ্গাভরণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া বিবর্ণ ও হীনপ্রভ হইয়া গিয়াছে? কি জন্য তুমি বিচিত্র বসন পরিত্যাগ করিয়াছ? তোমার সে লাবণ্যময়ী হৃদয়হারিণী মূর্ত্তির এরূপ দশাবিপর্য্যয় কেন? অয়ি চারুশীলে! তোমার এরূপ অভাবনীয় অবস্থান্তর কখন ত নয়নগোচর হয় নাই? তোমার কি কোন প্রিয়বিরহ বা অপ্রিয়-সংঘটন হইয়াছে? অথবা কেহ কি তোমার প্রতি রূঢ় বা অপ্রিয়বাক্য প্রয়োগ করিয়া জ্বলিত হুতাশনে কিম্বা বিষধরমুখে আত্মসমর্পণ করিতে বাসনা করিয়াছে? নতুবা এরূপ শোকের কারণ কি? এক্ষণে সত্বর ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া, আমার জীবন রক্ষা কর।

রাজার এবম্ভূত অনুনয়বাক্য শ্রবণ করিয়াও, মহিষী কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ম্লানবদনে কপটক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধবয়সে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। রাজা মহিষীর প্রতারণা কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া, অতিকাতরবচনে কহিলেন, অয়ি প্রিয়বাদিনি! তোমার মুখ বিষণ্ণ ও লোচন অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া, আমার মন অতিমাত্র ব্যাকুল হইতেছে। তোমার ঘন ঘন নিশ্বাসবায়ু দ্বারা আমার চিত্ত প্রতিক্ষণেই বিষম চিন্তাতরঙ্গে মগ্নপ্রায় হইতেছে। আমি চিরকাল তোমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে যদি অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধের কার্য্য করিয়া থাকি, প্রকাশ করিয়া বল; উহার প্রতিবিধানে যত্নবান্ হই। সত্য বলিতেছি, যাহাতে তোমার চিত্ত প্রসন্ন হয়, যাহাতে তুমি সুখী হও, আমি কায়মনোবাক্যে তাহা করিতে ক্রটী করিব না।

কৈকেয়ী নৃপতির মুখনিঃসৃত অভিপ্রায়ানুরূপ বাক্য শ্রবণে কপটরোদন সংবরণপূর্ব্বক, মনে মনে বিপুল হর্ষলাভ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনার স্মরণ থাকিতে পারে, যৎকালে আপনি অসুরযুদ্ধে আহত হন, তখন আমি আপনার বিস্তর সেবা ও শুশ্রূষা করি। তাহাতে মহারাজ এ দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া দুইটী বর প্রতিশ্রুত হন। আজ আমি ঐ দুই বর চাহিতেছি, প্রদান করুন। সরলহৃদয় রাজা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, মহর্ষি! তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। আমার এই রাজ্য, পরিজন, ঐশ্বর্য্য তাবতই তোমার। আমি কেবল নামমাত্র রাজা; বস্তুতঃ তুমিই এ সমুদয়ের অধীশ্বরী। অতএব আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যে অভিলাষ করিবে, তাহা অচিরে সম্পাদিত হইবে।

কৈকেয়ী মনোভিলাষ ফলোন্মুখ দেখিয়া, উল্লসিত মনে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যদি আপনি আমার বাসনা পরিপূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন; তবে আমি এক বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক, অন্য বরে চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস প্রার্থনা করিলাম। আপনার ন্যায় সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ জগতে আর নাই। এক্ষণে আপনি স্বকৃত প্রতিজ্ঞা-পালন করিয়া সত্যধর্ম্ম রক্ষা করুন।

রাজা দশরথ, কৈকেয়ীর এবম্ভূত মর্ম্মভেদী প্রার্থনাবাক্য শ্রবণে হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে হা রাম! বলিয়া উন্মূলিত তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত, মস্তক ঘূর্ণিত, নয়নজলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত এবং সর্ব্বাবয়বের শোণিত শুষ্কপ্রায় হইতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন, কি বলিবেন, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, কিয়ৎকাল অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম! এমন সুখের সময়ে, মহিষীর মুখ হইতে এরূপ নিদারুণ বাক্য নির্গত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। হায়! কেন আমার এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইল না! কেন আমি

এখনও জীবিত রহিয়াছি। আমার হৃদয় কেন এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না! আমি আপনার সর্ব্বনাশের জন্যই বরদ্বয় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। এই নিমিত্তই বুঝি আবার পুনরায় অলঙ্ঘনীয় প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইলাম। আমি আপনার বিপদ্ আপনিই করিলাম। আমার অপরিণামদর্শিতা ও অবিমৃষ্যকারিতার দোষেই এই বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইল। হায়! যদি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতাম, তাহা হইলে আর আমাকে এরূপ অভাবনীয় বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইত না। রাজা এইরূপ মনে মনে বহুবিধ আক্ষেপ করিয়া, অবশেষে মহিষীর চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, ইহাই স্থির করিলেন।

তদনন্তর, দশরথ অপেক্ষাকৃত চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদনপূর্ব্বক, সজলনয়নে কাতর-বচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি জন্মবচ্ছিনে তোমার মুখ হইতে কখন রূঢ় বা অপ্রিয় কথা শ্রবণ করি নাই। আজি কেন তুমি এরূপ সর্ব্বনাশের কথা কহিলে? তোমায় এ বুদ্ধি কে দিল? তুমি এ স্বার্থশালিনী বুদ্ধি কোথা হইতে পাইলে? কোথায় কল্য রামকে রাজাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া বিপুল হর্ষলাভ করিবে, না আজি তুমি সামান্য বনিতার ন্যায় বিমাতৃভাব অবলম্বন করিয়া, সেই প্রাণপ্রতিম রামচন্দ্রের অরণ্যবাস প্রার্থনা করিতেছ! ছি ছি, এ পাপসঙ্কল্প হইতে বিরত হও। এমন ইচ্ছা আর কখন করিও না। রাম আমার জীবনের জীবন। পৃথিবীতে যতপ্রকার প্রিয়বস্তু আছে, রাম আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। আমি এমন জীবনসর্ব্বস্ব রামচন্দ্রকে কেমন করিয়া বনে পাঠাইব? রাম আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর! আমি সে রামকে কি অরণ্যবাসী করিতে পারি? দেখ, এ জগতে রাম কাহারও অপ্রিয় বা অসুখের কারণ নহে। সকলেই বৎসকে সমধিক সমাদর, প্রগাঢ় স্নেহ ও বহুল সম্মান করিয়া থাকে। কেন তুমি, সে রামচন্দ্রের অনর্থক অমঙ্গল চিন্তা করিতেছ? আরো বলি; তুমি স্বয়ং আমার নিকট কত দিন কহিয়াছ যে, রাম কৌশল্যা অপেক্ষা তোমাকে অধিক ভক্তি ও

সমাদর করিয়া থাকে। কিন্তু তোমার ভরত তোমার প্রতি সেরূপ অনুরাগ ও যত্ন প্রদর্শন করে না; তন্নিমিত্ত তুমি সপত্নীপুত্র না ভাবিয়া, ভরত অপেক্ষা রামকে অধিক স্নেহ করিয়া থাক। তবে তুমি, আজ কেন প্রিয় রামের অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছ? ভাল, তোমাকেই কেন জিজ্ঞাসা করি না; তুমি সেই সরলাত্মা প্রাণাধিক বৎস রামচন্দ্রকে শ্বাপদসঙ্কুল বিজনবনে বিসর্জ্জন দিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিবে? তোমার মন কি কাতর হইবে না? দেখ, আমার রাম ক্ষীরকণ্ঠ, অতি শিশু; শিশুকাল কিছু বনবাসের সময় নহে। এখন কোথা, আমরা পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া অরণ্যে বাস করিব, না তুমি বৎসকে বনবাসী করিতে অভিলাষ করিতেছ। অতএব তোমার এ অভিলাষ কতদূর অসঙ্গত, তাহা কেন তুমি স্বয়ংই বিবেচনা করিয়া দেখ না? অয়ি অপ্রিয়বাদিনি! তুমি এমন কথা আর কখনও মুখাগ্রে আনিও না। আরো বলি, গুণশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে, কনিষ্ঠের রাজ্যপ্রাপ্তি কখনও শাস্ত্রসম্মত নহে; রাম বয়োজ্যেষ্ঠ, ভরত কনিষ্ঠ; অতএব রাম থাকিতে কি প্রকারে ভরতকে রাজপদ প্রদান করা যাইতে পারে? তাহা হইলে লোকে কি বলিবে? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, রাম থাকিতে ভরত কখনই রাজোপাধি গ্রহণে সম্মত হইবে না। রামের প্রতি তাহার অচলা ভক্তি আছে। অতএব তুমি এ দুরাশা পরিত্যাগ কর। তুমি আর যাহা চাইবে তাহা দিব; কি ধন, কি পরিজন, কি রাজ্য, সকলই তোমাকে দান করিতেছি। অধিক কি, যদি তোমার সন্তোষের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও কাতর নহি। কিন্তু আমার প্রাণের প্রাণ রামচন্দ্রকে কখন বনবাস দিতে পারিব না। দেখ, রাম এক মুহূর্ত্ত আমার চক্ষের অন্তরাল হইলে, দশদিক অন্ধকারময়, জগৎ অরণ্যময়, সংসার বিষময়, এবং দেহ শূন্যময় বোধ হইয়া থাকে। অতএব হে পতিব্রতে প্রমদে! যদি পতির প্রিয়কার্য্য সতীর অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়; যদি পতির প্রাণ পতিপরায়ণা কামিনীর সুখসৌভাগ্যের অদ্বিতীয় উপায় হয়; এবং

স্বামিবাক্য-প্রতিপালন পতিব্রতা নারীর লক্ষণ হয়; তবে আমি তোমার চরণে ধরিয়া বিনয় করিতেছি, তুমি ক্ষান্ত হও; রামের প্রতি রাগ দ্বেষ সকলই পরিত্যাগ কর, এবং রামকে রাজত্ব প্রদান করিয়া আমার জীবনদান কর।

রাজার এইরূপ বিনয় ও পরিতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনয়বধিরা কৈকেয়ীর বজ্রলেপময় হৃদয়ে, বিন্দুমাত্রও করুণারসের সঞ্চার হইল না। বরং জ্বলিত হুতাশনে প্রক্ষিপ্ত ঘৃতের ন্যায় তাহার চিত্ত একবারে কোপানলে জ্বলিয়া উঠিল। কৈকেয়ী পাদদলিতা বিষধরীর ন্যায়, অঙ্কুশাহতা করিণীর ন্যায় বিষম কোপপ্রকাশপূর্ব্বক, দশরথকে বহুতর ভৎসনা করিয়া, নিষ্করুণ বচনে কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে বরদান করিয়া, পরে অনুতাপ করা অতি অনার্য্যের কার্য্য। আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে বরদ্বয় প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তদনুসারে আমি আপন অভিমত প্রার্থনা করিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি? বলুন দেখি, স্বকৃত অঙ্গীকারপালন না করা, কতদূর অধার্ম্মিকের কার্য্য? কস্মিন্‌কালে কোন রাজা এরূপ অধর্ম্মসঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হন না। কি আশ্চর্য্য! কালে সকলকেই বিপরীত-ভাবাপন্ন দেখিতেছি। এক্ষণে কি আপনার দেহের সহিত সদ্‌গুণ সকল ও জরাভিভূত হইয়া পড়িল? কোথায় অন্য কেহ অধর্ম্মাচরণ করিলে, আপনি তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিবেন, না নিজেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহাপ্রত্যবায়ে নিমগ্ন হইতে বাসনা করিতেছেন। ইহা কি ভবাদৃশ রাজাধিরাজের উচিত কার্য্য হইতেছে? আপনি এত দিন যে ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতেন, এখন আপনার সে সত্যবাদিতা, সে ধার্ম্মিকতা কোথায়? আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অসূক্ষ্মদর্শী লোকেরাই আপনাকে ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাদী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। বস্তুতঃ আপনার ন্যায় মিথ্যাবাদী, স্বার্থপর, প্রতারক ও অধার্ম্মিক আর দুটী নাই। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আজি বাদে কাল মরিতে যাইবেন, তথাপি এখন পর্য্যন্ত কি দুষ্কৃতিতে ভীত নহেন? জিজ্ঞাসা করি, প্রবঞ্চনা কি প্রশস্ত

রাজধর্ম্মের অঙ্গ? যে ব্যক্তি স্বকার্য্যসাধনের জন্য পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরে উহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত হন, তাঁহাকে মিথ্যাবাদী, অস্থিরচিত্ত ও কাপুরুষ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বলুন দেখি, আপনার পূর্ব্বে কখন কোন রাজা কি স্বকৃত প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া দুরপনেয় পাপসংগ্রহ করিয়াছেন? অতএব আজি কেন আপনার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল? এক্ষণে আপনি প্রতিশ্রুত পালনে অস্বীকৃত হইয়া, কেন সেই চিরনির্ম্মল ইক্ষাকুবংশকে অভিনব কলঙ্কস্পর্শে দূষিত করিতে অভিলাষী হইতেছেন? মহারাজ! এমন কার্য্য কখন করিবেন না। যখন ধর্ম্মসমক্ষে আমায় বরদ্বয় প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, এবং সেই বরদ্বয় প্রদান করিবেন বলিয়া, পুনরায় অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে হইবে। আমি যথার্থ বলিতেছি, আমার প্রার্থনা কখন অন্যথা হইবে না। সপত্নীপুত্র, রাজা হইবে, আর আমার ভরত চিরকাল তাহার দাস হইয়া থাকিবে, ইহা আমি প্রাণ থাকিতে কখন চক্ষে দেখিতে পারিব না। অধিক কি, যদি মহারাজ কল্য রামকে বনবাস না দেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই মহারাজের সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব। যদি স্ত্রীবধরূপ দুরপনেয় পাতক স্পর্শ করিতে বাসনা না করেন, যদি প্রতিশ্রুতপ্রতিপালন প্রকৃত পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, যদি ধর্ম্মে আপনার ভয় থাকে, তবে অনন্যমনে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন এবং রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া প্রকৃত রাজধর্ম্ম রক্ষা করুন।

রাজা শ্রবণমাত্র, আপনাকে অনন্যপায় মনে করিয়া, হা হতোঽস্মি বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণপরে চেতনা সঞ্চার হইলে, তিনি গলদশ্রুনয়নে কাতরবচনে বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, হায়! কেন আমার মূর্চ্ছা অপগত হইল! কেন আমি পুনরায় সংজ্ঞালাভ করিলাম। যদি মুহূর্ত্তেই আমার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আর আমাকে এরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইত না। যদি এখনই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইত,

তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইতাম। হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল? হা বিধে! এই নরাধমের ললাটে কি এই লিখিয়া রাখিয়াছিলে? হায়! আমি কেমন করিয়া, নৃশংস রাক্ষসের ন্যায় এমন লোমহর্ষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব! কেমন করিয়া, "রাম! তুমি রাজপদ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন কর," এই নিদারুণ কথা মুখে উচ্চারণ করিব। হা বৎস রামচন্দ্র! হা গুণনিধে! হা রঘুকুল-ধুরন্ধর! হা পিতৃবৎসল! হা জীবনসর্ব্বস্ব! হা হৃদয়নন্দন! এই নরাধম পিতার জন্যই তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। এই মূঢ়পাপাত্মাই তোমার সমস্ত দুঃখের একমাত্র কারণ। এই নৃশংস হতভাগ্য পিতাই তোমার যাবতীয় বিপদের অদ্বিতীয় হেতু। এই দুরাত্মা স্ত্রৈণ পিতাই তোমার সকল অমঙ্গলের নিদান।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, রাজা ক্ষণকাল অনন্যদৃষ্টি হইয়া অধোমুখে রহিলেন। তদনন্তর ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, সহসা উদ্ভূতরোষাবেগসহকারে, কৈকেয়ীকে নানাপ্রকার তিরস্কার করিয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি, নৃশংসে, কেকয়-কুলকলঙ্কিনি! পরিণামে তুই যে আমার এরূপ সর্ব্বনাশ করিবি, ইহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি এতকাল স্বর্ণলতাভ্রমে বিষবল্লী আশ্রয় করিয়াছিলাম, সুধাভ্রমে গরল সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মণিময় হারভ্রমে কালবিষধরী কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলাম! রে কেকয়কুলপাংশুলে! তুই রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস, কিন্তু তোর আচরণ রাক্ষসীর অপেক্ষাও অধম। তুই নিশাচরীর ন্যায় মায়াজাল বিস্তার করিয়া, দশরথের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিস; অসতীর ন্যায় পতির প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিস, এবং ব্রহ্মশাপের ন্যায়, চিরক্রমাগত প্রশস্ত রাজবংশ ধ্বংশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিস। জগতে তোর মত নিষ্ঠুরা নারী আর কে আছে? রে পতি-ঘাতিনি আচারনিষ্ঠুরে! স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা, করুণা ও মমতা, কি তোর পাষাণময় হৃদয় হইতে একেবারে তিরোহিত হইয়াছে? আমি বারংবার এত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম, আমার জীবন রামায়ত্ত; আমি রাম বিনা মুহূর্ত্তমাত্রও প্রাণধারণ

করিতে পারিব না। তথাপি তুই এপর্য্যন্ত বৎসের প্রতি বৈরিভাব পরিত্যাগ করিলি না, বরং নির্ম্মমা দুশ্চারিণী নারীর ন্যায় নির্ব্বন্ধসহকারে সেই প্রাণাধিক জগচ্চন্দ্র রামচন্দ্রের নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলি। রে পাপীয়সি! তোর হৃদয় নিতান্তই বজ্রসারময়; কিছুতেই দ্রব হইবার নহে? হায়! কেন আমি এই নারীরূপিণী কালসর্পীকে গৃহে আনিয়াছিলাম! কেনই বা আমি এর পরিণয় স্বীকার করিয়াছিলাম! কেনই বা রাক্ষসীর আপাতমধুর প্রবঞ্চনাবাক্যে বিমোহিত হইয়া, ইহাকে বরদ্বয় অঙ্গীকার করিয়াছিলাম। হায়! কি হেতু আমার তৎকালে এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছিল! কেন আমি মায়াবিনী অসতীর প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। হা ধিক্! স্ত্রীর বাক্যে আমাকে এরূপ অভূতপূর্ব্ব, অশ্রুতচর, বিষমকাণ্ড সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইল! প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি আমি এরূপ নিদারুণ বাক্য কখনই মুখে আনিতে পারিব না। ইহাতে যা হবার তা হউক।

রে নৃশংসে! পুত্র অপেক্ষা প্রিয়বস্তু জগতে আর কি আছে? আমি, পিতা হইয়া, সেই প্রাণপ্রতিম পুত্রধনকে কেমন করিয়া, অনাথের ন্যায় গহনকাননে বিসর্জ্জন দিব? তাহা হইলে জগতে আমার অপযশ দুর্নিবার হইয়া উঠিবে। আমি এমন কার্য্য কখনই করিতে পারিব না। রে পাপীয়সি! তুই মনে করিয়াছিস যে, রাজমাতা হইয়া সকলের উপর আধিপত্য করিবি; কিন্তু আমি তাহা কখনই হইতে দিব না। তুই যদি এখনও নিরস্ত না হস্, তবে এই দণ্ডেই তোর ভরতকে ত্যাজ্যপুত্র করিব। তাহা হইলে তোর আশা ভরসা সকলই একবারে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে।

কৈকেয়ী শুনিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যতই কেন বলুন না, যতই কেন তিরস্কার করুন না, যতই কেন ভয় দেখান না, কৈকেয়ীর চিত্ত কিছুতেই ভীত বা বিচলিত হইবার নহে। যদি ভানু পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে অস্তমিত হয়,

যদি মরুভূমিতে কনকপদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, যদি মেরু উৎপাটিত হয়, তথাপি কৈকেয়ীর প্রার্থনা কিছুতেই অন্যথা হইবে না। আপনি যখন দুষ্পরিহর ধর্ম্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখন অবশ্যই অভিমত কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। কিছুতেই ইহার বিপর্য্যয় হইবে না।

দশরথ মনে করিয়াছিলেন, যদি অনুনয়ে না হইল, তবে তিরস্কার ও ভয়প্রদর্শন করিলে, অবশ্যই কৈকেয়ীর চিত্ত নম্রভাব অবলম্বন করিবে। কিন্তু যখন দেখিলেন, কিছুতেই পাপীয়সীর মন নত হইবার নহে; তখন একবারে হতাশ হইয়া, হায়! কি হইল, বলিয়া অনিবার্য্যবেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর একান্ত আকুলহৃদয় ও কম্পিতকলেবর হইয়া করুণস্বরে কহিতে লাগিলেন, হা বৎস রামচন্দ্র! এমন সুখের সময়ে তোমার এরূপ দুর্গতি ঘটিবে কখন স্বপ্নেও মনে উদয় হয় নাই। হায়! আমার আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন কি? আমার সকল সুখ ও সকল আশা একবারে তিরোহিত হইয়াছে। হায়! আমার দগ্ধহৃদয় এখনও কেন বিদীর্ণ হইল না? রে চক্ষু! তুই অন্ধ হ। রে শ্রবণ! তুই বধির হ। রে হতজীবন! তুই বহির্গত হ। কি সুখে আর এ পাপাত্মার দেহে অবস্থান করিতেছিস? রে বজ্র! তুই কি দুরাচারের হৃদয় বিদারণ করিতে ভীত হইতেছিস! রে মৃত্যু! তুই কি এ নরাধমের দেহ স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছিস! রে কাল! আর বিলম্ব করিস্ না; যত শীঘ্র পারিস, কৃপা করিয়া এ নরাধমের এ পাপাত্মার প্রাণসংহার কর। আমাকে যেন এ বিষম কাণ্ড আর দেখিতে না হয়।

এইরূপ বহুবিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরবচনে কৌশল্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, দেবি! এখানে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে; কিছুই জানিতে পার নাই। মায়াবিনী কৈকেয়ীর কপটবাক্যে বিমোহিত হইয়া, মূঢ় দশরথ তোমার জীবনসর্ব্বস্ব, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, অঞ্চলের নিধিকে, অনাথের

ন্যায় গহনবনে বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছে। আহা! আমি এ পাপীয়সী রাক্ষসীর ভয়ে একদিনের জন্যও, তোমাকে যথোচিত সুখী করিতে পারি নাই। আবার এখন তোমার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আর এ চিরাপরাধীর, এ কৃতঘ্নের এ নরাধমের মুখাবলোকন করিও না; করিলে, নিতান্ত অপবিত্র হইবে। হায়! হায়! আমি এ বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীহত্যা করিতে বসিলাম! এ নিদারুণ কথা দেবীর কর্ণগোচর হইলে তিনি এক মুহূর্ত্তও প্রাণধারণ করিতে পারিবেন না। হায়! কি হইল! হায় আমি কি করিলাম। শেষে আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল, যে অসতী নারীর মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া, আমাকে ইহলোকে যার পর নাই অকীর্ত্তিভাজন ও পরলোকে নিরয়গামী হইতে হইল। হা ভগবন্ বশিষ্ঠ! হা মহর্ষে বিশ্বামিত্র! হা সখে জনক! তোমরা কোথায়; এ বিষম সঙ্কটে সমুচিত কর্ত্তব্য কি, বলিয়া দাও। হা প্রজাবর্গ! রাম রাজা হবেন বলিয়া তোমরা কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ, কতই উৎসব, কতই আশা করিতেছিলে; কিন্তু এক্ষণে তোমাদের সে সমস্ত সুগভীর বিষাদসাগরে পরিক্ষিপ্ত হইল। তোমরা আর এখন এ মূঢ় পাপাত্মার অপবিত্র নাম মুখে আনিও না। হায়! আমি কি মহাপাতকী! জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন যাহা করিতে সাহসী হয় নাই, অধুনা আমি সেই অপত্য-স্নেহ-সেতু ভগ্ন করিয়া, জগদ্বিখ্যাত চিরপবিত্র রঘুকুলকে অপরিহার্য্য অভিনব কলঙ্ক-সলিলে নিমজ্জিত করিলাম। হা বৎস! কোথায় কল্য তুমি রাজা হইবে, না তোমাকে হস্তগত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া, বনে গমন করিতে হইল! এই বলিয়া দশরথ পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। ক্রমে যাতনাময়ী যামিনীর অবসান হইল। নিশাপতি যেন কৈকেয়ীর ভয়ে ভীত হইয়াই, অস্তাচলের নিভৃত-প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তারকাবলী ভূপালের মুখমণ্ডলের ন্যায় হীনপ্রভ হইয়া, পাণ্ডুবর্ণ আকার ধারণ করিল। বিহঙ্গমকুল নৃপতির দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন কূজনচ্ছলে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। রাজার নিশ্বাসবায়ুর স্তম্ভনাবস্থা দেখিয়াই যেন

সমীরণ ভয়ে মন্দ মন্দ সঞ্চরিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে, রাজার হৃদয়-কন্দর ভিন্ন, জগতের সমস্ত স্থান আলোকময় হইয়া উঠিল।
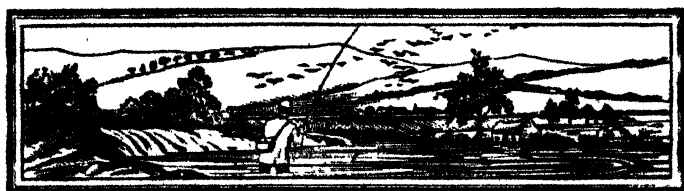
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে সশিষ্য বশিষ্ঠ, বামদেব প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য রাজন্যগণ রাজসভায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে নানাতীর্থ-বারিপূর্ণ হেমকুম্ভ ও আর আর যাবতীয় আভিষেচনিক সামগ্রীসম্ভার আনীত হইলে, বশিষ্টদেব রাজার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া, সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সূত! বেলা অধিক হইয়াছে, শুভকর্ম্মের আর বিলম্ব নাই। তথাপি এখন পর্য্যন্ত মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না। আজি মহারাজের এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? অন্তঃপুরে অপর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। এক্ষণে যুবরাজ ভিন্ন, আর কাহাকেও অন্তঃপুরে পাঠান বিধি হয় না। অতএব তুমি সত্বর যুবরাজ রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরমধ্যে পাঠাইয়া দেও। তদনুসারে সুমন্ত্র রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! অদ্য আপনার অভিষেক; তদুপযোগী সমস্ত আয়োজন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও মহারাজ রাজসভায় আসিতেছেন না। অতএব আপনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, মহারাজের বিলম্বের কারণ কি দেখিয়া আসুন।

রাম সুমন্ত্রবচনে বিচিত্র বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া, সত্বরগমনে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পিতৃগৃহসন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, মহারাজ নয়ন মুদ্রিত করিয়া একান্তম্লানবদনে ধরাসনে শয়ন করিয়া, দীনভাবে রোদন করিতেছেন; আর নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না; কেবল এক একবার অতিদীর্ঘ-নিশ্বাস-ভার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, "হা রাম!" এই বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। সে গৃহে আর কেহই

নাই, কেবল কৈকেয়ী তাঁহার নিকটে বসিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আকার প্রকারে বিষাদের চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। রাম পিতার এরূপ অবস্থান্তর দর্শনে অতিমাত্র দুঃখিত ও হতবুদ্ধি হইয়া, ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন; এবং কি নিমিত্ত তিনি এরূপ শোচনীয়দশাপন্ন হইয়াছেন, কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, মনে মনে কতই তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার নিঃসংশয় প্রতীতি হইল, কোন অপ্রতীকার্য্য বিপৎপাত হইয়া থাকিবে। অনন্তর, রাম আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একান্ত আকুলহৃদয়ে কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! কি জন্য মহারাজ আজি এরূপ কাতরভাবাপন্ন ও শোকাকুল হইয়াছেন? মহারাজের এরূপ অভাবনীয় ভাবান্তরের কারণ কি? কৈকেয়ী কহিলেন, রাম তুমিই ইহার একমাত্র কারণ। তোমার জন্যই মহারাজের এত ক্লেশ, এত অসুখ, ও এত মনস্তাপ। অতএব তুমি সত্বর ইহার প্রতি-বিধানে যত্নবান হও।

রামবাক্য দশরথের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি নয়নোন্মীলন করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার শোকানল শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিল; এবং নয়নযুগল হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। দশরথ রামকে সম্বোধন করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠরোধ হওয়াতে কোন ক্রমেই তাঁহার বদনে বাক্যনিঃসরণ হইল না। তখন তিনি কেবল নিষ্প্রভনয়নে বারংবার রামচন্দ্রের বদনসুধাকর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে রাম একান্ত ভীত ও যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইয়া, কাতরবচনে পুনরায় কৈকেয়ীকে কহিলেন, মাতঃ! আমার নিমিত্তই পিতার এরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে। আমিই পিতার এ অসুখসমুদয়ের একমাত্র মূল। যদি পিতৃসন্তোষার্থে আমাকে উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে হয়, অধিক কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও আমি একমুহূর্ত্তের নিমিত্ত কাতর নহি।

অতএব জননি! কি হইয়াছে বিশেষ করিয়া বলুন। আপনার কথা শুনিয়া, আমার অন্তঃকরণে নানা সংশয় উপস্থিত হইল; আপনি ত্বরায় বলুন, আর বিলম্ব করিবেন না, আমার প্রাণবিয়োগ হইয়া যাইতেছে।

রামের আগ্রহাতিশয়দর্শনে, কৈকেয়ী মনে মনে হর্ষলাভ করিয়া অম্লানবদনে কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে মহারাজ আমাকে দুইটী বর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এতদিন আমি উহা প্রার্থনা করি নাই। সম্প্রতি প্রয়োজন হওয়াতে, এক বর দ্বারা তোমার চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস, অপর বর দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছি। মহারাজ তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে কেমন করিয়া, সহসা তোমাকে এরূপ কথা বলিবেন, এই জন্যই নিরুত্তর হইয়া রহিয়াছেন। তদ্ভিন্ন মহারাজের শোকের কারণ আর কিছুই দেখিতেছি না। রাম! লোকে উভয়লোকহিতার্থে সন্তানের কামনা করিয়া থাকে তুমি মহারাজের প্রিয়পুত্র। অতএব তুমি সত্যব্রত মহারাজকে সত্যপালনরূপ ঋণজাল হইতে মুক্ত করিয়া, ধার্ম্মিক পুত্রের কার্য্য কর এবং অদ্যই তুমি অযোধ্যানগর পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যে গমন কর। আর বৃথা কালহরণ করিও না। দশরথ শুনিবামাত্র, হা রাম! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

অসামান্য-গম্ভীর-প্রকৃতি রামচন্দ্র, বিমাতৃমুখনিঃসৃত এবম্ভূত মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়াও অণুমাত্র ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইলেন না; বরং স্থিরচিত্তে প্রসন্নমনে কহিলেন, মাতঃ! যদি পুত্র হইয়া পিতৃআজ্ঞা পালন করিতে না পারিব, তবে এজীবনে প্রয়োজন কি? যিনি অনুক্ষণ সন্তানের মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন, যাঁহার স্নেহের সীমা নাই, যাঁহা হইতে এই দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়াছি, সেই পরমপূজনীয় জনকের সত্যপালনে যদি যত্নবান না হই, তবে জগতে আমার নাম দুর্নিবার কলঙ্কপঙ্কে চিরনিমগ্ন থাকিবে। এ জগতে পিতাই পরম গুরু, পিতাই পরম ধর্ম্ম, এবং কায়মনোবাক্যে পিতৃআজ্ঞা পালন করাই মানবজন্মের

সার কর্ম্ম। অতএব সর্ব্বথা পিতৃআজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু জননি! আর একটী প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমি বনে গমন করিলে, নিঃসংশয়ই মহারাজ আমার নিমিত্ত সাতিশয় কাতর ও অসুখী হইবেন। যাহাতে মহারাজের শোকনিবারণ হয়, যাহাতে মহারাজ সুস্থচিত্ত হন, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ আলস্য বা ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। আপনি সর্ব্বদা পিতৃদেবের নিকটে থাকিয়া, যাহাতে তাঁহার উৎকণ্ঠা বা অসুখ বৰ্দ্ধিত না হয়, তদ্বিষয়ে অনুক্ষণ দৃষ্টি রাখিবেন। কখন পিতাকে একাকী থাকিতে দিবেন না।

এই বলিয়া, রাম, পিতাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। তদনন্তর বিমাতৃচরণে অভিবাদনপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া, জানকীভবনে গমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! পিতৃসত্যপালনার্থ অদ্যই আমি বনে গমন করিব। আজি হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর আমাকে সমস্ত সুখসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আমি গৃহে প্রত্যাগমন না করি, তত্তাবৎকাল তুমি গৃহে অবস্থান করিয়া অনন্যমনে গুরুজনের সেবা ও শুশ্রূষায় নিরত থাক।

পতিপ্রাণা, একান্তমুগ্ধস্বভাবা জানকী, রামবাক্যশ্রবণে বিষম বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর অঞ্চলদ্বারা চক্ষের জল মার্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, নাথ! পতি, পতিপ্রাণা নারীর ঐহিক ও পারত্রিক সুখের একমাত্র নিদান। পতিশূন্য গৃহ জনশূন্য অরণ্যপ্রায় যদি আপনি অরণ্যে গমন করেন; তবে আর আমার এ শূন্য গৃহে থাকিয়া ফল কি? এজগতে পতিই, পতিব্রতা স্ত্রীর একমাত্র আরাধ্য দেবতা। পতির পদসেবাই, সতীর প্রধান ধর্ম্ম ও নারীজন্মের সার কর্ম্ম। পতির জীবনে সতীর জীবন, পতির সুখে সতীর সুখ, পতির বিপদে সতীর ব্যসন, এবং পতির মরণে সতীর মৃত্যু। ফলতঃ পতিভিন্ন পতিব্রতা রমণীর গত্যন্তর নাই। অতএব যদি আপনি বনে গমন করেন, তবে এ

দাসীকে সহচারিণী করিতে কোন মতে অমত করিবেন না। এ দাসী আপনার চিরকিঙ্করী। যেখানে যাইবেন, সেইখানেই এদাসী আপনার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। বিশেষতঃ, আপনি যখন বনপর্য্যটনে একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইবেন, তখন এদাসী আপনার পদসেবা করিলে, পথশ্রমের অনেক লাঘব বোধ হইবে। যদি বলেন, অরণ্যবাস বিষমকষ্টকর, তুমি রাজার কন্যা ও রাজার বধূ হইয়া, অসহ্য বনবাসক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে না। কিন্তু নাথ! আপনি আমার নিকটে থাকিলে, যতই কেন দুঃখ হউক না, যতই কেন ক্লেশ হউক না, তাহা আমি অকাতরে সহ্য করিতে পারিব। কিছুতেই আমার কষ্টবোধ হইবে না। বরং এখান অপেক্ষা তথায় আমি সহস্রগুণ সুখলাভ করিতে পারিব। অধিক কি, আপনি আমার কাছে থাকিলে, সেই জনশূন্য অরণ্য স্বর্গতুল্য সুখের স্থান, সেই বৃক্ষবল্কল পট্টবস্ত্র, সেই পর্ণকুটীর রাজভবন, সেই তরুমূল রত্নাসন বলিয়া বোধ হইবে। অতএব হে নাথ! কৃপা করিয়া এদাসীকে সহচারিণী করুন; নতুবা এ দাসী ঐ চরণে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! যদি একান্তই বনবাসিনী হইতে ইচ্ছা হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না, বনগমনের সমস্ত আয়োজন কর।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে লক্ষ্মণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি গৃহে অবস্থান করিয়া, পিতামাতার শুশ্রূষায় কালযাপন কর। আমি পিতৃ আজ্ঞানুসারে অদ্য জানকীর সহিত অরণ্যে গমন করিব। চতুর্দ্দশ বৎসরের পর, তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। সুশীল লক্ষ্মণ শুনিয়া, সজলনয়নে কহিলেন, আর্য্য! এ দাস আপনার চিরানুগত ও একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আপনিই কেবল এ দাসের একমাত্র প্রভু। প্রভুর সুখে সেবকের সুখ, প্রভুর দুঃখে সেবকের দুঃখ। যদি আপনি অরণ্যবাসী হইলেন, তবে আর লক্ষ্মণের ক্লেশময় রাজভবনে থাকিয়া সুখ কি?

অরণ্যে আপনি আর্য্যা জনকতনয়ার সহবাসে কালযাপন করিবেন, আর এ চিরসেবক ফলমূলাদি আহরণ করিয়া, বিশ্বস্ত কিঙ্করের ন্যায় দিবারাত্র আপনাদের পরিচর্য্যায় তৎপর থাকিবে। অতএব এ দাসকে সঙ্গে লইতে কখন অমত করিবেন না। রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি আমার প্রাণের ভাই, এবং বিপদে একমাত্র সহায় ও সম্পদে অদ্বিতীয় মিত্র। তোমায় আমায় অভেদাত্মা। তুমি আমার নিকটে থাকিলে আমি অরণ্যবাসনিবন্ধন কোন কষ্টই অনুভব করিতে পারিব না সত্য বটে; কিন্তু তোমাকে আমার দুঃখের অংশভাগী করিতে কোন মতে ইচ্ছা হয় না। আমার অদৃষ্টে যদি দুঃখ থাকে, তবে আমি স্বয়ংই তাহা ভোগ করিব। নিরর্থক তোমার সে কষ্ট সহ্য করিবার প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ! আমি সকল ক্লেশ সহ্য করিতে পারিব, কিন্তু বনবিহারী কিরাতের ন্যায় তোমার উত্তাপক্লিষ্ট মুখকমল মলিন দেখিয়া, কখনই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিব না। অতএব ক্ষান্ত হও; গৃহে থাকিয়া গুরুজনগণের পরিচর্য্যা কর। আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

এইরূপে রাম, প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অনন্তর তিনি অনুজকে অনুগমনে কৃতসংকল্প দেখিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! যদি নিতান্তই আমার সহচর হইতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে চল, একবার জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আসি। এই বলিয়া রাম, লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া মাতৃভবনে গমন করিলেন। কৌশল্যা দেখিবামাত্র আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া, সস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক প্রণত পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, বৎস! অদ্য সত্যপরায়ণ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে রঘুকুলদেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করি; তুমি অব্যাহতরূপে সেই চিরপ্রসিদ্ধ রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করিয়া পরমসুখে সকলকে প্রতিপালন কর। অল্পকালের মধ্যে তোমার কীর্ত্তি যেন দিগ্দিগন্তব্যাপিনী হয়।

রাম কহিলেন, মাতঃ! এদিকে কি হইয়াছে, তাহা কি আপনি জানিতে পারেন নাই? মহারাজ পূর্ব্বে বিমাতা কৈকেয়ীকে দুইটী বরদান করিয়াছিলেন; অধুনা তিনি মহারাজের নিকট এক বরে, আমার বনবাস ও অপর বরে, স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে, পরম সত্যবাদী সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা, আমাকে জটাধারণ ও বল্কলপরিধান করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন। অতএব অদ্য আমি পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে গমন করিব। এক্ষণে আপনি অনুমতি প্রদান করুন। কৌশল্যা শুনিবামাত্র, হা হতোস্মি, বলিয়া বাতাভিহতা কদলীর ন্যায়, ভূতলশায়িনী হইয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন।

রাম বহুযত্নে ও বহুকষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন। কৌশল্যা সংজ্ঞালাভ করিয়া, শূন্যনয়নে বারংবার রামের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুবিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, আকুলবচনে কাতরস্বরে কহিলেন, রাম! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম! তুমি এমন কথা কেন আমাকে শুনাইলে? ইহা অপেক্ষা যে মৃত্যু আমার সহস্রগুণে শ্রেয়ঃস্কর ছিল। কোথায় তুমি রাজা হইবে, না এখন তোমাকে বনে গমন করিতে হইল! হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! হা ধর্ম্ম! কালে তুমিও কি অন্ধ হইলে? হা মহারাজ! এতকালের পর শেষে কি এই করিলে? এ অভাগীর জীবনধন আপনার কি অপরাধ করিল? হা কালসাপিনি! তুই কি দোষে এ চিরদুঃখিনীর সন্তানকে দংশন করিলি? তোর মনে কি বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না? হা মৃত্যু! তুমি এখনও কোথায় রহিয়াছ? চিরদুঃখিনী বলিয়া কি আমার দেহ স্পর্শ করিবে না? হা বজ্র! তুমি এত পর্ব্বত বিদারণ করিয়া থাক; কালে কি, তোমারও প্রতাপ খর্ব্ব হইল? নতুবা এখনও আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? বিশ্বম্ভরে! তুমি দ্বিখণ্ড হও; আমি তোমার গহ্বরে প্রবেশ করি।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, কৌশল্যা রোদন করিতে করিতে রামকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলেন, বৎস! এজগতে তুমি বই মা বলিয়া সম্বোধন করে, এ অভাগিনীর এমন আর কেহই নাই। তুমি আমার অনেক দুঃখের ধন। আমি কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং তোমার জন্য কত মনস্তাপ, কত ক্লেশ, কত দুঃখ ও কত যন্ত্রণা পাইয়াছি, তাহা বলিবার নহে। তথাপি আমি দ্বিরুক্তি করি নাই, কেবল তোমার মুখপানে চাহিয়া সে সব সহ্য করিয়াছি। হৃদয়নন্দন! তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। আমি এক মুহূর্ত্তও তোমার চন্দ্রানন দেখিতে না পাইলে, দশদিক অন্ধকারময় দেখিয়া থাকি; কেমন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর তোমার বিরহে প্রাণধারণ করিব? মহারাজ আজ্ঞা করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু আমি তোমাকে কখন বনে যাইতে দিব না। তুমি বনে গমন করিলে এ অভাগিনীর দশা কি হইবে? কে আমাকে মা বলিয়া সম্ভাষণ করিবে? অতএব আমার কথা রক্ষা কর, তুমি বনে গমন করিও না।

রাম মাতৃবিলাপবাক্য শ্রবণে, যার পর নাই, শোকাকুল হইলেন বটে, কিন্তু পাছে জননী জানিতে পারিলে আরও অধীর হন, এই ভয়ে অতিকষ্টে স্বীয়ভাব গোপনপূর্ব্বক, সান্ত্বনাবাক্যে জননীকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া কহিলেন, মাতঃ! পুত্রের প্রতি পিতার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে। যখন পিতা আমাকে বনে যাইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, তখন সে আজ্ঞা প্রতিরোধে আমার ক্ষমতা নাই। এজগতে সত্যই সনাতন ধর্ম্ম। পিতা কৈকেয়ী জননীর নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন; যদি পুত্র হইয়া সেই পিতৃসত্য প্রতিপালন না করিলাম, তবে আমার ন্যায় অধার্ম্মিক ও কুপুত্র আর কে আছে? অতএব জননি! আমি পিতৃআজ্ঞা উলঙ্ঘন করিতে পারিব না। আপনি গৃহে থাকিয়া পিতার পাদপদ্ম সেবা করিবেন; ভরতকে আমার ন্যায় স্নেহ করিবেন; এবং মধ্যমা জননীকে সহোদরা ভগিনীর ন্যায় সস্নেহনয়নে দেখিবেন। কাহারও প্রতি বিরুদ্ধভাব প্রকাশ করিবেন না।

এবিষয়ে কাহারও দোষ নাই। সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। বিধাতা আমার ললাটে যদি দুঃখ লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা খণ্ডন করিতে কাহারও শক্তি নাই। আমি পিতৃসত্যপালন করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসরের পর, পুনরায় আপনার চরণ দর্শন করিব। আমার দিব্য, আপনি আর শোকাকুল হইবেন না। এক্ষণে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, প্রসন্নমনে আমাকে বনগমনে সম্মতি প্রদান করুন।

কৌশল্যা শুনিয়া, বাষ্পাকুললোচনে করুণবচনে কহিলেন, রাম! আমি মনে মনে কত আশাই করিয়াছিলাম যে, তুমি বড় হইলে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে, আমি সুখী হইব; কিন্তু বিধাতা যে, এ অভাগিনীর ললাটে এত দুঃখ লিখিয়াছেন, তাহা কখন স্বপ্নেও জানি না। যাহাদের সন্তান না হইয়াছে তাহারা আমার অপেক্ষা শতগুণে ভাগ্যবতী। পুত্রবতী হইয়া কে কোথায় আমার ন্যায় অভাগিনী হইয়াছে? হা বৎস! হা কাঙ্গালিনীর জীবনধন! তুমি রাজপুত্র হইয়া কিরূপে সেই জনশূন্য ভীষণ বনে পাদচারে ভ্রমণ করিবে? ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলে কাহার নিকট হইতেই বা খাদ্য ও পানীয় প্রার্থনা করিবে? কে তোমাদের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে? হা সতি সীতে! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? বৎস! যদি একান্তই মহারাজের আজ্ঞা অবহেলন না কর, যদি একান্তই তোমার চিরদুঃখিনী জননীকে শোকসাগরে পরিক্ষিপ্ত কর; তবে একবার ঐ চাঁদমুখে মা বলিয়া ডাক, শুনিয়া আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হউক। অনেক দিন আর তোমার ঐ চাঁদমুখের মধুমাখা কথা শুনিতে পাইব না। এই বলিতে বলিতে অন্তর্ব্বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তখন আর কিছু বলিতে না পারিয়া, শিরে করাঘাতপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, রাম অতিকষ্টে মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সুমিত্রাজননীকে অভিবাদনপূর্ব্বক, জনকভবনে গমন করিলেন, এবং দারুণশোকবিহ্বল পিতার পাদপদ্মবন্দনা করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে পুরদ্বারে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন। আহা! তৎকালে তাঁহাদের সে ভাব দর্শন করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যিনি আজি রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজশব্দে আহূত হইবেন, তিনি কি না এখন অনুজের সহিত অনাথের ন্যায় বনগমন করিতেছেন। যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা, রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধু এবং রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের ভার্য্যা; যিনি ভূতলে কখন পাদবিক্ষেপ করেন নাই, খেচর বিহঙ্গমগণও যাঁহাকে কখন দেখিতে পায় নাই,সেই অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা কামিনী এক্ষণে রাজভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া, বনচরবধূর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিবার নিমিত্ত, পতির সহচারিণী হইতেছেন। ইহা দেখিয়া, পুরবাসিগণ শোকে অতিমাত্র বিহ্বল হইয়া, হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। কেহ যে কাহাকে সান্ত্বনা করিবে, এমন লোক প্রায়ই রহিল না।

রাম পুরদ্বারে উপস্থিত হইলে, সুমন্ত্র তথায় আসিয়া সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, যুবরাজ।যদি একান্তই আমাদিগকে অনাথ করিয়া বনে গমন করেন, তবে আমাদের এক প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রাণ থাকিতে, এ দগ্ধচক্ষে বধূসমভিব্যাহারে আপনাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিতে পারিব না। বিশেষতঃ মহারাজ আজ্ঞা করিতেছেন। অতএব আমি রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, রথে আরোহণ করুন; অন্ততঃ ভাগীরথীর তীর পর্য্যন্ত আপনাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিই। রাম সম্মত হইয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথে আরোহণ করিলেন। রথ কিয়দ্দূর গমন করিলে, রাম আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করিতেছেন শুনিয়া, নগরবাসী তাবৎ লোকই দুস্তর শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কেহ রথচক্র ধারণ করিয়া, কেহ বা রথসমীপে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া, রথের গতিরোধপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, আমাদের মহারাজ অরণ্যে যাইতেছেন, আমরা আর কি সুখে এ গৃহে থাকিব। রাজা যেখানে বাস

করিবেন, সেই, রাজ্য। অতএব আমাদের এ রাজবিরহিত রাজ্যে থাকিবার প্রয়োজন কি ?

রাম শুনিয়া, রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সকলকে বিবিধ সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইয়া কহিলেন, তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেছ, প্রাণাধিক ভরত রাজা হইলে, তাহার প্রতি তদ্রূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও। ভরত অতি ধীর, শান্তস্বভাব, বুদ্ধিমান ও রাজনীতিকুশল। ভরত রাজা হইলে তোমাদের কোন প্রকার অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে তোমরা আমার অনুরোধবাক্য রক্ষা করিয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন কর। তোমাদের কাতরতা দেখিয়া আমার মনে সাতিশয় ক্লেশ হইতেছে। অতএব নিরস্ত হও, আর অনর্থক আমাদের সহিত আসিও না।

রামের কথা শুনিয়া, সকলে হতবুদ্ধির ন্যায় শুষ্কমুখে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল, এবং অগত্যা নিরস্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। ফলতঃ রামের অরণ্যগমনে, যে ব্যক্তি বিষমশোকভরে অভিভূত হয় নাই, এমন লোক প্রায়ই ছিল না। অধিক কি, তৎকালে জড়বুদ্ধি পালিত পশুপক্ষ্যাদিও রামশোকে কাতর হইয়া অবিরলধারায় নেত্রবারি পরিত্যাগ করিয়াছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাম রথে আরোহ করিয়া, সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! এখানে আর অধিককাল থাকা হইবে না; শীঘ্র শীঘ্র রথ চালাও। সকল লোককে যেরূপ কাতর দেখিতেছি, তাহাতে আর বিলম্ব করিলে আমাদের বনগমন করা অতিশয় কষ্টকর হইবে। সুমন্ত্র, আদেশপ্রাপ্তিমাত্র অশ্বরজ্জু শিথিল করিলেন। অশ্বগণ বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। অনতিবিলম্বে তাঁহারা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া জনপদে উপনীত হইলেন। জনপদের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়াও, রামের চিত্তে বিন্দুমাত্র সুখসঞ্চার হইল না; বরং নানা বিষয়ের ভাবনা আসিয়া উদিত হইতে লাগিল। তিনি কখন মনে করিলেন, আমরা যখন আসি, তৎকালে পিতা মাতাকে যেরূপ কাতরভাবাপন্ন ও শোকাকুল দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাঁহারা যে কি করিতেছেন, কিছুই বলা যায় না। আমি আসিবার কালে কত বুঝাইলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাদের চিত্ত শান্তভাব অবলম্বন করে নাই; না জানি কি সর্ব্বনাশ বা ঘটিয়াছে। আবার মনে করিলেন, হয়ত, সকলে কৈকেয়ী জননীকে নিন্দাবাদে কত তিরস্কার করিতেছে। আহা! তিনি কি করিবেন, তাঁহার দোষ কি? যদি বিধাতা আমার ভাগ্যে দুঃখভার লিখিয়া থাকেন, তাহা খণ্ডন করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। আবার ভাবিলেন প্রজাবর্গই বা কি করিল। আকার ইঙ্গিত দেখিয়া তাহাদিগকে যার পর নাই, আকুল ও অসুখী বোধ হইয়াছে। এক্ষণে তাহারাই বা কি প্রমাদ ঘটাইল। এইরূপ মনোমধ্যে নানা চিন্তার উদয় হওয়াতে, রাম একান্ত বিকলচিত্ত হইলেন; কিন্তু সীতা ও লক্ষ্মণ জানিতে পারিলে পাছে ব্যাকুল

হন, এই আশঙ্কায় তিনি স্বীয় ভাব গোপন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সারথে! সায়ংকাল উপস্থিত। অতএব অদ্য এই স্থানে অবস্থান করিয়া নিশা যাপন করা যাউক।

তদনুসারে, সুমন্ত্র তমসানদীকূলে অশ্বরজ্জু সংযত করিয়া, রথবেগসংবরণ করিলেন। সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তমসানদীর সলিলে সায়ংসময়োচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন। সুমন্ত্র অশ্বগণকে আর্দ্রপৃষ্ঠ করাইলে, উহারা যদৃচ্ছাক্রমে তীরপ্ররূঢ় নবীন শষ্পদল ভক্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাম ও জানকী তাহাতে শয়ন করিলেন। জানকী পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল; কিন্তু রাম নানাবিষয়ণী চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অতিকষ্টে নিশাযাপন করিলেন।

প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। জানকী পথের উভয় পার্শ্বে হরিতশাদ্বলপূর্ণ পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া, মনে মনে বিপুল হর্ষলাভ করিতে লাগিলেন। রাম তাহা দেখিয়া সাতিশয় আনন্দ-প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! গৃহে থাকিয়া এরূপ আনন্দ কিছুতেই লাভ হয় না। আমি বিবেচনা করি, বনবাস কখনই আমাদের পক্ষে অসুখকর হইবে না; প্রত্যুত, অনির্ব্বচনীয় সুখজনক হইবে। এইরূপ বলিতে বলিতে, তাঁহারা নানা দেশ, নানা জনপদ, নানা নদী অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন। সুমন্ত্র রথবেগসংবরণ করিলে সকলে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাপস-তরুতলে বিশ্রাম করিতেছেন, ইত্যবসরে নিষাদপতি গুহক, রামচন্দ্রের শুভাগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং একে একে সকলকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর রামচন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয়বচনে নিবেদন করিলেন, যুবরাজ! আপনার চিরানুগত একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য উপস্থিত হইয়াছে,

কি আজ্ঞা হয়? যদি অনুমতি করেন, তবে এ দাস প্রভুর যথোচিত সেবা করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে।

রাম, কিরাতরাজের এবম্ভূত অভাবিত শিষ্টাচার দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, সুহৃৎসম্ভাষণে তাঁহাকে কহিলেন, মিত্র! তোমার বিশিষ্ট বিনয়, সুশীলতা ও সরলতাগুণে সবিশেষ পরিতোষ প্রাপ্ত হইলাম। আমাদের নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হইবে না। আমরা বনবাসে আদিষ্ট হইয়াছি, রাজভোগ একবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। অধুনা আমাদিগকে তপস্বিসেবিত বনে বাস করিয়া, বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। এই বলিয়া রাম অন্যান্য সকলের সহিত, পরমসমাদরে গুহক আনীত ফলমূলাদি ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর, গুহকের সহিত অরণ্য-বৃত্তান্ত-সম্বন্ধীয় নানা কথাপ্রসঙ্গে, সে দিন তথায় অতিবাহন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভাগীরথীর নির্ম্মলপাবনসলিলে অবগাহন করিয়া, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলেন। তদনন্তর উদ্দেশে মাতাপিতার চরণে অভিবাদন করিয়া, সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! আমরা ভাগীরথীতীরে সমাগত হইয়াছি। অতএব তুমি এই স্থান হইতে রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। আমরা এইখানে জটাধারণ ও বল্কল পরিধান করিয়া, ভাগীরথীর পরপারে গমন করিব। তুমি পিতার পরমহিতৈষী ও একান্ত শুভা-কাঙ্ক্ষী। পিতৃদেব আমাদের নিমিত্ত, যার পর নাই, কাতর ও শোকাকুল হইয়াছেন। যাহাতে ত্বরায় তাঁহার শোকাপনোদন হয়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিবে। আর পিতৃচরণে ও মাতৃচরণে আমার অভিবাদন জানাইয়া কহিবে, তাঁহারা আমাদের জন্য কোনমতে ভাবিত না হন। আমরা যেখানে থাকি, তাঁহাদের চরণপ্রসাদে নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিব, সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া যাইবে। অতএব আমরা কিছুকালের পরেই, পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া, তাঁহাদের শ্রীচরণ দর্শন করিব। তুমি যত শীঘ্র পার,

প্রাণাধিক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনাইয়া, পরম সমাদরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবে। যাহাতে সত্বর রাজ্যমধ্যে সুশৃঙ্খলাসংস্থাপন হয়, তদ্বিষয়ে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তও উদাসীন থাকিও না। ভরতকে আমার সস্নেহসম্ভাষণ অবগত করাইয়া কহিবে, তিনি যেন নিয়ত পিতৃসেবায় ও মাতৃবর্গের শুশ্রূষায় যত্নবান্ থাকেন। মধ্যমা জননীর চরণে আমার এই সবিনয় প্রার্থনা নিবেদন করিও যে, আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি; এবিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই। অতএব আমার প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ ও বাৎসল্যভাব আছে, কদাপি যেন উহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না ঘটে। মধ্যমা জননী যখন যে অভিলাষ করিবেন, তাহা যেন অবিলম্বে সম্পাদিত হয়। দেখিও, তন্নিবন্ধন তিনি যেন কখন ক্ষোভ প্রকাশ না করেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুরুজনের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত নিবেদন করিয়া এই কহিবে, যাহাতে অচিরে মহারাজের শোক-নিবৃত্তি হয়, যেন সকলে ত্বরায় তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করেন। পৌরবর্গকে আমার যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া কহিবে, যেন সকলে শোকসংবরণপূর্ব্বক অচিরে সুস্থচিত্ত হন এবং প্রাণাধিক ভরতকে রাজা করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করেন।

রাম এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে, সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে কহিলেন, আয়ুষ্মন্! আমি কেমন করিয়া শূন্যরথ লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইব? তাহ হইলে লোকে আমাকে কি বলিবে? মহারাজের কাছেই বা কি প্রকারে আমি এ দগ্ধমুখ দেখাইব? তোমার দুঃখিনী জননী যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার রামকে কোথায় রাখিয়া আসিলে, তখনই বা আমি তাঁহাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিব? পৌরজন জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদিগকে বা কি কহিব? হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল বলিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুমন্ত্র রথ লইয়া অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলে, রাম চণ্ডালরাজকে ডাকিয়া কহিলেন, সখে! বৃক্ষনির্যাস ও বল্কল আনিয়া দাও; আমরা এই স্থানে জটাবন্ধন ও বল্কল পরিধান করিয়া, ঋষিবেশ ধারণ করিব। তদনুসারে গুহক বৃক্ষনির্যাস ও বল্কল আনয়ন করিলে, রাম ও লক্ষ্মণ বৃক্ষনির্যাসদ্বারা জটা রচনা করিয়া, এক বল্কলখণ্ডে পরিধেয় ও অপর বল্কলখণ্ডে উত্তরীয় বস্ত্র করিলেন। সীতাও পট্টবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, বল্কলান্তর গ্রহণপূর্ব্বক তপস্বিনীর বেশ অবলম্বন করিলেন। আহা! সেইভাবে জানকীকে কি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন এরূপ অপূর্ব্বশ্রী কখন কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। বস্তুতঃ স্বভাবসুন্দর বস্তু যে ভাব অবলম্বন করুক না কেন, সকল অবস্থাতেই রমণীয় ও অনির্ব্বচনীয় প্রীতিপ্রদ হয়।

তদনন্তর সকলে তরণীতে আরোহণ করিয়া, ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! নিষাদপতির প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি, এখান হইতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম অধিক দূর নহে; অদ্য আমরা সেই স্থানেই গমন করিব। অনন্তর রাম অগ্রে, জানকী মধ্যে ও লক্ষ্মণ সর্ব্বপশ্চাতে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, তাঁহারা তিন জনে দক্ষিণাভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। আহা! সে সময়ের কি আশ্চর্য্য ভাব। বোধ হইল, যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্মের ভয়ে ভীত হইয়া, কোশলরাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক, নির্জ্জনকাননে প্রবেশ করিতেছেন; আর স্বয়ং রাজলক্ষ্মী তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং মূর্ত্তিমান রঘুকুলযশোরাশি, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। জানকী ঔৎসুক্যবশতঃ কিয়ৎপদ সবেগে গমন করিয়া বন্ধুর ভূভাগে পুনঃ পুনঃ কুসুম কোমল পদস্খলিত হওয়াতে, ম্লানবদনে রামকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আর কতদূর গেলে মহর্ষির তপোবন দৃষ্ট হইবে? রাম, প্রিয়ার কাতরতা শ্রবণে অতিমাত্র বিষাদিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়!

সামান্য পথপর্য্যটনে যাঁহার এরূপ কষ্টবোধ হইতেছে, না জানি তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর কেমন করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিবেন। এই ভাবিয়া রাম অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সীতার জন্য যে রামের নিরন্তর নেত্রবারি বিগলিত হইবে, এই তাহার প্রথমাবতার হইল।

অনন্তর রাম জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার মন্থরগতি দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত ও কাতর হইয়াছ। বিশেষতঃ, আতপতাপে তোমার মুখকমল মলিন ও সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, সম্মুখবর্ত্তী অশোক তরুবর, কম্পমান-শাখাবাহু-প্রসারণ দ্বারা, বিশ্রামার্থ তোমাকে আহ্বান করিতেছে। অতএব চল, ঐ স্থানে গমন করা যাউক। তদনুসারে, সকলে সেই তরুবরের সুশীতল ছায়ায় কিয়ৎকাল শ্রান্তিদূর করিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ভরদ্বাজের তপোবনে উপস্থিত হইলেন, এবং সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্ব স্ব নামোচ্চারণপূর্ব্বক, তদীয় চরণারবিন্দে অভিবাদন করিলেন। মহর্ষি "সত্যব্রতপালন করিয়া ভূভার-হরণ কর" এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া, মধুরসম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস রামচন্দ্র! তোমাদের এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বেই, আমি সবিশেষ সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। ভাবিতেছিলাম, তোমরা কতক্ষণে তপোবন অলঙ্কৃত করিবে। অধুনা তোমাদের শুভাগমনে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি, বলিতে পারি না। বৎস! তুমি পিতৃসত্যপালনার্থ, হস্তগতরাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য-বাসে আদিষ্ট হইয়াছ। অতএব যে পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল আমাদিগের আশ্রমে অবস্থান কর। তপোবন অতি রমণীয় স্থান। এখানে থাকিলে, তোমরা বনবাসনিবন্ধন কোন কষ্টই অনুভব করিতে পারিবে না। পরে জানকীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তোমার গুণের সীমা নাই। তুমি যে পতিসহচারিণী হইয়াছ, ইহাতে তোমার পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে কিছুকাল আমাদের তপোবনে, পতিসহবাসে মনের

সুখে কালযাপন কর। এইমাত্র কহিয়া, মহর্ষি সন্নিহিত শিষ্যের প্রতি তাঁহাদের আতিথ্যসৎকারের ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং সায়ন্তনহোমবিধি ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনার্থ, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সায়ংসময় অতীত হইলে, রাম যথোচিত বিশ্রামসুখলাভ করিয়া, মহর্ষিসকাশে সমুপস্থিত হইলেন, এবং সমীপস্থিত বেত্রাসনে উপবেশন করিয়া, বিনয়মধুরবচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! রাজধানী তপোবন হইতে অধিক দূর নহে। যদি আমরা এস্থানে অবস্থান করি, তাহা হইলে ভরত প্রভৃতি সংবাদ পাইয়া, নিশ্চয়ই এখানে আসিয়া প্রমাদ ঘটাইবে। অতএব এরূপ একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া-দিউন, যেখানে অবস্থান করিলে, কেহই সহজে আমাদিগের অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে না পারে। তাহা হইলে আমরা নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতে পারিব। মহর্ষি কহিলেন, বৎস! যদি একান্তই এখানে থাকিতে অভিলাষ না হয়, তবে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় বাসস্থান মনোনীত কর। চিত্রকূট অতি রমণীয় স্থান। দেখিলেই বোধ হইবে, উহা যেন ত্রিভুবনসৌন্দর্য্যের একাধার। সেখানে কিছুকাল বাস করিলেই, অচিরে তোমাদের চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইবে, এবং অন্তরে অভূতপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হইতে থাকিবে। অধিক কি, তোমাদের আর রাজধানীতে প্রতিগমন করিতে কখনই ইচ্ছা হইবে না। তোমরা প্রাতঃকালে, অতি সাবধানে যমুনা পার হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, পরমপবিত্র অতি বৃহৎ এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। উহার নাম শ্যামবট। ঐ বৃক্ষটী পথশ্রান্ত পথিকজনের বিশ্রামনিকেতনস্বরূপ। মুনিগণ আতপতাপিত হইলে, ঐ শ্যামবটের শাখাতলে বসিয়া নিরন্তর বিশ্রামসুখ লাভ করিয়া থাকেন। তথা হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণাভিমুখে যাইলে, পরিশেষে চিত্রকূটের সমীপস্থ একটী স্বভাবসুন্দর উন্নতভূভাগ নয়নগোচর হইবে। ঐ প্রদেশটী অতীব মনোরম বলিয়া, তপোনিষ্ঠ তপস্বিসম্প্রদায়, তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন।

পরদিন প্রাতঃকালে, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকী মহর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, জাহ্নবীযমুনা-সঙ্গম-সম্ভূত মহাতীর্থে অবগাহনপূর্ব্বক, উড়ুপারোহণে কালিন্দীর পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন; এবং মহর্ষিপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া, কিয়দ্দূর গমন করিলে, শ্যামবট প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উহা পশ্চাতে রাখিয়া, চিত্রকূটাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেইকালে কঙ্করকণ্টকাকীর্ণ দুর্গমপথ-পর্য্যটনে জনকরাজতনয়ার সুকোমল চরণতল ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে, রক্তচন্দনধারার ন্যায়, বিন্দু বিন্দু রুধিরধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তথাপি তিনি সে অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া, চক্ষের জল বল্কলাঞ্চলে মার্জ্জন করিতে করিতে পতির অনুগমন করিলেন। কিন্তু ক্ষতযন্ত্রণা ক্রমশঃ অসহ্য হওয়াতে, জানকী অগ্রগামী পতিকে কাতরস্বরে কহিলেন, নাথ! ধীরে ধীরে চলুন; আমি দ্রুতগমনে ক্রমেই অক্ষম হইতেছি। রাম শুনিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! অদ্য এইস্থানে বিশ্রাম করা যাউক। চিত্রকূট এখান হইতে অধিক দূর নহে; কল্য তথায় গমন করা যাইবে।

তদনুসারে, লক্ষ্মণ কিঞ্চিৎ ফলমূলাদি ও পানীয় আনয়ন করিলে, তদ্দ্বারা তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি করিলেন। ক্রমে পথশ্রমে কাতরতাপ্রযুক্ত জানকীর ঘোরনিদ্রার আবির্ভাব হইল। তখন তিনি রামবাহুর উপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া পরমসুখে শয়ন করিলেন। বোধ হইল যেন সৌদামিনী নবীন জলধরের সহিত অম্বরতল পরিত্যাগ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন।

ক্রমে সায়ংসময় উপস্থিত হইল। ভগবান্ মরীচিমালী যেন জানকীর দুঃখ দেখিতে না পারিয়াই, অস্তগিরিশিখরে অধিরোহণ করিলেন। বিভাবরী তমোময় আবরণে দশদিক আচ্ছন্ন করিল। সুধাকর যেন সীতাদুঃখে দুঃখিত হইয়াই, সুধাবর্ষণচ্ছলে অশ্রুবিন্দু ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তখন রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই! অদ্য আমরা এই মনুষ্যসমাগমশূন্য শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ স্থানে অবস্থান করিতেছি, অতএব সতর্কতাপূর্ব্বক রাত্রিযাপন করিতে হইবে। লক্ষ্মণ অনুজ-

ধর্ম্মরক্ষণে একান্ত যত্নশীল, সুতরাং নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, সশস্ত্র সমস্ত যামিনী জাগরিত রহিলেন।

পরদিন, তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত হইলেন। চিত্রকূটবাসী তপস্বিগণ, তাঁহাদের শান্ত ও বীররসমিশ্রিত মনোহরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, সবিস্ময়ে পরস্পর কহিতে লাগিলেন, ইহাঁরা কে, কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? দেখিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, ইহাঁরা ভিক্ষাজীবী, কিন্তু তাহা হইলে এরূপ অনুপম-রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না কামিনী কেন সঙ্গে আসিবে? ভিক্ষুকের দারপরিগ্রহ একান্ত অসম্ভব। তবে বুঝি বিবেকী; নতুবা এখানে আসিবার কারণ কি? কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়বাসনা-বর্জ্জিত, তাঁহার হস্তে বীরচিহ্ন কার্ম্মুক কেন? অনুমান হয় কোন রাজর্ষির পুত্র, কিন্তু তাহাই বা কি প্রকারে বিচারসঙ্গত হয়? রাজপুত্র কোথায় জটাভার বহন করিয়া থাকে? তবে অরণ্যচারী ব্যাধ। কিন্তু ব্যাধ অতি নীচ জাতি, নীচবংশে এরূপ অমানুষ সৌন্দর্য্য কখনই সম্ভবে না। তবে নিশ্চয়ই ইহাঁরা দেবতা; নতুবা মনুষ্যলোকে এরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত রূপরাশির সমাবেশ কখনই দৃষ্ট হয় না। এইরূপে সকলে নানা তর্কবিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে রাম সমীপস্থ হইয়া, তাঁহাদের চরণবন্দনা করিলেন, এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, সকলের সংশয় অপনোদন করিয়া দিলেন।

ক্রমে মুনিগণের সহিত রাম ও লক্ষ্মণের বিশিষ্টরূপ আলাপ হইতে লাগিল। জানকীরও সমবয়স্কা ঋষিতনয়াদিগের সহিত সখীবৎ সৌহার্দ্দভাব জন্মিল। অনন্তর তাঁহারা সেই স্থানে কুটীরদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আহা! সময়ে কি না হয়। যাঁহারা সুরম্যহর্ম্ম্যস্থিত মণিময় পর্য্যঙ্কে কুসুমসুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া দিনযামিনী যাপন করিতেন, যাঁহারা নিরন্তর নানারসমিশ্রিত উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ ও মহামূল্য বিচিত্র বসন পরিধান করিতেন; শত শত দাস দাসী যাঁহাদের সেবায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিত; অধুনা তাঁহাদের, পর্ণকুটীরে খরাসনে

শয়ন, ফলমূলাদি ভক্ষণ, নির্ঝরবারিপান, ইত্যাদি বন্যবৃত্তিতে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এদিকে বৃদ্ধ রাজা দশরথ, রামবিরহে একান্ত কাতর ও যারপর নাই শোকাভিভূত হইয়া, আহার বিহার নিদ্রা প্রভৃতি তাবৎ ব্যাপার পরিত্যাগ করিলেন; এবং অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া, অহোরাত্র কেবল হা রাম! এই করুণশব্দে বিলাপ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বিসহ পুত্রশোকদহনে নিরন্তর অন্তর্দাহ হওয়াতে, তাঁহার শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া, কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হইল। তিনি একান্ত রামগতপ্রাণ। সুতরাং রামবিরহে দুর্ব্বহ দেহভারবহনক্লেশ অসহ্য হওয়াতে, দিনযামিনী ধরালুণ্ঠিত হইয়া, কখন আত্মভর্ৎসন, কখন রামগুণকীর্ত্তন, কখন বা কৌশল্যাকে অনুনয়, কখন কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; এবং কেবল সুমন্ত্রের আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন।

চতুর্থ দিবসে সুমন্ত্র শূন্যরথ লইয়া, আর্ত্তস্বরপূর্ণ অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন; এবং দশরথের সন্নিধানে গমন করিয়া সাশ্রুনয়নে কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! এ হতভাগ্য রামচন্দ্রকে অরণ্যে রাখিয়া আসিল। দশরথ শ্রবণমাত্র, হা রাম! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সুমন্ত্র অতি যত্নে তাঁহার চৈতন্যসম্পাদন করিলে, রাজা গলদশ্রুলোচনে আকুলবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার বৎসকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? বৎস আমায় কি বলিয়া দিয়াছেন? সুমন্ত্র আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যুবরাজ রামচন্দ্র, মহারাজের চরণে প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিয়াছেন, পিতা যেন আমাদের নিমিত্ত কিছুমাত্র শোক বা দুঃখ প্রকাশ না করেন। আমরা তাঁহার চরণপ্রসাদে অরণ্যে পরমসুখে কালযাপন করিব। আমাদের জন্য কোন চিন্তা নাই।

দশরথ শ্রবণমাত্র, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে কহিলেন, সুমন্ত্র! বিরত হও, আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। আমার হৃদয় অনুতাপানলে

ভস্মীভূত হইল। হা বৎস রামচন্দ্র! হা বৎস লক্ষ্মণ! হা বৎসে সীতে! তোমরা এখন কোথায় রহিয়াছ? কণ্টককঙ্করাকীর্ণ দুর্গম বনে কেমন করিয়া ভ্রমণ করিতেছ? আতপতাপে মুখচন্দ্র মলিন হইলে, স্নেহনয়নে কে তোমাদের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতেছে? পিপাসিত হইলে কে তোমাদিগকে জলদান করিতেছে? ক্ষুধার উদ্রেক হইলে কে তোমাদিগকে আহার করাইতেছে। হা বৎস রামচন্দ্র! একবার আসিয়া এ পাপিষ্ঠের, এ নরাধমের অঙ্কভূষণ হও। মধুরস্বরে একবার এ নির্দ্দয়কে, এ নিষ্ঠুরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর। শুনিয়া আমি এ জন্মের মত বিদায় লই। হা পিতৃবৎসল! পিতাকে সত্যধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিয়া, ভাল পিতৃভক্তি প্রদর্শন করিলে! পিতৃধর্ম্ম যে কি প্রকারে পালন করিতে হয়, তাহার নূতন পথ উদ্ভাবিত করিয়া, জগতের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত হইলে। আমি ইহজন্মে আপন দুষ্কৃতির ফলভোগ করিতেছি। কিন্তু আর এ দুঃসহ যাতনা সহ্য হয় না। এক্ষণে কালের শরণাপন্ন হইয়া সকল শোক, সকল দুঃখ, কসল সন্তাপ বিসর্জ্জন করিব। প্রিয়দর্শন! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত; এ সময়ে তোমার চন্দ্রানন একবার দেখিতে পাইলাম না, অন্তঃকরণে বড়ই আক্ষেপ রহিল। এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে, তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিকল, মুখশ্রী মলিন, এবং নয়নযুগল দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। প্রাণবায়ু প্রবল নিশ্বাসবায়ুর সহিত দেহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। দশরথ হত-চেতন হইয়া, মানবলীলাসংবরণ করিলেন।

রাজার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে, সকলে হাহাকার করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, মহারাজ এ চিরদুঃখি-নীকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন; এ অভাগিনীর আর যে কেহই নাই, প্রিয়পুত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন; জীবনস্বামীও কি পরিত্যাগ করিলেন; এইরূপ বিলাপ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। সুমিত্রা দুর্ব্বিসহ শোকভরে অভিভূত হইয়া, হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল, বলিয়া মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। পৌরজন আর্ত্তনাদ করিতে করিতে,

কেহ মহারাজ, কেহ পিতঃ, কেহ প্রভো ইত্যাদি সম্বোধনে দশরথের শরীরোপরি অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া, তদীয় অঙ্গের ধূলি ধৌত করিতে লাগিল। স্বল্পকাল-মধ্যেই রাজভবন নিরবচ্ছিন্ন হাহাকাররবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্রমে অষ্টাহ গত হইলে, ভরত মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া দেখিলেন, রাজপুরীর আর সে অবস্থা নাই। রাজসভা শূন্য, পৌরজন বিষাদমগ্ন, সকল স্থানই হাহাকারপূর্ণ। তদ্দর্শনে হৃদয়ে শঙ্কা উপস্থিত হওয়াতে, ভরত ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে পিতৃভবনে গমন করিলেন; দেখিলেন, তথায় পিতা নাই; পিতার সেই শয্যা, সেই রত্নসিংহাসন,সেই সকল বিলাসের বস্তু, হীনপ্রভ ও বিগতশ্রী হইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র ভরতের মনে একপ্রকার অভাবিত ভাবের উদয় হইল। তিনি আরো অধিক ব্যাকুল হইয়া, মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন। কৈকেয়ী আহ্লাদভরে প্রণত পুত্রের মুখচুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, আকুলবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! রাজধানীর এরূপ অভূত-পূর্ব্ব দুরবস্থা দর্শন করিতেছি কেন? মহারাজ কোথায়? তিনি শারীরিক ভাল আছেন ত? অনেক দিবস হইল,পিতৃচরণ দর্শন না করাতে আমার চিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব জননি! ত্বরায় বলুন, পিতা কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! সত্যপ্রিয় মহারাজ কালধর্ম্মের বশংবদ হইয়া, মায়াময় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগমন করিয়াছেন। ভরত শ্রবণমাত্র, হা পিতঃ! বলিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, মাতঃ! আর আমি এ জন্মের মত পিতার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইব না; তবে এ জগতে আর কে আমাকে স্নেহমধুর-সম্ভাষণে আহ্বান করিবেন? কে আমাকে বাৎসল্যভাবপূরিত করদ্বারা স্পর্শ করিবেন? বিপৎপাত হইলে আমি কাহার নিকট গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিব?

বৎস বলিয়া আর কে আমাকে সম্ভাষণ করিবেন? হায়! আমি কি হতভাগ্য! সন্তান হইয়া অন্তিমকালে পিতার কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না! হায়! কি আক্ষেপের বিষয়! চরম সময়ে একবার পিতার সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও হইল না। এইরূপ বহু বিলাপ করিয়া, ভরত পরিশেষে চক্ষের জল মার্জ্জনপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! কি কালব্যাধি পিতাকে আক্রমণ করিয়াছিল? কৈকেয়ী পুত্রসমীপে আদ্যোপান্ত মহারাজের মৃত্যুর কারণ বর্ণন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি কত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া, তোমার নিমিত্ত রাজ্যরক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে শোকসংবরণপূর্ব্বক, রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ কর। তোমাকে রাজাসনে আসীন দেখিয়া আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত হউক।

একে পিতৃশোকে ভরত অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার এইরূপ অতর্কিত রামনির্ব্বাসনের কথা শুনিবামাত্র কম্পিতকলেবর হইয়া, হা হতোস্মি, বলিয়া ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পিতৃশোক অপেক্ষা ভ্রাতৃবিয়োগশোক তাঁহার শতগুণে তাপজনক হইল। ক্ষণকাল পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কিয়ৎকাল শূন্যনয়নে কৈকেয়ীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সহসা উদ্ভূতরোষভরে জননীকে বহু তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া সবিষাদে কহিতে লাগিলেন, আমি জন্মান্তরে কত পাপসঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতেই এমন রাক্ষসীর দগ্ধোদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার জীবনে ধিক্, আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি! আমার কেন এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু হইল না! হা গুণাকর রঘুবীর! এই হতভাগ্যের জন্যই আপনার যত দুর্গতি ঘটিয়াছে। এই মন্দভাগ্যই আপনার সকল অনর্থের মূল। হায়! আমি যদি জন্মগ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আর এবম্ভূত বিষম অনর্থ সংঘটিত হইত না। হায়! যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আর আর্য্যকে এরূপ অভূতপূর্ব্ব দুঃখার্ণবে পতিত হইতে হইত না। হা মাতঃ! তুমি মুহূর্ত্তকালের মধ্যে কি এক

অতিমহান্ অনর্থস্রোত প্রবাহিত করিয়াছ! জগতে তোমার এ অপযশ চিরস্থায়ি-রূপে দেদীপ্যমান রহিল। তুমি যে রাজ্যের লোভে এই বিষমকাণ্ড ঘটাইয়াছ, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। এ যাঁহার রাজ্য, আমি তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া, স্বয়ং যাবজ্জীবন প্রভুপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার চরণসেবা করিব। হা আর্য্য রামচন্দ্র! হা আর্য্যে সীতে! হা অনুজ লক্ষ্মণ! তোমরা রাজভবন শূন্য করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ! এখানে পিতৃদেব তোমাদের বিয়োগে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হায়! হায়! যাহা হইতে পিতার মরণ, অগ্রজের নির্ব্বাসন, রাজ্যের অরাজকতা ও প্রজাপুঞ্জের দীনতা হইয়াছে, সেই পাপীয়সীর গর্ভজাত বলিয়া, সকলে আমাকে কত নিন্দা, কত ঘৃণা করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! কেমন করিয়াই বা জনসমাজে এ মুখ দেখাইব! এ লোকাপবাদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। এই বলিয়া ভরত, উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও অনিবার্য্যবেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ভরতের ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠদেব, ত্বরায় অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন; এবং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া, মূর্ত্তিমান জ্ঞানরাশির ন্যায় গম্ভীর-স্বরে কহিলেন, রাজকুমার! রোদন সংবরণ কর। তরলপ্রকৃতি সামান্য মনুষ্যের ন্যায়, এরূপ কাতর হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। দেখ, প্রাণিমাত্রই অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর অধীন। জন্মিলেই মৃত্যু হয়, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কেহ চিরকাল জীবিত থাকিতে পারে না। আজি হউক, বা দুদিন পরেই হউক, সকলকেই কালধর্ম্মের অনুগত হইতে হইবে। তখন আর পার্থিব বিষয়ের সহিত কোন সম্পর্কই থাকিবে না; পুত্রকলত্রাদির সহিত সম্বন্ধ একেবারে তিরোহিত হইবে। যে দেহের নিমিত্ত কত যত্ন, কত আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সেই দেহই পরিশেষে ধূলায় বিলুণ্ঠিত ও ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব, সেই ধ্বংসশীল দেহের নিমিত্ত শোক করায় ফল কি? আরো যদি জানিতাম যে, শোক করিলে বিনষ্ট প্রিয়-

পদার্থের সহিত পুনর্মিলনের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে অনুশোচনা করায় ক্ষতি ছিল না। কিন্তু যখন দেখিতেছি, একবার জীবন গত হইলে আর কিছুতেই উহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতে পারা যায় না, তখন আর বৃথা শোকমোহে অভিভূত হইবার প্রয়োজন কি? বৎস! এই যে সংসার দেখিতেছ, ইহা অতি বিচিত্র। সংসারে কোন বিষয়েরই স্থিরতা নাই। প্রাতঃকালে জগতের যে ভাব দর্শন করা যায়, মধ্যাহ্নকালে আর সে ভাব থাকে না, তখন ভাবান্তর লক্ষিত হইয়া থাকে। আবার সায়ংকালে অন্যবিধ ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। ইষ্টবিয়োগ-নিবন্ধন অন্তঃকরণে শোকের উদয় হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়ে উহা অধিকক্ষণ স্থান প্রাপ্ত হয় না। তুমি জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত। তোমার বিশিষ্টরূপ কার্য্যাকার্য্যজ্ঞান জন্মিয়াছে। অতএব বৎস! তুমি সংসারের অসারতা ও বস্তুমাত্রেরই অনিত্যতার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, চিত্ত স্থির কর; এবং মনোমন্দির হইতে শোক, দুঃখ একেবারে দূরীভূত করিয়া দাও।

বৎস! যৎকালে মহারাজ পরলোক গমন করেন, তখন রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বনে গমন করিয়াছেন, এবং তোমরাও কেহ এখানে উপস্থিত ছিলে না; সেই কারণে আমি মহারাজের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ পাত্রে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে সর্ব্বশোকবিস্মরণপূর্ব্বক, তদীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া, পুত্রের কার্য্য কর; এবং রাম যেমন পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনে গমন করিয়াছেন, তদ্রূপ তুমিও পিতৃআজ্ঞা পালনপূর্ব্বক প্রজাপালন কার্য্যে দীক্ষিত হও।

ভরত, বশিষ্ঠদেবের উপদেশবাক্য আকর্ণন করিয়া, ক্ষণকাল অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর অতিগুরু নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, চক্ষের জল মার্জ্জন করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কহিলেন, ভগবন্! পিতার মৃত্যু ও অগ্রজের নির্ব্বাসন, উভয়ই আমার চিত্তকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। মানুষের পদে পদে বিপদ্

ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু এরূপ বিপদের উপর বিপৎপাত আমার ন্যায় কখন কাহারও ঘটে নাই। এই কারণে আমি কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছি না। শোকমোহে অভিভূত হওয়া উচিত নহে, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু কি করি, কিছুতেই আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর, বশিষ্ঠদেব পিতৃপ্রেতক্রিয়া সম্পাদনার্থ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে, ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, যে স্থানে পিতার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তথায় তাঁহার সহিত গমন করিলেন; এবং নয়নজলে পিতার অঙ্গ ধৌত করিয়া, পরিশেষে সরযূনদীতীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন।

ক্রমে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর অন্য যে যে ক্রিয়াকলাপ বিধেয়, তত্তাবৎ সুসম্পন্ন হইলে, বশিষ্ঠদেব ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, কুমার! রাজা না থাকিলে রাজ্যরক্ষা হওয়া দুষ্কর। মহারাজের মৃত্যু হওয়া অবধি কোশলরাজ্য অরাজক হইয়াছে। অতএব, তুমি কল্য হইতে সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপালনকার্য্যে তৎপর হও।

বশিষ্ঠদেবের বাক্যশ্রবণ করিয়া, ভরত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ভগবন্! আমি প্রাণ থাকিতে, কখনই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারিব না। এ আর্য্য রামচন্দ্রের রাজ্য; ইহাতে আমার অধিকার কি? যদি বলেন, পিতৃদেব আমাকে রাজপদ প্রদান করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, ইহাতে কখনই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। পাপীয়সী জননীর ভয়েই এরূপ বিষম কাণ্ড ব্যবসিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আর্য্যের নিকট গমন করিয়া, যেমন করিয়া পারি, তাঁহাকে রাজধানীতে আনয়ন করিব, এবং রাজাসনে উপবেশন করাইয়া, নিরন্তর তাঁহার সেবা ও শুশ্রূষায় কালযাপন করিব। আর্য্য আমাকে সবিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার চরণে ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিলে,

তিনি কখনই আমার প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না। বিশেষতঃ পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ-সংবাদ শুনিলে, তিনি কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। অতএব, আপনি আমাকে আর্য্যসকাশে যাইতে অনুমতি করুন। বশিষ্ঠদেব ভ্রাতৃপরায়ণ ভরতের নির্ব্বন্ধাতিশয়দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া, তদীয় গমনে সম্মতিপ্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরত, ভ্রাতৃ-উদ্দেশে, দীনবেশে অরণ্যযাত্রা করিলেন। যথাকালে চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, রামের পর্ণকুটীর তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইল। তখন তিনি অতি দীনমনে কুটীরদ্বারদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র মৃগ-চর্ম্মের আসনে উপবেশন করিয়া, লক্ষ্মণের সহিত মধুরালাপে কালযাপন করিতে-ছেন। রামের মস্তকে নবজটাজাল, সর্ব্বাবয়বে ভস্মলেপন, হস্তে কুশাঙ্গুরীয় এবং পরিধান বল্কলবাস; আর্য্যের তাদৃশী দশা দর্শনে ভরত শোকভরে অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া, সাশ্রুনয়নে, হা আর্য্য! বলিয়া রামচন্দ্রের পাদমূলে আত্মসমর্পণ করিলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, আর্য্য! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এই হতভাগ্যের, এই নরাধমের জন্যই আপনার এরূপ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছে। হায়! আমি যদি পাপীয়সী নির্ম্মমা জননীর দগ্ধোদরে জন্মগ্রহণ না করিতাম, যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই আমার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে, আর আমাকে আর্য্যের এরূপ অবস্থা দেখিতে হইত না। এক্ষণে আমি আপনার এ প্রকার অবস্থা আর দেখিতে পারি না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আর্য্য! যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ ও মমতা থাকে, যদি আমার এ পাপজীবন রক্ষা করিতে বাসনা হয়, তবে আপনি অচিরে এ ঋষিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে চলুন। আপনার বিরহে রাজ্য উৎসন্ন যাইতেছে।

রাম, ভরতকে একান্ত কাতর ও যার পর নাই বিষণ্ণ অবলোকন করিয়া, উত্তরীয় বল্কলদ্বারা তদীয় নয়নের অশ্রুমার্জ্জনপূর্ব্বক, সস্নেহমধুরসম্ভাষণে সান্ত্বনা

করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত! উঠ উঠ, ধৈর্য্যাবলম্বন কর, এত কাতর হইতেছ কেন? আমি এপর্য্যন্ত তোমার কোন অপরাধ দেখিতে পাই নাই, তবে তুমি আজি কেন আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছ? এবং কি কারণেই বা জননীর প্রতি দোষারোপ করিয়া আপনার অমঙ্গল-কামনা করিতেছ? দেখ ভাই! মাতৃনিন্দা মহাপাপ! তুমি কেন অকারণে জননীকে নিন্দাবাদে দূষিত করিতেছ? আর ওকথা কখন ভ্রান্তিক্রমেও মুখে আনিও না; আনিলে মহাপাতকসঞ্চয় করা হইবে। তাঁহার দোষ কি? তিনি কি করিবেন? আমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ করিতেছি। যদি বিধাতা আমার ললাটে দুঃখভার লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা কেহ কখনও খণ্ডন করিতে পারিবে না। বৎস! তুমি মনে করিতেছ, অরণ্য-বাসনিবন্ধন আমি অসুখী হইয়াছি; কিন্তু দেখ, একদিনের জন্যও আমার মনে বিন্দুমাত্র অসুখের সঞ্চার হয় নাই। আমি গৃহে যে ভাবে ছিলাম, এখানে বরং তদপেক্ষা অধিক সুখে দিনযাপন করিতেছি। দেখ ভাই! আমার রাজ্য-ভার গ্রহণ করা কেবল তোমাদের সুখস্বচ্ছন্দের নিমিত্ত; যদি তোমরা স্বয়ংই সেই সুখস্বচ্ছন্দভোগ করিতে সমর্থ হও, তবে আর আমাকে বৃথা কেন তদ্গ্রহণার্থ অনুরোধ করিতেছ? আমার যতই কেন কষ্ট হউক না, যতই কেন দুঃখ হউক না, তোমরা সুখস্বচ্ছন্দে থাকিলে, সে কষ্ট, সে দুঃখ একদিনের জন্যও আমার অসুখকর হইবে না। আমি যখন জননীর নিকট, চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যবাস করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি, আর বিশেষতঃ, পিতৃদেব যখন আমাকে সত্যপালনে আদেশ করিয়াছেন, তখন আমি তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইয়া দুরপনেয় পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে পারিব না। তুমি গৃহে প্রতিগমন কর। পিতৃদেব তোমার হস্তে সাম্রাজ্যের শাসনভার সমর্পণ করিয়াছেন। তদনুসারে তুমি পিতৃআজ্ঞা-পালনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর। কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিও না। করিলে বিষম অধর্ম্মসঞ্চয় হইবে; এবং পিতৃদেবও পাপস্পর্শী হইবেন। অতএব পিতাকে ধর্ম্মপথস্খলিত

করা অপেক্ষা, তোমার রাজ্যভার গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত, তাহা তুমিই কেন একবার বিবেচনা করিয়া দেখ না। যদি সন্তান কর্তৃক পিতৃবাক্য ও পিতৃধর্ম্ম প্রতিপালিত না হয়, তবে পুত্রকামনার আবশ্যকতা কি? বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি গৃহে গমন করিয়া, পিতার আদেশানুযায়ী কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হও এবং অস্মদ্বিরহকাতর জনকের সেবা ও শুশ্রূষায় কালযাপন কর।

ভ্রাতৃবৎসল ভরত, অগ্রজের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন; এবং বাষ্পাকুলনয়নে কাতরস্বরে কহিলেন, আর্য্য! পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনিও যদি অযোধ্যাগমনে অমত করেন, তবে আর আমাদিগের গতি কি হইবে? আমাদিগের যে আর কেহই নাই! আমরা কাহার মুখপানে চাহিয়া দুঃখানল নির্ব্বাণ করিব? বিপদে পড়িলে কে আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন? কুপথে পদার্পণ করিলে, কে আমাদিগকে নিবারণ করিবেন? আর্য্য। আর অযোধ্যার সে শ্রী নাই। অতএব আমি গৃহে গমন করিব না। শূন্যগৃহে বাস করা অপেক্ষা, অরণ্যবাস আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। এক্ষণে আমাকে আর ওবিষয়ের জন্য কোন কথা কহিবেন না। আমি আর্য্যের আজ্ঞাবহ কিঙ্কর; যদি অনুমতি করেন, তবেই যাবজ্জীবন চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিব; নতুবা আর্য্যসমীপে এ জীবন পরিত্যাগ করিব।

ভরতমুখে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, রাম হাহাকারশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া, পরিশেষে উদ্বেলিতশোকাবেগসংবরণপূর্ব্বক, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত পিতৃউদ্দেশে উদক-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। অনন্তর তিনি সন্ত্বনাবাক্যে ভরতকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া কহিলেন, ভাই! তুমি বিবেচক ও বিজ্ঞ, জানিয়া শুনিয়া কেন এমন কথা কহিতেছ? পাপসংগ্রহপূর্ব্বক রাজ্যভারগ্রহণে ফল কি? তুমি আমাকে বৃথা অনুরোধ করিও না। আমার গৃহে গমন করা হইবে না। যাবৎ পিতৃআজ্ঞা পালন করা না

হইবে, তত্তাববৎকাল আমি অরণ্যে বাস করিব। চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে অতিবাহিত হইয়া যাইবে। অতএব কিছুকাল পরেই আমি গৃহে প্রতিগমন করিব। এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গমন করিয়া, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কর, এবং যাহাতে সত্বর রাজ্যমধ্যে সুশৃঙ্খলতা ও সুনিয়ম সংস্থাপিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হও। দেখ, পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়াতে, প্রজালোক অনাথ হইয়াছে। সুতরাং তোমার আর এক মুহূর্ত্তও এ স্থানে বিলম্ব করা উচিত হয় না।

বৎস! তুমি রাজকার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত থাকিয়া,যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রশংসা ও ভক্তির ভাজন হইতে পার, তদ্বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিবে। দেখ, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করা, বড় সহজ ব্যাপার নহে। রাজ্যশাসন করিতে হইলে, অনেক-গুলি গুণ থাকা আবশ্যক। অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি, প্রভূত দয়াদাক্ষিণ্য, অবিচলিত ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য, সমধিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতি সদ্গুণের একাধার হইতে না পারিলে, প্রকৃতরূপে রাজ্যশাসন করা হয় না। যাহার উপর যাবতীয় লোকের ধন,প্রাণ ও মান রক্ষার ভার সমর্পিত হয়,তাঁহার কর্ত্তব্যসাধন করা যে, কতদূর কঠিন, তাহা বলা যায় না। তিনি যদি তরলপ্রকৃতি, অলস, অধার্ম্মিক,পক্ষপাতী, আমোদপ্রিয়, অজিতে-ন্দ্রিয় ও দয়াশূন্য হন, তাহা হইলে সে রাজ্যের শ্রেয়ঃসম্ভাবনা কি? যে নরপতি প্রজাপুঞ্জের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে অসমর্থ হন, কল্যাণকামনা তাঁহার বিড়ম্বনামাত্র। অতএব তুমি অনলস হইয়া, বিবেক ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক, পুত্রবৎ প্রজাপালন করিবে। যখন যে কার্য্যের আন্দোলন করিতে থাকিবে, পক্ষপাতশূন্যচিত্তে তাহার কর্ত্তব্যতা-নিরূপণ করিও। অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, রাজধর্ম্মের অযথাভূত কার্য্য কখনই করিও না। ইহা যেন তোমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ দেদীপ্যমান থাকে যে, পুত্র যদি রাজনিয়মের বহির্ভূত কার্য্য করে, তথাপি সে রাজার নিকটে দণ্ডার্হ; এবং শত্রুও যদি সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি সে পুর-স্কারের পাত্র।

বৎস! এক্ষণে তুমি কৈশোর অবস্থা অতিক্রম করিয়া, যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ। যৌবন অতি ভয়ানক কাল। এসময় যদি নির্ব্বিঘ্নে ও নিষ্কলঙ্কভাবে যাপন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে যাবজ্জীবন আর কোন শঙ্কা থাকে না। যৌবনসমাগমে মানুষের কুপ্রবৃত্তি সকল অঙ্কুরিত হইয়া কালপ্রভাবে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে, এবং মূঢ়ব্যক্তিকে অপথে প্রবর্ত্তিত করে। তখন কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য-বিবেচনাশূন্য ও সদসৎ-পরিচিন্তন-শক্তি-বিহীন হইতে হয়। তৎকালে সৎকে অসৎ ও অসমীচীন এবং অসৎকে সৎ ও সমীচীন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে হয়। কাম,ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, গর্ব্ব, দুরাশা প্রভৃতি অসদ্গুণসমুদয় বলবান হইয়া উঠে। ক্রমে ধনগর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। ধনগর্ব্বিত পুরুষ, মানুষকে মানুষ বলিয়া, জ্ঞান করে না; আপনাকেই সর্ব্বপ্রধান বিবেচনা করিয়া থাকে। আপনিযাহা বলিবে, অন্যায় হইলেও তাহাই যুক্তিসঙ্গত; এবং আপনি যাহা করিবে,মন্দ হইলেও তাহাই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মনে করে। অন্যে যতই কেন ভাল বলুক না,যতই কেন ভাল করুক না, কোন ক্রমেই উহা সমাদৃত বা মনোনীত হয় না। যাহারা মনের মত কথা বলিতে পারে, কেবল তাহাদেরই বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হয়। ধনবানেরা ঐ সকল অনন্যগতি, বাক্‌চতুর, প্রিয়ভাষী চাটুকারদিগকে হিতাকাঙ্ক্ষী, কার্য্যদক্ষ ও সদসদ্বিবেচক বলিয়া বিবেচনা করেন; এবং উহাদের পরামর্শানুসারেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া থাকেন। যাহারা মিথ্যাস্তুতিবাদে অসমর্থ, এরূপ প্রকৃতির লোক, যতই কেন বিবেচক ও পণ্ডিত হউন না, ঐশ্বর্য্যশালীর নিকট, কোনক্রমেই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন না। ধনবান্ হইলেই প্রায় লোকের আত্মাভিমান, পরনিন্দা, পরগ্লানি ও ঔদ্ধত্য প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে। অর্থই সকল অনর্থের মূল। জগতে এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা অর্থের নিমিত্ত না হইতে পারে। তুমি এবম্ভুত যৌবন ও রাজ্যসম্পত্তির অধিকারী হইলে। যৌবনপ্রভাবে অসামান্য-সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরও বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হইয়া যায়। অতএব সাবধান, যেন

যৌবনমদে ও বিষয়গর্ব্বে তোমার মতিভ্রম না জন্মে। দেখ ভাই! তুমি কদাপি পরধনের লোভ, সজ্জনের মর্য্যাদাভঙ্গ ও নীচজনের সংসর্গ করিও না। বিপদে পড়িলে অস্থির না হইয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক তৎপ্রতীকারে যত্নবান্ হইবে। সর্ব্বদা গুরুজনে নম্রতা ও পরগুণে প্রীতি দেখাইবে, এবং লোকাপবাদে ভয় করিবে। উপসর্পণাকুশল চাটুকারদিগের শ্রবণমধুর অমূলক স্তুতিবাদে প্রলোভিত হইয়া, কদাপি সাধুবিগর্হিত লোকাচারবিরুদ্ধ অপথে পাদবিক্ষেপ করিও না। তুমি রাজনীতিকুশল। তোমাকে রাজ্যশাসনসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। তবে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে, তুমি এরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক সকল কার্য্য সমাধা করিবে, যেন তোমার শাসনগুণে ধরিত্রী অচিরে সৌভাগ্যশালিনী হন। বৎস! আর এখানে অধিককাল থাকিবার প্রয়োজন নাই। তুমি সত্বর অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, রাজ্যমধ্যে সুনিয়ম সংস্থাপন কর। আমি বলিতেছি, ইহার অন্যথাচরণ কখন করিও না। যদি আমার প্রতি তোমার স্নেহ, ভক্তি ও অনুরাগ থাকে, যদি অগ্রজের বাক্যরক্ষা করা অবশ্য-কর্ত্তব্য হয়, যদি তুমি অনুজধর্ম্ম-প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হও, তবে আর এবিষয়ে কোন বাদানুবাদ না করিয়া, গৃহে প্রতিগমন কর।

ভরত অগ্রজকে অযোধ্যাগমনে একান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া এবং পাছে আর কোন কথা কহিলে তিনি বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায় কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। কেবল অধোমুখে মৌনাবলম্বনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর যে পর্য্যন্ত অগ্রজ মহাশয় অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন না করেন, তদবধি তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ থাকিয়া রাজ্যশাসন করিবেন, এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, তিনি রাম ও জানকীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। পরে ভ্রাতৃভক্তির অসামান্য প্রমাণস্বরূপ অগ্রজের পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া, অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে আসিতে আসিতে সহসা তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। অতএব

তিনি রামশূন্য অযোধ্যায় না যাইয়া, নন্দীগ্রামে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় রাম-পাদুকাদ্বয় হিরণ্ময়সিংহাসনোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মন্ত্রিবর্গের সহিত যথানিয়মে রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন।

ভরত প্রস্থান করিলে, তাহার কতিপয় দিবস পরে, লক্ষ্মণ একদা সায়ংসময়ের অভিবাদন করিবার নিমিত্ত, রামের নিকট উপস্থিত হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! আমাদিগের আর এখানে অধিককাল থাকা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। আর্য্য! ভরতের ভাবগতি দেখিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে,রাজ্যভার গ্রহণ করা, তাঁহার কোনমতেই অভিপ্রেত নহে। অতএব সত্বর এস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাই বিধেয়। রাম শুনিয়া হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ভাল বলিয়াছ। তোমার দূরদর্শিতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। প্রাণাধিক ভরতকে যেরূপ কাতর দেখিতেছি, তাহাতে অস্মদাদির বিরহ তাঁহার পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক ত্বরায় আমরা এরূপ স্থানে গমন করিব যে, ভরত আমাদিগের কিছুতেই অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিবে না।

অনন্তর, তাঁহারা চিত্রকূটপরিত্যাগ করিয়া, অগস্ত্যের তপোবনাভিমুখে গমন করিলেন। পথে যাইতে যাইতে দূর হইতে অবলোকন করিয়া, জানকী রামকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আর্য্যপুত্র! সম্মুখে যে গিরিবর দৃষ্ট হইতেছে, উহার নাম কি? রাম কহিলেন, প্রিয়ে! ঐ বিন্ধ্যাচল। উহার পাদদেশে মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম। সীতা শুনিয়া পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! শুনিয়াছি পূর্ব্বে আপনার চরণরেণুপ্রসাদে সতী অহল্যাদেবী পাষাণময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজি আমরা বিন্ধ্যাদ্রির নিকট দিয়া গমন করিলে, না জানি আপনার পাদস্পর্শে কত শিলা মানুষীরূপ ধারণ করিয়া উঠিবে। রাম ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, অয়ি পরিহাসচতুরে! সম্পদে বা বিপদে, আবাসে বা প্রবাসে, গৃহে বা অরণ্যে, সকল সময়ে সকল স্থানে তোমার

মধুরবাক্যবিন্যাস কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ করিয়া থাকে। জানকী হাসিয়া কহিলেন, নাথ! এই জন্যই আপনাকে সকলে প্রিয়ংবদ বলে।

এইরূপ বিবিধ কথাবার্ত্তায়, দুই দিবস পথে অতিবাহন করিয়া, তাঁহারা তৃতীয় দিবসে মহর্ষি অগস্ত্যের তপোবন প্রাপ্ত হইলেন। আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্রই, পবিত্র তপোবনবায়ু সকলের শ্রান্তি হরণ করিল। অনন্তর তাঁহারা কিছুকাল তথায় পরমসুখে যাপন করিয়া, ক্রমে মহর্ষির প্রমুখাৎ দক্ষিণারণ্যবৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইলেন। তখন মহর্ষির নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সকলে দক্ষিণারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

কিয়দ্দূর গমন করিলে, আরণ্যকগণ স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশতঃ তাঁহাদিগকে পূজা করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে জানকী অঙ্গুলিসঙ্কেতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেখুন নাথ! আপনাকে সমাগত দেখিয়া বনস্পতি ছায়াবিতান, তরু লতা ফলপুষ্প, নির্ঝরবারি পানীয়, শ্যামল শষ্পপ্রদেশ রত্নাসন, মধুকর বীণার ঝঙ্কার, কোকিল সুললিত গান, উপহারস্বরূপ প্রদান করিয়া, ভবদীয় অভ্যর্থনা করিতেছে। রাম দেখিয়া, হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! অরণ্যবাস কি সুখজনক! কত দিন হইল, আমরা রাজধানী-পরিত্যাগ করিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত একদিনের জন্যও আমাদিগের হৃদয়ে অসুখসঞ্চার হয় নাই। ফলতঃ প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ভিন্ন, এরূপ অপার সুখ, আর কিছুতেই প্রদান করিতে পারে না।

এইরূপে তাঁহারা অপূর্ব্ব বিপিনশোভা-সন্দর্শন করিতে করিতে নানা বন, উপবন, প্রান্তর, তপোবন অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে জনস্থানমধ্যস্থ স্বভাব-সুন্দর শষ্পবীথী প্রাপ্ত হইলেন। পথের দুই পার্শ্বে উত্তাল তাল, তমাল, শাল, প্রভৃতি পাদপ সকল শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে! সেই পথে কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, অদূরে তরঙ্গিণী গোদাবরী, চিত্তপ্রমোদকর প্রস্র-বণগিরির পাদদেশে, রজতমেখলার ন্যায় সংলগ্ন হইয়া, বক্রভাবে প্রবাহিত

হইতেছে। তন্তীরপ্ররূঢ় রসাল বকুল প্রভৃতি তরুনিচয় বৃহচ্ছায়া বিস্তার করিয়া, যেন বনদেবতাদিগের সুখসেবার জন্য, অপূর্ব্ব বিশ্রামবিতান সুসজ্জীভূত করিয়া রাখিয়াছে। নিরন্তর গোদাবরীর সলিলকণবাহী শীতল সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হওয়াতে, ঐ সকল তরুতল চিরপরিষ্কৃত, স্নিগ্ধ ও রমণীয়। স্থানে স্থানে কুসুমবন, কুঞ্জকানন ও লতামণ্ডপ, মধুপানমত্ত মধুকরের গুন গুন রবে এবং মদমত্ত কোকিল-বধূর কাকলীশব্দে সতত শব্দায়মান।

রাম, সেই প্রদেশের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া, সহর্ষে লক্ষ্মণ ও জানকীকে কহিলেন, দেখ, এ প্রদেশটী কি মনোরম! দেখিবামাত্র আমার নয়নযুগল আকৃষ্ট হইয়াছে, কিছুতেই আর অন্যত্র যাইতেছে না। এমন সুন্দর স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। সচরাচর এরূপ স্থান পাওয়া দুষ্কর। আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, এস্থানে বাস করিলে, আমরা সুখে ও নিরুপদ্রবে কালক্ষেপ করিতে পারিব।

অনন্তর তাঁহারা পঞ্চবটীতে পর্ণশালা-নির্ম্মাণ করিয়া, নিরন্তর মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সীতাসহ পঞ্চবটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, এক দিন লঙ্কাপতি রাবণের সহোদরা মায়াবিনী শূর্পণখা, বন ভ্রমণ করিতে করিতে, পঞ্চবটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং রাম ও লক্ষ্মণের অলোকসামান্যরূপলাবণ্য, দর্শনে বিমোহিত হইয়া, প্রথমে রামকে, পরে লক্ষ্মণকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিল। তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ সাতিশয় রোষপ্রকাশপূর্ব্বক, তাহার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া দিলেন। তাহাতে শূর্পণখা সাতিশয় অবমানিত ও যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া, লঙ্কেশ্বরের সমীপে উপস্থিত হইল, এবং স্বকীয় দুর্দ্দশার কারণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া, অধোমুখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

দশানন পূর্ব্ব হইতেই তাড়কান্তকারী সীতাপতির উপর জাতক্রোধ ও ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ছিলেন। এক্ষণে প্রাণসমা সহোদরার ঈদৃশ লজ্জাকর বিড়ম্বনা অবলোকন করিয়া, সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন, এবং তদীয় মুখে সীতার অনুপমসৌন্দর্য্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সীতাহরণরূপ বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর মায়া-মৃগচ্ছলে আত্মদুরভিসন্ধিসাধনার্থ প্রিয়সহচর তাড়কাতনয় মারীচকে জনস্থান ভূভাগে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রচ্ছন্নবেশে তথায় উপনীত হইলেন।

রাক্ষসপতির অনুমতিক্রমে, তাড়কাতনয় মারীচ মাতৃবৈরীর বৈরাচরণমানসে, হিরণ্ময় মায়ামৃগের রূপ ধারণ করিয়া, পঞ্চবটীপরিসরে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং

রামের পর্ণশালাসমীপে মনোজ্ঞগমনে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে, জানকীর নয়নপথে পতিত হইল। জানকী রামের সহিত একাসনে বসিয়া, বিবিধ-বিশ্রম্ভ-মধুরালাপে কালযাপন করিতেছিলেন; সহসা অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্যকর কনককুরঙ্গ নয়নগোচর করিয়া, অঙ্গুলিসঙ্কেতপূর্ব্বক প্রিয় পতিকে কহিলেন; আর্য্যপুত্র! দেখুন, কেমন ঐ সুন্দর মৃগটী গ্রীবাদেশ বক্র করিয়া, দেবদারুতরুতলে গাত্রকণ্ডুয়ন করিতেছে। আমরা এতকাল বনে বাস করিতেছি, কিন্তু এমন বিচিত্র অদ্ভুতাঙ্গ কুরঙ্গ কখন দর্শন করি নাই। আহা! ইহার বর্ণের জ্যোতি কি মনোরম! বোধ হইতেছে, যেন ইহার দেহপ্রভায় বনপ্রদেশ আলোকময় হইয়াছে। নাথ! এপর্য্যন্ত আমি আপনার নিকট কোন প্রার্থনা করি নাই। কিন্তু আমার এক অভিলাষ জন্মিয়াছে, আপনাকে তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। রাম কহিলেন, প্রিয়ে! সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে তোমার চিত্তবিনোদন করাই, রামের একমাত্র কার্য্য। অতএব, কি অভিলাষ বল, অবিলম্বেই উহা সম্পাদিত হইবে।

জানকী শুনিয়া সহর্ষে কহিলেন, নাথ! যদি আপনি এ দাসীর প্রতি একান্ত অনুকূল হন, তবে কৃপা করিয়া ঐ মৃগের চর্ম্ম আমাকে আনিয়া দিন। ঐ বিচিত্র চর্ম্মাসনে শয়ন করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। রাম সীতার অভিলাষ-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া, লক্ষ্মণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! সর্ব্বদা জানকীর চিত্তসন্তোষার্থ যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব, আমি ঐ মৃগমারণে গমন করিতেছি। তুমি নিরন্তর প্রিয়ার নিকটে থাকিবে; কখন প্রিয়াকে একাকিনী রাখিয়া অন্যত্র গমন করিও না।

অনন্তর লক্ষ্মণহস্তে সীতারক্ষার ভার সমর্পণপূর্ব্বক, রাম লতাপাশে জটাপটল সংযত করিয়া, সশস্ত্র পর্ণশালা হইতে নির্গত হইলেন; এবং কনককুরঙ্গের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া, দেখিতে দেখিতে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলেন। মায়ামৃগও রামচন্দ্রকে অনুগামী দেখিয়া, কখন উল্লম্ফন, কখন তৃণভক্ষণ, কখন বা সমীপে আগমন, কখন

বৃক্ষের অন্তরালে গমন, কখন বা স্বদেহলেহন ইত্যাদি প্রকারে ধাবিত হইল। তদ্দর্শনে রাম অতীব কৌতুকাক্রান্ত হইয়া, চিত্রমৃগ ধরিবার আশায় শর-নিক্ষেপ করিলেন না। বরং প্রতিক্ষণে, এইবার ধরিব, এইরূপ ভাবিয়া, অনন্যমনে ও অনন্য-দৃষ্টিতে মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মায়ামৃগও স্বীয় দুরভিসন্ধিসিদ্ধির সুযোগ দেখিয়া, প্রতিপদে রামের বিষম ভ্রান্তি জন্মাইতে লাগিল। অবশেষে, রাম মৃগানু-সরণে একান্ত আসক্ত হইয়া, নিবিড় কান্তারে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে জানকী, নাথের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া, কাতরস্বরে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! অনেকক্ষণ হইল, আর্য্যপুত্র গিয়াছেন, এখনও আসিতেছেন না কেন? তিনি ত কখন কোথাও এত বিলম্ব করেন না। আজি তাঁহার বিলম্ব হইবার কারণ কি? আর্য্যপুত্রের বিলম্ব দেখিয়া, আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতেছে; সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছে। না জানি কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হইবে। বলি, আর্য্যপুত্রের ত কোন অশুভ ঘটনা সংঘটিত হয় নাই? এ বনে নিশাচরেরা সর্ব্বদা আসিয়া থাকে। কেহ ত নাথের কোন প্রকার অত্যাহিতসম্পাদন করে নাই? দেখ লক্ষ্মণ! যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই যেন আমার চিত্তচাঞ্চল্য ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছে; কিছুতেই সুখবোধ হইতেছে না। আমার প্রাণের ভিতর যে কি করিতেছে, কিছুই বলিতে পারি না। একবার ভাবিতেছি, কেনই আর্য্যপুত্রকে মৃগচর্ম্ম আনিতে বলিলাম। তিনি যদি এখন আমার নিকটে থাকিতেন, তাহা হইলে আর আমার এরূপ দুর্ভাবনা ও অসুখ উপস্থিত হইত না। আর বার মনে হইতেছে, বুঝি আর্য্যপুত্রের সহিত আর দেখা হইবে না। অতএব আমার দিব্য, তুমি আর্য্যপুত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও; এবং ত্বরায় তাঁহার শুভসমাচার আনিয়া আমার কাতরচিত্তে অমৃত-সেচন কর; নতুবা আর আমি এ অবস্থায় থাকিতে পারি না। আর্য্যপুত্রকে আর একদণ্ড না দেখিতে পাইলে, আমার প্রাণবিয়োগ হইয়া যাইবে।

লক্ষ্মণ, সীতার তাদৃশী কাতরতা দেখিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্যে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া কহিলেন, আর্য্যে! আপনি অগ্রজ মহাশয়ের নিমিত্ত অকারণ এরূপ ভাবিত হইবেন না। তাঁহার জন্য কোন চিন্তা নাই! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, এজগতে এমন বীরপুরুষ নাই যে, আর্য্যের ছায়াস্পর্শ করিতেও সমর্থ হয়। অতএব, আপনি নিষ্কারণ উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হউন।

জানকী শুনিয়া ঈষৎ কোপপ্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কথন আমার বাক্যে অন্যথাচরণ কর নাই। আজি আমার এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য ও কাতরতা দেখিয়া, তোমার মনে কি কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না? আমি এত করিয়া বলিলাম, একবার আর্য্যপুত্রের সমাচার আনিয়া দাও; তুমি কি তাহা পারিলে না? তোমার আন্তরিক ইচ্ছা কি, বল দেখি? যদি আমার প্রতি তোমার ভক্তি ও স্নেহ থাকে, তবে আমি বারংবার বলিতেছি, তুমি সত্বর গিয়া আর্য্যপুত্রের সংবাদ আনয়ন কর, কথন ইহার অন্যথাচরণ করিও না। লক্ষ্মণ শুনিয়া ক্ষণকাল সাশ্রুনয়নে নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। অনন্তর যদিও জানকীকে একাকিনী শূন্যকুটীরে রাখিয়া যাইতে তাঁহার কোনমতেই ইচ্ছা ছিল না, তথাপি কি করেন, আর্য্যার তাদৃশ নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া, বিশেষতঃ না যাইলে তিনি যার পর নাই অসুখিনী ও কুপিতা হইবেন, ইহা ভাবিয়া অগত্যা তাঁহাকে পর্ণশালা পরিত্যাগ করিয়া, রামের অন্বেষণে গমন করিতে হইল।

লক্ষ্মণ রামান্বেষণে গমন করিলে, সীতার দক্ষিণলোচন অনবরত স্পন্দিত হইতে লাগিল। তখন জানকী বিষম ভীত হইয়া ম্লানবদনে কহিতে লাগিলেন, আজি অভাগিনীর অন্তঃকরণ কেন বিষাদসাগরে মগ্ন হইতেছে, প্রাণ কেন এমন করিতেছে, হৃদয় কেন কাঁপিতেছে? দশদিক্ যেন শূন্য বোধ হইতেছে। না জানি, লক্ষ্মণ কি অমঙ্গলের সংবাদ বা আনিয়া দেন। এইরূপে একাকিনী কুটীরাভ্যন্তরে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ছদ্মবেশী দশানন তথায় আসিয়া

উপস্থিত হইল; এবং ছলক্রমে মুগ্ধস্বভাবা সীতার কর ধারণ করিয়া, বিমানে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

পতিপ্রাণা সীতা, রাবণহৃতা হইয়া, দাবদগ্ধা মৃগীর ন্যায় একান্ত ভীতা ও যার পর নাই কম্পিতকলেবরা হইলেন; এবং কিয়ৎকাল উন্মত্তের ন্যায় শূন্যনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একে স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ ভীরু, তাহাতে আবার সীতা সহজশালীন্যভরে কাতরা; সুতরাং তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে যে কি, একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল, তাহা বলিবার নহে! জানকী মণিহারা ফণিনীর ন্যায় বিকম্পিতবেণীবন্ধনে, যূথহারা হরিণীর ন্যায় চকিতনয়নে, বারংবার আর্য্যপুত্রসম্বোধনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নির্ঝরবারিপাতের ন্যায় অনবরত অশ্রুধারা তাঁহার নয়নযুগল হইতে বিনির্গত হইয়া, গণ্ডস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। অনন্তর কুমুদিনী যেমন চন্দ্রমাকে উষা-কালীন ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন দেখিয়া, ম্লানভাবে আকাশমুখী হইয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি ক্ষণকাল একদৃষ্টে পতির আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে হা জীবিতে-শ্বর! হা জগদেকবীর! হা রঘুপতে! আপনি এখন কোথায় রহিয়াছেন, কি করিতেছেন, একবার দেখিলেন না? এখানে এক পামর একাকিনী অনাথিনী পাইয়া, কুলকামিনীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। নাথ! আপনি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই। আপনি দয়া না করিলে এ অভাগিনীর প্রতি আর কে দয়াপ্রকাশ করিবে? অয়ি ভগবতি বনদেবতে! মাতঃ বসুন্ধরে! এ জগতে আমাদের মুখপানে চায়, এমন আর কাহাকেও দেখি না। আপনারা কৃপা করিয়া, আর্য্যপুত্রকে একবার সমাচার দিন। এইরূপ বহু বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে, জানকী মূর্চ্ছিতা হইলেন। তদীয় মর্ম্মভেদী বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া, বিয়চ্চারী বিহঙ্গমগণও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিনয়বধির দশবদনের বজ্রলেপময় হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও করুণারসের সঞ্চার হইল না।

বরং তাঁহার তাদৃশী দশা দেখিয়া, দশানন হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে লইয়া ত্বরিতগমনে স্বীয় রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইল।

এখানে রামচন্দ্র মায়ামৃগ বধ করিয়া, প্রফুল্লান্তঃকরণে পর্ণশালাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর আসিলে, সহসা তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তখন তিনি পথের উভয় পার্শ্বে অশুভসূচক দুর্নিমিত্ত দর্শনে, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এমন সময়ে এ আবার কি? কোথায় প্রিয়ার অভিলাষ পূর্ণ হইল বলিয়া হৃদয়ে বিপুল সুখসঞ্চার হইবে, না আমার নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আসিতেছে; অনবরত বামাক্ষি স্পন্দিত হইতেছে; হৃদয় কম্পিত হইতেছে; এবং অন্তঃকরণে নানা প্রকার অশিবভাবের আবির্ভাব হইতেছে! বিধাতার কি মনোরথ এখন পর্য্যন্তও পূর্ণ হয় নাই? আমি রাজ্য, ধন, সুহৃদ্, পরিজন, সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জনশূন্য অরণ্যে বাস করিতেছি, ইহাও কি হতবিধির প্রাণে সহিতেছে না? আবার কি বিপদ্ ঘটাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন? যাহা হউক, অনেকক্ষণ হইল আমি আসিয়াছি, প্রাণাধিক লক্ষ্মণের অথবা প্রাণপ্রিয়া জানকীর ত কোন বিপদ্ ঘটে নাই? আমার চিত্ত কেন এত চঞ্চল হইতেছে; হৃদয় কেন বিদির্ণ হইতেছে?

এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, রাম দূর হইতে লক্ষ্মণকে দেখিয়া কহিলেন, এই যে, লক্ষ্মণ দ্রুতপদে এদিকে আসিতেছে! তবে বুঝি প্রিয়ার কোন প্রকার বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। এই কথা বলিতে বলিতে, অর্দ্ধপথে লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন রাম কহিলেন, বৎস! তুমি জানকীরে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া কেন আসিলে? আমি আসিবার সময়ে তোমাকে ভূয়োভূয় কহিয়াছিলাম, এক মুহূর্ত্তও জানকীর কাছছাড়া হইও না। অতএব তুমি কেন এমন করিলে? ভাই রে! বোধ হইতেছে, আর আমি আশ্রমে গিয়া জানকীরে দেখিতে পাইব না। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! অনেকক্ষণ হইল, আপনি মৃগের অন্বেষণে

আগমন করিয়াছেন। আপনার বিলম্ব দেখিয়া, আর্য্যা অত্যন্ত কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। তাঁহার তাদৃশী কাতরতা দেখিতে পারিলাম না। বিশেষতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন ; এই হেতু আপনার সংবাদ লইতে এ স্থানে আসিয়াছি। আমি আর্য্যাকে কত বুঝাইলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। বরং আমার উপর বিষম কোপপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। পাছে গুরু-জনের বিরাগসংগ্রহ হয়, এই ভয়ে আমাকে অগত্যা আসিতে হইল। আপনি অন্য কিছু মনে করিবেন না। এক্ষণে সত্বর চলুন, আপনার অদর্শনে আর্য্যার সাতিশয় কষ্ট হইতেছে। যতই বিলম্ব করিবেন, ততই তাঁহার অসুখ ও চিন্তা বাড়িতে থাকিবে।

রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, সংশয়িতহৃদয়ে, ত্বরিতগমনে নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, কুটীর শূন্য। তখন মনে করিলেন, বুঝি জানকী তাঁহার মন পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কুটীরের কোন অংশে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে না ডাকিয়া, স্বয়ংই অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রতিফল প্রদান করিব। এই ভাবিয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কুটীরের তাবৎ অংশ অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু কোথাও জানকীকে দেখিতে পাইলেন না। সেই কালেই তাঁহার হৃদয়ে নানা প্রকার অশুভ কল্পনার আবির্ভাব হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি আবার ভাবিলেন, বুঝি প্রিয়া কোন কার্য্যান্তরে কুটীরের বাহিরে গিয়া থাকিবেন। অতএব, জানকীর নাম ধরিয়া চঞ্চলনয়নে অব্যক্তস্বরে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন। তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তখন তিনি একেবারে হতাশ হইয়া, হা হতোঽস্মি বলিয়া প্রবলবাতাহত তরুস্কন্ধের ন্যায় ধরাপৃষ্ঠে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইলেন। নয়নযুগল হইতে অনর্গল বাষ্পবারি প্রবলবেগে নির্গত হইতে লাগিল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল, দশদিক্ শূন্য ও জগৎ অন্ধকারময় বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি পৃথিবীতলে কি পাতালে, শূন্যমার্গে কি ধরাতলে, লোকালয়ে কি জনশূন্য

অরণ্যে, সুখের অবস্থায় কি দুঃখের দশায়, স্বপ্নাবস্থায় কি জাগ্রৎ অবস্থায় আছেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কেবল ভূতাবিষ্টের ন্যায়, চিত্রার্পিতপ্রায়, নিষ্প্রভ শূন্যনয়নে, লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া, রাম উন্মত্তের ন্যায় গলদশ্রুলোচনে কহিতে লাগিলেন, কুটীরের চারিদিকে অন্বেষণ করিলাম,কিন্তু কোন স্থানে প্রিয়ার পদচিহ্নও দৃষ্ট হইল না। বিবেচনা করি, এ আমাদিগের সে পর্ণশালা না হইবে। হয় ত আমি ভ্রান্তিক্রমে অন্যত্র আসিয়া থাকিব। অথবা, বুঝি আমি সে রামই নহি নতুবা এক মুহূর্ত্ত যাঁহাকে না দেখিলে জগৎ শূন্যময় বোধ হয়, আজি আমি এতক্ষণ সেই জানকীর বিরহ কেমন করিয়া সহ্য করিতেছি? হা প্রিয়ে সীতে! হা অরণ্যবাস-প্রিয়সখি বিদেহরাজনন্দিনি! হা পতিদেবতে! হা রামশীলে! হা রামজীবিতেশ্বরি! পর্ণশালা শূন্য করিয়া তুমি কোথায় গমন করিলে! তোমার অদর্শনে দশদিক্ শূন্য দেখিতেছি। ত্বরায় আসিয়া, একবার দেখা দিয়া, আমার জীবন রক্ষা কর। এই বলিয়া রাম মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন।

ক্ষণকাল পরে, লক্ষ্মণ অতিযত্নে চৈতন্যসম্পাদন করিলে, রাম, অতিদুর্ব্বহ-নিশ্বাসভার পরিত্যাগপূর্ব্বক, ভাইরে! কি হইল; আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল, জানকী কোথায় গেলেন! কে আমার সর্ব্বনাশ করিল! আমি ত কখন কাহার অপকার করি নাই, এই বলিয়া লক্ষ্মণের গলা ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কেবল হতবুদ্ধির ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন এবং আকুলনয়নে মৌন-বদনে অজস্র নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাম দুস্তর শোকার্ণবে পরিক্ষিপ্ত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমি কি কেবল দুঃখভার ভোগ করিবার নিমিত্তই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম? বিধাতা কি আমার ললাটে বিন্দুমাত্রও সুখ লিখেন নাই?

নতুবা দেখ দেখি, এরূপ বিপৎপরম্পরা কাহার অদৃষ্টে ঘটিয়া থাকে? আমি যদি চিরদুঃখভাগী না হইব, তাহা হইলে উপস্থিত রাজ্যাধিকারচ্যুত হইয়া,কেন আমাকে অরণ্যে বাস করিতে হইবে? বনবাসে যে কত ক্লেশ, কত দুঃখ, তাহা তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু আমি তাহা একদিনের জন্যও অসুখজনক বিবেচনা করি নাই। পিতৃদেবের লোকান্তরগমন যার পর নাই শোকজনক ও সন্তাপদায়ক; কিন্তু আমি সে সব দুঃখ সে সব সন্তাপ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, এক্ষণে কেবল প্রাণপ্রিয়া জানকীর সহবাসসুখে কালক্ষেপ করিতেছিলাম। ইহাও কি বিধাতা দগ্ধচক্ষে দেখিতে পারিল না। হা হতবিধে! তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল! বলিয়া রাম উচ্চৈঃস্বরে পুনরায় রোদন করিতে লাগিলেন! তাঁহার রোদনশব্দে বনপ্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগল।

অনন্তর, আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, রাম সীতার অন্বেষণে পর্ণশালা হইতে নির্গত হইলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায় একান্ত বিকলচিত্ত হইয়া শূন্যহৃদয়ে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কি বন্য পশুপক্ষ্যাদি, কি তরুলতা, কি নদ নদী, কি সচেতন, কি অচেতন পদার্থ, সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নিকটই কাতরস্বরে জানকীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তিনি সীতাশোকে এরূপ আকুল ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চেতনাচেতন জ্ঞান ছিল না।

আর্য্যের তাদৃশী দশা অবলোকন করিয়া, লক্ষ্মণ অতিমাত্র বিষাদিত ও ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া, অতি বিনীতভাবে কহিলেন, আর্য্য! বিপদের সময়ে ভবাদৃশ লোকোত্তর-কর্ম্মা মহানুভব ব্যক্তির, এ প্রকার শোকমোহে অভিভূত হওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যদি এমন সময়ে এরূপ অধীরতা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে জগতে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য গুণ একবারে আধারশূন্য হইয়া পড়িবে। সকলে বলিয়া থাকে, আপনার ন্যায় ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যশালী পুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। অতএব

কেন আপনি তরলপ্রকৃতি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় এরূপ কাতর হইতেছেন। দেখুন, বিপৎকালে ধৈর্য্যশীল না হইলে কখনই তাহা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। আপনাকে যেরূপ কাতরভাবাপন্ন দেখিতেছি, তাহাতে যে আমরা সহজে উপস্থিত বিপদের কোন প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিব, এরূপ বোধ হয় না। অতএব আপনি জানিয়া শুনিয়াও কেন, এরূপ কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন? এক্ষণে আমার অনুরোধবাক্য রক্ষা করিয়া ধৈর্য্যগুণ দ্বারা হৃদয়কে দৃঢ়ীভূত করুন।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, রাম ক্ষণকাল নিমীলিতনয়নে অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, সাশ্রুবদনে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য; কিন্তু কি করিব, আমার চিত্ত যে কিছুতেই স্থির হইতেছে না। তুমি যদি আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতে, তাহা হইলে জানিতে, আমার প্রাণের ভিতর কেমন করিতেছে। দেখ ভাই! সেই রেবাতটিনী, সেই রম্য বিপিন, সেই রমণীয়কুঞ্জকানন, সেই উন্নতভূধর, সেই স্বচ্ছসরোবর, সেই গিরিনদী, সকলই পূর্ব্ববৎ নয়নগোচর হইতেছে, কিন্তু আমার প্রাণপ্রিয়া জানকীকে ত কোথাও দেখিতে পাইতেছি না। আমি প্রতিকাননে, প্রতিকন্দরে, প্রতিপথে, প্রতিপদে, সর্ব্বত্রই এত তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কোন স্থানে প্রিয়ার সংবাদও পাওয়া গেল না। বিবেচনা করি, এই সকল অরণ্যবাসী ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত জানকীর লোকাতীত সৌন্দর্য্যরাশি অপহরণ করিয়া থাকিবে! নতুবা কেশরীর কটিদেশ, কুসুমের হাস্যচ্ছটা, কুরঙ্গের লোচনযুগল, চম্পকাবলীর কান্তিসার, কোকিলের কণ্ঠস্বর, কমলের কোমলতা, মরালের মন্দগতি, কোথা হইতে আসিল? ভাই রে! ইহাদিগকে দেখিয়া, আমার হৃদয়ে জানকীর শোক দারুণবেগে উদ্দীপ্ত হইল। প্রিয়ার সেই মোহনরূপলাবণ্য, সেই অনন্যসাধারণ স্বামিভক্তি, সেই অলৌকিক স্নেহ দয়া ও মমতা সকলই আমার অন্তরে নিরন্তর জাগিয়া রহিয়াছে। আমি সে জানকীকে না দেখিয়া, কেমন করিয়া

প্রাণধারণ করিব! জানকীবিরহে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। হা প্রেয়সি! তুমি কোথায়? বলিয়া রাম পুনরায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে চেতনাসঞ্চার হইলে, রাম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমি যে আশাযষ্টি অবলম্বন করিয়া প্রিয়াকে অন্বেষণ করিলাম, তাহা অতি অসার ও অকর্ম্মণ্য। আমি এ পর্য্যন্ত কতস্থানে ভ্রমণ করিলাম, যদি কোন-খানেও প্রিয়ার কিছুমাত্র সমাচার পাইতাম, তাহা হইলেও জানিতাম যে আমার আশা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন আমার পক্ষে সে আশা কেবল দুরাশা বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি কেবল মরীচিকায় ভ্রান্ত হইয়া বৃথা ভ্রমণ করিতেছি। ফলতঃ এ জন্মের মত আমার অদৃষ্টে আর যে জানকীদর্শনলাভ ঘটিবে, কখনই বোধ হয় না।

এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে, রাম দুঃসহশোকানলে দগ্ধ হইয়া, অবিরলধারায় নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে, তিনি হৃদয়ফলকে জানকীরূপ চিত্রিত করিয়া, নিস্পন্দভাবে নিমীলিতলোচনে মনে মনে ক্ষণকাল তদীয়মূর্ত্তি সমালোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক, একান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় পুনরায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অহর্নিশ কেবল প্রিয়ার সেই মোহনমূর্ত্তি ধ্যান করতঃ, হায়! কেনই আমি মায়ামৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম, কেনই আমার তৎকালে এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইল, কেনই আমি জানকির নিকটে না থাকিলাম, কেনই আমার এরূপ মতিভ্রম হইল, এক্ষণে কি করি, কি উপায়ে প্রিয়ার দর্শন পাই, ইত্যাদি প্রকারে কখন আত্মভৎ´সনা, কখন অনুশোচনা, কখন বিলাপ, এইরূপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার সে অবস্থা অবলোকন করিলে, অতিবড় কঠিন লোহেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পাষা-ণেরও অন্তর দ্রবীভূত হয়। রাম, হস্তগতরাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস এবং

তন্নিবন্ধন পিতার মৃত্যু, এই হেতু দুর্বিসহ মর্ম্মপীড়া ও শোকানল ক্রমে ক্রমে সহ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু জানকীবিরহ তাঁহার চিত্তকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি জানকীর নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন।

এইরূপে নিষ্করুণভাবে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে রাম নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, পরিশেষে পম্পাতীরে শ্বাসমাত্রাবশিষ্ট পক্ষিরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। জটায়ু রামসমীপে রাবণ সীতা হরণ করিয়াছে, এইমাত্র বলিয়া দেহ-ত্যাগ করিল। রাম শুনিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা শোকে ও মোহে অতিমাত্র বিকলচিত্ত ও ব্যথিতহৃদয় হইলেন। তৎকালে তাঁহার শোকসাগর শতগুণে প্রবল হইয়া উঠিল। হৃদয়ের মর্ম্মগ্রন্থি সকল যেন শিথিল হইয়া পড়িল। তখন তিনি কিছুতেই ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া, হা প্রেয়সি! বলিয়া শোকসহচরী মূর্চ্ছার শরণাপন্ন হইলেন।

অনন্তর সংজ্ঞালাভ হইলে, রাম সাতিশয় ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! এতকালের পর জটায়ুপ্রমুখাৎ প্রাণপ্রিয়া জানকীর সংবাদ পাইলাম বটে, কিন্তু ইহাতে আমার অন্তঃকরণে সুখের সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিষম বিষাদ ও অনুতাপ জন্মাইতেছে। যদি এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইতাম। দেখ ভাই! অন্যে ভার্য্যা অপহরণ করিয়া লইয়া গেল, আমি তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে? আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ, বিখ্যাত সগর, মান্ধাতা, ভগীরথ প্রভৃতি নৃপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু অধুনা আমা হইতে এই কীর্ত্তি রহিল যে, আমি একমাত্র ভার্য্যারক্ষণেও সমর্থ হইলাম না। আমি নিঃসংশয়ই বলিতেছি, মধ্যমা জননী যে ভরতকে রাজা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সুবিবেচনারই কার্য্য হইয়াছিল। নতুবা যে ব্যক্তি ভার্য্যারক্ষণে অসমর্থ, তাহা দ্বারা রাজ্যরক্ষা কিরূপে সম্ভবে? পিতৃদেব

আমাকে অরণ্যে বাস করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। আমার ন্যায় কাপুরুষের হস্তে রাজ্য থাকিলে, সে রাজ্যের শ্রী কখনই থাকে না। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি হিরণ্ময়মৃগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া, তল্লাভে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পক্ষে বনবাসই শ্রেয়ঃ।

এইরূপ আত্মভর্ৎসনা করিয়া, রাম কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর বৈরনির্য্যাতনকল্পনা হৃদয়ে অঙ্কুরিত হওয়াতে, সহসা উদ্ভূত-রোষভরে দশাননকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন, রে পামর, পরনারীচোর! তুই যে অদ্বিতীয় বীরপুরুষ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকিস্; এই কি তোর বীরত্ব? এই কি তোর সাহস? যে ব্যক্তি ছলক্রমে পরপত্নী অপহরণ করে, তাহার ন্যায় কাপুরুষ আর কে আছে? তুই রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্, কিন্তু তোর স্বভাব রাক্ষসের অপেক্ষাও অধম। মুগ্ধস্বভাবা, পতিব্রতা, নারীকে অপহরণ করিতে, তোর হৃদয়ে কি বিন্দুমাত্রও কারুণ্যরসের সঞ্চার হইল না? রে পামর! তোকে সমুচিত প্রতিফল না দিলে আমার এ সন্তাপ কিছুতেই নিরাকৃত হইবে না।

রাম এই প্রকারে, দশাননকে বহুবিধ তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিয়া, কি উপায়ে জানকীর উদ্ধার করিবেন, কেমন করিয়াই বা লঙ্কায় উপস্থিত হইবেন, কি প্রকারেই বা রাবণকে সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিবেন, উপস্থিত বিপদে কে তাঁহার সহায়তা করিবে, ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তায় অহর্নিশ নিমগ্ন রহিলেন। অনন্তর ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে, পরিশেষে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় উপকারবিশেষের অনুষ্ঠান করাতে কপীশ্বর সুগ্রীবের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ জন্মিল। বানররাজ সীতার উদ্ধাররূপ প্রত্যুপকারে প্রতিশ্রুত হইলেন; এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে নিকটে ডাকিয়া ত্বরায় সমরসজ্জা করিতে আদেশ দিলেন।

এই সময়ে, রাবণানুজ বিভীষণ অগ্রজকর্তৃক যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইয়া, ঋষ্যমুখে রামসকাশে সিদ্ধা শবরতাপসী শ্রমণাকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রমণা তথায় উপস্থিত হইয়া, যথোচিত ভক্তিযোগসহকারে রামচন্দ্রচরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক নিবেদন করিল, দেব! মহারাজ বিভীষণ দেবচরণে শরণ লইয়া এই নিবেদন করিয়াছেন, আপনি অনাথের গতি, ধার্ম্মিকের রক্ষক ও দুর্জ্জনের নিয়ন্তা। অতএব অধীনকে অভয়দানদ্বারা, স্বীয় মাহাত্মের পরিচয় দিউন। এ দাস, অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনায়, আর্য্যা জনকদুহিতার উদ্ধারার্থ সাধ্যানুসারে সহায়তা করিবে। এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়? রাম শুনিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, শ্রমণে! নিষ্কারণপ্রিয়কারী প্রিয়সুহৃদ্ বিভীষণের অভাবিত শীলতা ও সুজনতায় অনুগৃহীত হইলাম। তুমি মহারাজকে আমার প্রিয়সম্ভাষণ অবগত করাইয়া কহিও, তিনি আমার প্রতি যেরূপ অচিন্তনীয় করুণা প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার নিকট আমি চিরবাধিত রহিলাম। শ্রমণা শুনিয়া সহর্ষে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক ঘোর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া, অন্ধকারময় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৃষ্ণাতুর চাতকবৃন্দ নবীন ঘনাবলী দর্শনে আনন্দিত হইয়া, অব্যক্তমধুরশব্দচ্ছলে স্তুতিবাদ আরম্ভ করিল। মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুল্লতার স্ফুরণ ও বজ্রপাত। তাহাতে বোধ হইল যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। নবজলধরের মধুর শব্দ শুনিয়া ময়ুরময়ুরীগণ আনন্দে গিরিতরুশিরে কলাপ বিস্তারপূর্ব্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। বোধ হইল, যেন প্রাবৃট্‌কাল মেঘরূপ পটহে তড়িৎরূপ কনকদণ্ডদ্বারা বাদ্য করিয়া উঁহাদিগকে তালে তালে নাচাইতেছে। ক্রমে হারবিশ্লিষ্ট মুক্তাকলাপের ন্যায় বারিবিন্দু পতিত হওয়াতে, ধরাতল হর্ষিত হইয়া, যেন প্রত্যুপকারচ্ছলে এক প্রকার অপূর্ব্ব সৌগন্ধ বিস্তার করিল। ইন্দ্রধনুর উদয় হওয়াতে বোধ হইল, যেন কেলি পরায়ণা বর্ষাবধূর হস্তভ্রষ্ট হইয়া অর্দ্ধভগ্ন রত্নকঙ্কণ দীপ্তি পাইতেছে। বর্ষাকালে নদ, নদী, তড়াগ, পল্বল প্রভৃতি জলে

পরিপূর্ণ হইয়া গেল। বর্ষাবারি খলের ন্যায়, রামের অপকার করিবে মনে করিয়াই যেন পথঘাট সমুদয় প্লাবিত করিল। কোথাও যাতায়াতের আর সুবিধা রহিল না। তখন রাম আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, এ আবার কি আপদ্ উপস্থিত! বিধাতা কি এখন পর্য্যন্তও আমার প্রতি প্রসন্ন হন নাই? যদিও এতকালের পর জানকীর উদ্ধারের উপায় হইল, তথাপি হতবিধি এখন পর্য্যন্তও প্রতিকূলাচরণ করিতেছে। অতএব জানিলাম বিপদের সময়ে, সুযোগ পাইলে কেহই অনিষ্ট করিতে ত্রুটি করে না।

অনন্তর বর্ষাকাল অপগত হইলে, রাম অসংখ্য বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া জলনিধি অতিক্রমপূর্ব্বক, লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন। বিভীষণ রামকে সমাগত দেখিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়া, সীতা উদ্ধারের সহায়তা করিতে লাগিলেন। রামরাবণের ঘোরতর সংগ্রাম চলিতে লাগিল। তখন জয়লক্ষ্মী কাহাকে বরণ করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখন রামের জয়, রাবণের পরাজয়, কখন রাবণের জয়, রামের পরাজয় ইত্যাদি প্রকারে ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। অবশেষে রণপণ্ডিত রামচন্দ্র, বহুকালব্যাপী যুদ্ধের পর, রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া, লঙ্কা অধিকার করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাম লঙ্কা অধিকার করিয়া, জানকীদর্শনে একান্ত সমুৎসুক হইলেন। তৎকালে তাঁহার অন্তঃকরণে একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। বহুকালের পর প্রিয়ার সহিত সম্মিলন হইবে, এই ভাবিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর আহ্লাদে পুলকিত হইতে লাগিল। যাহার জন্য তিনি এতকাল পাগলের ন্যায় বনে বনে কেবল রোদন করিয়া বেড়াইতেছিলেন; আজি তিনি নয়নের প্রীতি প্রদায়িনী হইবেন; এই বলিয়া, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর অপূর্ব্ব সুখসাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিল। গণ্ডস্থল বহিয়া হর্ষবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি আনন্দে একান্ত অধীর হইয়া, বিভীষণকে ডাকিয়া কহিলেন, সখে! যাঁহার নিমিত্ত এত কষ্ট ভোগ করিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে দেখাইয়া আমার চিত্ত চরিতার্থ কর। বিভীষণ নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশপূর্ব্বক, তৎক্ষণাৎ জানকীকে আনয়নার্থ অঞ্জনানন্দনকে সঙ্গে দিয়া অশোকবনে শিবিকাযান প্রেরণ করিলেন।

এখানে পতিপ্রাণা চিরদুঃখিনী জানকী পতিবিয়োজিতা হইয়া অবধি দুঃসহ বিরহবেদনা সহ্য করিয়া পতিচরণে মন প্রাণ, সমর্পণ পূর্ব্বক, অহর্নিশ মুদ্রিতনয়নে কেবল তদীয় চরণচিন্তায় কালযাপন করিতেছিলেন। নিরন্তর নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। তথায় ত্রিজটানাম্নী, এক ধর্ম্মশীলা বর্ষীয়সী রাক্ষসী তাঁহাকে যথোচিত স্নেহ ও সমাদর করিত। জানকী যখন শোকে ও মোহে অতিমাত্র অভিভূত হইতেন, তখন ত্রিজটা আসিয়া তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া, যাহাতে তাঁহার শোকাবেগের লাঘব হয়, তাহার চেষ্টা করিত। জানকী

কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। যখন মনে বড়ই অসুখ হইত, তখন কেবল মনের দুঃখ ত্রিজটার নিকট ব্যক্ত করিয়া, রোদন করিতে থাকিতেন। তিনি একান্ত পতিগতপ্রাণা ছিলেন, সুতরাং পতিবিরহে তাঁহার সকল সুখের অবসান হইয়াছিল। অশোককাননে আসিয়া অবধি, তিনি আহার ও নিদ্রা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দুঃসহ শোকানল নিরন্তর অন্তর দগ্ধ করাতে, তাঁহার অনুপম রূপলাবণ্যের অনেকাংশে ব্যত্যয় এবং সর্ব্বশরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

রামচন্দ্র লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার উদ্ধারার্থ যত্ন করিতেছেন, এই বৃত্তান্ত জানকী ত্রিজটামুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এক্ষণে বিভীষণপ্রেরিত শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, এবং রামের সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে, হনুমানের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আজি আমার একি স্বপ্নাবস্থা, না জাগ্রদবস্থা, আর্য্যপুত্রের সহিত আমার যে পুনরায় মিলন হইবে আমি পুনর্ব্বার যে তাঁহার চরণকমল দেখিতে পাইব, ইহা কখন স্বপ্নেও উদিত হয় নাই। মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ জন্মের মত আর আর্য্যপুত্রের দর্শনলাভ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিল না। আজি কি বিধাতা প্রসন্ন হইয়া, অভাগিনির সমস্ত দুঃখের অবসান করিলেন? আজি কি আমার সকল শোকের, সকল মনস্তাপের তিরোধান হইল? এই কারণেই কি আমার বাম নয়ন স্পন্দিত হইতেছিল? আর্য্যপুত্র আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ, অনুরাগ ও দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি যে আমাকে ভুলিয়া থাকিবেন না, ইহা আমি বেশ জানিতাম; কিন্তু আমি যেরূপ মন্দভাগিনী, তাহাতে আমার দগ্ধ অদৃষ্টে আমার যে আর্য্যপুত্রের সম্মিলনসুখ ঘটিবে, ইহা কখনই আশা করি নাই। আহা আর্য্যপুত্র আমার জন্য কত দুঃখ কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। আমি তাঁহার বিরহে যেরূপ কাতর হইয়াছিলাম, তিনিও আমার নিমিত্ত সেইরূপ কাতর হইয়াছিলেন।

না জানি, আমার জন্য আর্য্যপুত্রকে কত কষ্ট ও কত মনস্তাপই ভোগ করিতে হইয়াছে। আর্য্যপুত্র আমার প্রতি যেমন চিরানুকূল, যদি আমাকে পুনরায় নারীজন্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে যেন আর্য্যপুত্রের ন্যায় পতিলাভ করি। বস্তুতঃ আর্য্যপুত্রের ন্যায় পতি কখন কাহারও হয় না। আমি জন্মান্তরে কত পুণ্যই করিয়াছিলাম, তাহাতেই এরূপ অনুকূলপতি লাভ করিয়াছি।

এইরূপ বলিতে বলিতে, আনন্দভরে জানকীর লোচনযুগল হইতে অবিরল-ধারায় হর্ষবারি বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর হৃদয়ে অপূর্ব্ব সুখসঞ্চার হওয়াতে তিনি পুনরায় কহিতে লাগিলেন, আজি আমার কিআনন্দের দিন! এতকাল বিষম বিষাদানলে আমার অন্তর যে পরিমাণে জ্বলিতেছিল, এক্ষণে আমার হৃদয়ে আবার সেই পরিমাণে সুখ-সুধারসের সঞ্চার হইতেছে। আজি আমি আর্য্যপুত্রের মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিয়া, চিরসন্তপ্ত হৃদয়কে সুস্থ করিব! আজি তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া অনেক দিনের দুঃখ বর্ণন করিব। আমি আর্য্যপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি যখন আমাকে দেখিয়া মধুরসম্ভাষণে অভ্যর্থনা করিবেন; না জানি, তখন আমার অন্তরে কি অনির্ব্বচনীয় সুখেরই উদয় হইবে। বোধ হয়, তৎকালে আমি আহ্লাদে অস্থির হইয়া উঠিব।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, জানকী আহ্লাদে গদগদ হইয়া, শিবিকাযানে আরোহণ করিলেন; এবং কিয়ৎকাল বিলম্বে রামসকাশে উপনীত হইলেন।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে, এই কথা শুনিয়া অবধি, যে অতিবিষম লজ্জা ও অনুতাপানলে নিরন্তর রামচন্দ্রের সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছিল, এক্ষণে সমুচিত বৈরনির্য্যাতনদ্বারা যদিও তাহা অনেকাংশে নির্ব্বাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অন্তর হইতে উহা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হয় নাই। রাম কতক্ষণে সীতাকে দেখিতে পাইবেন, কতক্ষণে তাঁহার সহিত মিলন হইবে, কতক্ষণে প্রিয়ার অমৃতময় কথা শুনিয়া শ্রোত্র পবিত্র ও চরিতার্থ করিবেন, এইজন্য একান্ত অস্থির হইয়া প্রতি

মুহূর্ত্তেই সস্পৃহনয়নে তাঁহার আগমনের পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে জানকীর শিবিকাযান উপস্থিত দেখিয়া, সহসা তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি যদিও জানকীকে একান্ত বিশুদ্ধচারিণী ও রামগতপ্রাণা বলিয়া জানিতেন; এবং জানকীর চরিত্রবিষয়ে যদিও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না, তথাপি তিনি লোক-গঞ্জনার ভয় করিয়া, সহসা জানকীপরিগ্রহে সাহসী হইলেন না। সীতা দুর্ব্বৃত্তরাবণগৃহে একাকিনী এতকাল যাপন করিলেন, হয় ত তাঁহার চরিত্রে কোনরূপ দোষ ঘটিয়া থাকিবে; কিন্তু রাম উহার কোন অনুসন্ধান না লইয়া অনায়াসেই জানকীকে গ্রহণ করিয়াছেন; এই বিষয় লইয়া পাছে উত্তরকালে লোকে তাঁহার নিন্দা করে, এই শঙ্কা রামের হৃদয়ে সমুদিত হইল। সুতরাং তিনি কিছুতেই জানকীকে সহসা গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাম এক নির্জ্জনস্থান আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইলে, রাম বিনয় করিয়া কহিলেন, তোমাদের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে; যদি তোমরা তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন না কর, এবং আমার উপর বিরক্ত না হও, তাহা হইলে আমি তোমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলি। তাঁহারা একবাক্য হইয়া কহিলেন, আমরা ত কখন আপনার কোন কথায় আপত্তি করি নাই, অতএব কি বলিবেন ত্বরায় বলুন।

তখন রাম স্থিরচিত্তে কহিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! সখে বিভীষণ! সখে সুগ্রীব! তোমরা এতকাল যাহার নিমিত্ত দুঃখের ও ক্লেশের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে আমি সেই জানকীর পরিগ্রহে সম্মত আছি। কিন্তু জানকী বহুকাল রাবণগৃহে অবস্থান করিয়াছেন; এক্ষণে পরিগ্রহ করিলে পাছে কেহ তাঁহার চরিত্র-সংক্রান্ত কুৎসা করিয়া আমাকে নিন্দাবাদে দূষিত করে, এই হেতু আমি তাঁহাকে সহসা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যদি তিনি সর্ব্বদা আত্মশুদ্ধচারিতার কোন

বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইতে পারেন,তবেই তাঁহাকে গ্রহণ করিব ; নচেৎ আর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমাদের কি মত বল।

তাঁহারা রামচন্দ্রের মুখ হইতে তাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষম বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কিয়ৎকাল বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে না পারিয়া, মৌনাবলম্বনে, পরস্পরের বদননিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, লক্ষ্মণ সজলনয়নে কাতরস্বরে কহিলেন, আর্য্য! আপনি যখন যে প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা কখনই তাহাতে কোন আপত্তি উত্থাপন অথবা অনাদরপ্রদর্শন করি নাই ; এবং এক্ষণেও আপনার প্রস্তাবে অনাস্থাপ্রদর্শন করিতে সাহসী নহি। কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়াছি। এবিষয়ে যে, কি উত্তরপ্রদান করিব, ভাবিয়া তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যে লোকাপবাদের ভয় করিয়া, আর্য্যার পরিগ্রহে অসম্মত হইতেছেন, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। সকলে পূর্ব্ব হইতেই আর্য্যাকে যেরূপ তপস্বিনী ও শুদ্ধচারিণী বলিয়া জানে, তাহাতে এক্ষণে যে, রাবণভবনে অবস্থান জন্য তাঁহার চরিত্রবিষয়ে কেহ সন্দিহান হইবে, এরূপ কখনই বোধ হয় না। আর আপনিও আর্য্যার স্বভাব ও চরিত্র ভালরূপে জানেন; তবে কেন আজি এরূপ অনর্থক আশঙ্কা করিতেছেন ? আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, যদি আর্য্যার চরিত্রে কখন কলঙ্ক স্পর্শ করে, তাহা হইলে নারীকুলে পরমপবিত্র পাতিব্রত্যধর্ম্মের একবারে তিরোধান হইবে। অতএব আপনি এ বিষয়ে সম্যক বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করুন ; আমাদিগের আর মতামত কি ? আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, আমরা কখন তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারিব না।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া রাম ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে নীরব হইয়া রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, ভাই! তুমি যাহাই কেন বলনা, আমি এরূপ অবস্থায়, কিছুতেই জানকীকে গ্রহণ করিতে পারিব না। যদি তিনি সর্ব্বজন-

সমক্ষে পরীক্ষাবিশেষের অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মচরিত্রের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিব। অতএব তুমি গিয়া, জানকীকে এই বিষয় অবগত করাও। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিও না।

লক্ষ্মণ শুনিয়া রোদন করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং জানকীর নিকট উপস্থিত হইয়া, অভিবাদনপূর্ব্বক অতি কাতরভাবে কহিলেন, আর্য্যে! আমি অগ্রজের নিদারুণ আজ্ঞা বহন করিয়া এখানে আগমন করিলাম। কিন্তু কেমন করিয়া তাহা ব্যক্ত করিব ভাবিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাই-তেছে। যদি এই মুহূর্ত্তেই আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হইত, তাহা হইলে আমি নিষ্কৃতিলাভ করিতাম। হায়! কেন আমি এমন কার্য্যের ভারগ্রহণে সম্মত হইলাম! এই বলিয়া লক্ষ্মণ অবিরলবাষ্পবারি বিমোচন করিতে লাগিলেন।

জানকী শিবিকায় আরোহণ করিয়া, যখন রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হন, তৎকালে পথের উভয়পার্শ্বে অমঙ্গলসূচক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে লক্ষ্মণের এরূপ কাতরতা দেখিয়া, তাঁহার অন্তরে বিষম ভয় ও নানা সংশয় উপস্থিত হইল। অনন্তর, রাম কি আদেশ করিয়াছেন, শুনিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কেন এত আকুল হইতেছ? কেনই বা আপনার অমঙ্গল, কামনা করিতেছ? কি হইয়াছে? কি জন্য তোমাকে এরূপ কাতর দেখিতেছি? আর্য্যপুত্র কি আদেশ করিয়াছেন, ত্বরায় বল। তোমার কথা শুনিয়া আমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। তোমায় বলিতেছি, তুমি নির্ভয় হইয়া বল। ভালই হউক আর মন্দই হউক, তুমি বলিতে আর বিলম্ব করিও না। তুমি যতই বিলম্ব করিবে, ততই আমার উৎকণ্ঠা বাড়িতে থাকিবে। আমি আর এরূপ সংশয়িত অবস্থায় থাকিতে পারিব না; অতএব ত্বরায় বল। তোমার বাক্য শুনিয়া অবধি আমার হৃদয় কাঁপিতেছে। আমার দিব্য, তুমি কোন কথা গোপন করিও না।

লক্ষ্মণ, আর্য্যার তাদৃশী ব্যাকুলতা দেখিয়া, স্বীয় বক্তব্য বলিতে বারংবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনমতেই তাঁহার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। অনন্তর, চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া, অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, আর্য্যে! আপনি বহুকাল একাকিনী রাবণগৃহে বাস করিয়াছেন, তন্নিবন্ধন পাছে কেহ আপনার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদঘোষণা করে এবং এ অবস্থায় আপনাকে গ্রহণ করিলে, ভবিষ্যতে পাছে আর্য্যকেও নিন্দাবাদে দূষিত করে, এই আশঙ্কায় তিনি কোনরূপেই আপনার পরিগ্রহে সম্মত হইতেছেন না। এক্ষণে বলিয়াছেন, যদি আপনি সর্ব্বজনসমক্ষে কোন বিশিষ্ট পরীক্ষাদ্বারা, আত্মচরিত্রের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি আপনাকে গ্রহণ করিবেন; নচেৎ কিছুতেই গ্রহণ করিবেন না। আর্য্যে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি যতদূর জানি, তাহাতে আপনার চরিত্রবিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু অগ্রজের হৃদয়ে কেন এরূপ সংশয় উপস্থিত হইল, বলিতে পারি না। হায়! পরায়ত্ত জীবন কি কষ্টকর! আমি অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া অতিবড় নিষ্ঠুরের ন্যায়, এরূপ সর্ব্বনাশের কথা আর্য্যার কর্ণগোচর করিলাম। আমার ন্যায় নিষ্ঠুর ও কঠিনহৃদয় আর কে আছে! এই বলিয়া লক্ষ্মণ ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

জানকী লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল জড়প্রায় হইয়া রহিলেন। অনন্তর একান্ত কম্পিতকলেবর হইয়া, হায়! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল! বলিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে, লক্ষ্মণ চৈতন্যলাভ করিয়া, অতি যত্নে জানকীর মূর্চ্ছাপনোদন করিলেন। তখন জানকী, সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া, অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক সাশ্রুনয়নে ম্লানবদনে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তোমার দোষ কি? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি যদি চিরদুঃখিনী না হইব, তাহা হইলে কেন আমাকে দুর্ব্বৃত্তরাবণগৃহে বাস করিতে

হইবে? কেনই বা আর্য্যপুত্রের হৃদয়ে এরূপ অমূলক সংশয় উপস্থিত হইবে? মনে করিয়াছিলাম, বিধাতা বুঝি আমার সকল দুঃখের অবসান করিলেন। কিন্তু আমি যেরূপ মন্দভাগিনী, তাহাতে আমার অদৃষ্টে সুখ কোথায়? জানিলাম, এবার কেবল দুঃখভোগের জন্যই আমার জন্মগ্রহণ হইয়াছে। আমি এ বিষয়ে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আর্য্যপুত্রকে দোষ দিতে পারি না। সকলই আমার ললাটের লিখন। আমার উপর আর্য্যপুত্রের যে, দয়া ও মমতা আছে, তাহা আমি বেশ জানি; কিন্তু তিনি কি করিবেন? তাঁহার হৃদয়ে যে সংশয় জন্মিয়াছে, তাহা জন্মিতেই পারে। তিনি যে, আমাকে গ্রহণ করিতেছেন না, তাহা ভাল বই মন্দ নহে। যদি বারান্তরে নারীজন্ম-গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যেন, আর্য্যপুত্রের ন্যায় পতি ও তোমার ন্যায় গুণের দেবর পাই। বৎস! আর বিলম্ব করিও না, এক্ষণে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দাও। আমি উহাতে প্রবেশ করিয়া সকল ক্ষোভের, সকল দুঃখের অবসান করিব; আমার আর পৃথিবীতে এক মুহূর্ত্তও এরূপ অবস্থায় থাকিতে ইচ্ছা নাই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, জানকীর নয়নসরোবর ভাসিয়া গেল এবং অবিরল-স্রোতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে লক্ষ্মণ একান্ত অধীর হইয়া,কেবল অশ্রুবিমোচন করিতে লাগিলেন। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে, জানকী চিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থৈর্য্যসম্পাদন করিয়া কহিলেন, বৎস! আর কেন অনর্থক বিলম্ব করিতেছ? শীঘ্র অগ্নি জ্বালিয়া দাও; আমার অন্তরে বড়ই কষ্ট হইতেছে; অধিক কি, আমার আর এক মুহূর্ত্তও মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। আমার দিব্য, তুমি ত্বরায় অগ্নি জ্বালিয়া দাও। আমি প্রজ্জ্বলিত অনলে প্রবেশ করিয়া, সকল মনস্তাপ বিসর্জ্জন করি।

জানকীর তাদৃশী অস্থিরতা দেখিয়া, লক্ষ্মণ সাতিশয় কাতর ও ব্যাকুল হইলেন; এবং কেমন করিয়াই বা সহসা অগ্নি প্রস্তুত করিয়া দিবেন, ভাবিতে লাগিলেন।

কিন্তু, অতিবড় নিষ্ঠুরের কার্য্য হইলেও, পরিশেষে তিনি রোদন করিতে করিতে, অগত্যা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। কৃশানু, গগনতল স্পর্শ করিবার নিমিত্তই যেন, প্রবলজ্বালাসহকারে জ্বলিয়া উঠিল। তখন জানকী স্থিরচিত্তে, সমবেত সর্ব্বজনকে সাক্ষী করিয়া, উহাতে প্রবেশ করিলেন। সকলে হাহাকার করিয়া, রোদন করিতে লাগিল। লক্ষ্মণ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া, হায়! কি হইল, বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সুগ্রীব, বিভীষণ প্রভৃতি তাবৎ লোকই, হা দেবি! কোথায় যাইতেছেন? বলিয়া দীনভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া, রাম আর নির্জ্জন স্থানে থাকিতে না পারিয়া, হায়! কি করিলাম, বলিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনিবার্য্যবেগে রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যথাকালে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, সকলে দেখিলেন, জানকী জীবিত আছেন। তাঁহার শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই; এবং অনলতাপে রূপলাবণ্যেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তাহা দেখিয়া সকলের হৃদয় অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়রসে আপ্লুত হইল; এবং জানকী যে, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধচারিণী, তদ্বিষয়ে আর কাহারও সংশয় রহিল না।

জানকী অগ্নিশুদ্ধ হইয়া, পতিপরায়ণতাগুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, তাঁহার পরিগ্রহবিষয়ে রাম একেবারে মুক্তসংশয় হইলেন। তখন যুগপৎ লজ্জা ও হর্ষ আসিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে সমুদিত হইল। তিনি সীতাকে শুদ্ধচারিণী জানিয়াও যে, তাঁহার পরিগ্রহে সম্মত হন নাই, এইজন্য তাঁহার লজ্জা; আর জানকী সকল লোকের সমক্ষে জ্বলিতদহনে প্রবেশ করিয়া, আত্মশুদ্ধচারিতার বিলক্ষণ নিদর্শন-প্রদর্শন করিয়াছেন, এই নিমিত্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। তখন তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, প্রেয়সি! আমার অপরাধ-মার্জ্জনা কর, বলিয়া জানকীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সীতা অভিমানভরে বদন অবনত করিয়া রহিলেন উভয়ের নয়নযুগল হইতে এক প্রকার অপূর্ব্ব অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

কিছুকাল এইভাবে থাকিয়া, রাম প্রণয়পূর্ণ বচনে কহিলেন, প্রিয়ে! আর আমাকে যাতনা দেওয়া তোমার উচিত হয় না। এক্ষণে কথা কহিয়া আমার চিত্তচকোরকে চরিতার্থ কর। জানকী আর থাকিতে পারিলেন না। তখন উভয়ের মধ্যে মধুরালাপ হইতে লাগিল।

রাম জানকীকে গ্রহণ করিলেন, দেখিয়া সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব এবং প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ, আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, প্রগাঢ়ভক্তিসহকারে জানকীর চরণে অভিবাদন করিলেন; কহিলেন, আর্য্যে! এতদিনের পর আমাদিগের সকল দুঃখ, সকল ক্ষোভ তিরোহিত হইল। জানকী যথোচিতসস্নেহসম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, বৎসগণ! তোমাদিগের কৃপায় আমি আর্য্যপুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইলাম। অতএব, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তোমরা মনের সুখে কালযাপন কর।

তদনন্তর, রাম বিভীষণকে লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, এবং প্রিয়সুহৃৎ সুগ্রীব ও অন্যান্য সমরসহায়দিগের নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিমানে আরোহণ করিয়া, অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাকালে তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে, সকলে আনন্দকোলাহল করিতে লাগিল। কৌশল্যা পুত্রবিরহে ম্রিয়মাণা হইয়া ছিলেন; এক্ষণে রামের আগমনসংবাদ শুনিয়া উন্মাদিনীর ন্যায়, দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং "রাম ফিরিয়া আসিলি রে" বলিয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বনপূর্ব্বক অনিবার্য্যবেগে হর্ষবারি; বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রামের জন্য তাঁহার হৃদয় যে বিষম জ্বালায় নিরন্তর জ্বলিতেছিল, এক্ষণে হারাধনকে ক্রোড়ে পাইয়া, তাহা সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাপিত করিলেন।

রামের পুনরাগমনে অযোধ্যানগরে পূর্ব্ববৎ উৎসবক্রিয়ার আরম্ভ হইল। অনন্তর, কি নাগরিক, কি জনপদবাসী, তাবৎ প্রজাবর্গই, অতিমাত্র হর্ষিত হইয়া,

রাম রাজপদগ্রহণ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন, এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। রামচন্দ্র অনেক ভাবিয়া, পরিশেষে তাঁহাদের কথায় সম্মত হইলেন।

তদনন্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র, জাবালি, কাশ্যপ প্রভৃতি মহর্ষিগণ, অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া, রামের অভিষেকক্রিয়া সমাপন করিলেন। রামও সস্ত্রীক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন এবং জনকদুহিতার সহবাসে মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।